সকলের জন্য শিক্ষা



'ই-৯' দেশগুলির অভিজ্ঞতা

কর্মরত শিক্ষকদের উদ্ভাবনীমূলক প্রশিক্ষণ
এবং শিক্ষণের মান ঃ
প্রাথমিক তিনটি শ্রেণীর থ্রী-আর পাঠ্যসূচীর উপর
'ই-৯' দেশগুলির সম্মেলনের প্রতিবেদন।

গুরুর্গুরুতমো ধাম
NCTE

UNESCO

রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ

সকলের জন্য শিক্ষা

ই-৯ দেশগুলির অভিজ্ঞতা

কর্মরত শিক্ষকদের উদ্ভাবনীমূলক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার মান ঃ প্রথম তিনটি শ্রেণীতে 'থ্রী-আর' পাঠ্যসূচী বিষয়ে ই-৯ দেশগুলির সম্মেলনের প্রতিবেদন।

বিজ্ঞানভবন ঃ নিউদিল্লী
(৬-৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭)

রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ
সি-২/১০, সফদরজং ডেভলপমেন্ট এরিয়া, শ্রী অরবিন্দ মার্গ
নিউ দিল্লী-১১০ ০১৬

সহযোগিতায়

ইউনাইটেড নেশন্স এড্যুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন
৮ পূর্বী মার্গ, নিউ দিল্লী-১১০ ০৫৭

রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের ৯৭/৯ নং দলিল

অনুবাদকঃ ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সভাসমূহের আধিকারিক বৃন্দ

সভাপতি	অধ্যাপক জে এস রাজপুত
সহ-সভাপতি	শ্রী ডেনিস সি ইউ ওকোরো
সংকলক	ডঃ রোজ মেরী সালাজার ক্লেমেনা

বিশেষজ্ঞগণ

শ্রী অনিল বোর্দিয়া

শ্রী এস সি বেহার

সংযোগ কর্তা	ডঃ ডব্ল্যু এল ম্যেলর
সমন্বয়কারী	অধ্যাপক ও এস দেওল

ইংরাজী মূল গ্রন্থটি সদস্য সচিব, ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন, সি-২/১০,সফদরজং ডেভলপমেন্ট এরিয়া, শ্রী অরবিন্দ মার্গ, নিউ দিল্লী ১১০০১৬ কর্তৃক প্রকাশিত এবং নাগরি প্রিন্টার্স, নবীন শহ্‌দ্রা, দিল্লী ১১০০৩২ কতৃক মুদ্রিত।

বঙ্গানুবাদ গ্রন্থটি ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫/৩, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা ৭০০০১৯ কর্তৃক প্রকাশিত এবং গণপ্রকাশনী, ১১/১ দুর্গা পিথুরী লেন, কলকাতা ৭০০০১২ কর্তৃক মুদ্রিত।

অনুবাদকের কথা

রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় এবং ইউনেস্কোর সহযোগিতায় ৬-৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ সালে নতুন দিল্লীতে 'ই-৯' দেশগুলির একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অধিক জনসংখ্যাযুক্ত ৯টি রাষ্ট্র যথা—ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, নাইজিরিয়া, মেক্সিকো ও ব্রাজিলের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। কর্মরত শিক্ষকদের উদ্ভাবনীমূলক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষণের মান ঃ প্রাথমিক তিনটি স্তরে 'থ্রী-আর' পাঠ্যসূচী (যথা ঃ পড়া, লেখা এবং পাটীগণিত) এই সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়। জনবহুল দেশগুলিতে "সকলের জন্য শিক্ষা"র লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার উপায় অনুসন্ধানই ছিল সম্মেলনের মূল লক্ষ্য।

একথা অনস্বীকার্য যে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষের মূল সমস্যাগুলির মধ্যে দারিদ্র এবং অশিক্ষা অন্যতম। সুতারাং, "সকলের জন্য শিক্ষা" সংক্রান্ত যে কোন ধরণের আলোচনা অথবা প্রতিবেদন আমাদের দেশে যথাযথভাবেই প্রাসঙ্গিক। সেই উদ্দেশ্যেই "সকলের জন্য শিক্ষা" সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে 'ই-৯' দেশগুলির সম্মেলনের মূল ইংরাজী প্রতিবেদনটির বাংলা অনুবাদের গুরুদায়িত্ব নিজেই নিয়েছি। এখানে উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ এবং ইউনেস্কো "সকলের জন্য শিক্ষা" সংক্রান্ত 'ই-৯' দেশগুলির সম্মেলনের প্রতিবেদন যোগদানকারী দেশগুলির শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বিতরণের সুপারিশ করেন। অধ্যাপক জে. এস. রাজপুত এবং অধ্যাপক ও. এস. দেওল আরও একধাপ এগিয়ে প্রতিবেদনটি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদের ব্যাপারে তৎপর হন, যেহেতু তারা যথার্থভাবেই মনে করেন যে এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা "সকলের জন্য শিক্ষা" নিয়ে পারস্পরিক সমস্যার পর্যালোচনা করতে পারবেন। ফলতঃ, নিজেদের দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে আরও দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করতে পারবেন। তাদেরই অনুরোধে এবং পরামর্শে আমি 'ই-৯' দেশগুলির "সকলের জন্য শিক্ষা" সংক্রান্ত সম্মেলনের মূল ইংরাজী প্রতিবেদনের বাংলা অনুবাদ করেছি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের অধিকর্তার পদে নিয়োজিত থাকার দরুণ অনিবার্য ব্যস্ততা ও উপযুক্ত পরিভাষার সমস্যা এই অনুবাদের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবুও সম্মেলনের প্রতিবেদনের মূল বিষয় এবং সুর যাতে যথাযথভাবে বজায় থাকে তার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও যদি কোন ভুলত্রুটি হয়ে থাকে তার দায়িত্ব একান্তভাবেই আমার।

বর্তমান অনুবাদ এবং তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে আমি অনেকের কাছে সাহায্য এবং উৎসাহ পেয়েছি। এদের মধ্যে অধ্যাপক জে. এস. রাজপুত, অধ্যাপক ও. এস. দেওল, অধ্যাপক গোপালকৃষ্ণ চক্রবর্তী, শ্রী অগ্নিবীণ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মিতা চক্রবর্তী, আসগার আলি, উৎপল কর্প এবং ফাল্গুনী চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদে নিযুক্ত আমার সহকর্মীরা আমাকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন। তাদের সকলকেই আমি ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে জানাই যে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছে বর্তমান বইটি কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। ফলস্বরূপ বইটির প্রথম মুদ্রণ ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত। আরও চাহিদা থাকায় দ্বিতীয় মুদ্রণটি প্রকাশ করে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮

প্রাক্‌কথন

১৯৯৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবর ব্যাপী জেনিভায় শিক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ৪৫তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অধিবেশনে গৃহীত কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য 'ই-৯' অন্তর্ভূক্ত দেশগুলির (বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিশর, মেক্সিকো, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, নাইজিরিয়া এবং পাকিস্তান) দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয় দিল্লীতে, গত ৬-৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ তারিখে। মুখ্য আলোচ্যসূচী ছিল কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষাদান এবং বিদ্যালয় শিক্ষার প্রথম তিনটি স্তরে 'থ্রী-আর' পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত গবেষণামূলক নিবন্ধসমূহ।

তাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত জমতিয়েন সম্মেলনের পর থেকে 'সকলের জন্য শিক্ষা' বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেতে শুরু করে। পরবর্তী সম্মেলনগুলিতে, যেমন, ১৯৯৩ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 'সকলের জন্য শিক্ষার' সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য তৈরী করা হয়। সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় উৎকর্ষ আনা, সমাজে সকলের দক্ষতা, যোগ্যতা ও উপযুক্ত মনোভাব তৈরী করা এবং সেই সঙ্গে সমাজের প্রত্যেকের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সমান সুযোগ তৈরী করাই হচ্ছে 'সকলের জন্য শিক্ষার' বিশেষ তাৎপর্য। ইউনেস্কো'র সহযোগিতায় নতুনদিল্লীস্থ রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ আবার এই ঐতিহাসিক অধিবেশন আয়োজন করার সুযোগ পাওয়ায় আমি বিশেষভাবে খুশী।

অনুষ্ঠিত সভায় মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দু'টি। প্রথমটি হল কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষাদান। দ্বিতীয়টি হল প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান এবং বিশেষ করে প্রথম তিনটি শ্রেণীর পাঠ্যসূচী। এই সভায় উপস্থাপিত 'ই-৯' দেশগুলির প্রতিনিধিদের অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ তৈরী করেছেন আন্তর্জাতিক পরামর্শদাতামন্ডলী , প্রধান অতিথি এবং সভাপতির ভাষণ দিয়ে। ভাষণ দুটি দেন যথাক্রমে ডঃ চিত্রা নায়েক, সদস্যা, যোজনা কমিশন এবং শ্রীযুক্ত পি. আর. দাশগুপ্ত, সচিব, মানবসম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রক, ভারতসরকার। এই দু'জনেই 'সকলের জন্য শিক্ষা'য় এই ধরণের সভাগুলির গুরুত্ব এবং অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্থাগুলি যথাক্রমে ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, ইউ এন ডি পি, ইউ এন এফ পি এ, এবং বিশ্বব্যাঙ্ক 'সকলের জন্য শিক্ষা' রূপায়ণে তাদের দায়বদ্ধতা উল্লেখ করে এই আশ্বাস দেন যে আলোচনায় উদ্ভুত বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভবিষ্যতে আরও যে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ দ্বারা আয়োজিত এই আলোচনাচক্র তার প্রথম পদক্ষেপ। এন সি টি ই সবরকমের সাহায্য পেয়েছে ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ণ দপ্তর এবং ইউনেস্কো'র নতুনদিল্লী অফিসের কাছ থেকে। সভার সাফল্যের সিংহভাগ তাদেরই প্রাপ্য।

ইউনেস্কোর সঙ্গে আলোচনা করে রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ বা এন সি টি ই, ই-৯ দেশগুলির দিল্লী সম্মেলনের (৬-৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭) প্রতিবেদন সমূহ বর্তমান আকারে প্রকাশ করে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয়। এর

উদ্দেশ্য হল যে, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকরা এই প্রতিবেদনের সাহায্যে অন্যান্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন এবং অন্যান্য দেশগুলির প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যসূচীর তুলনামূলক পর্যালোচনা করে এই দেশের শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

এই সম্মেলন সফল করার জন্য অনেকেই সাহায্য করেছেন। ইউনেস্‌কো'র নতুনদিল্লী অফিসের তৎকালীন কার্য্যনিবহী পরিচালক ডঃ ওয়েরেন এল ম্যেলর এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা স্তর থেকেই যুক্ত আছেন। তার সাথে আলোচনা করে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি, ইউনিসেফ, ইউ এন এফ পি এ এবং রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ যুক্তভাবে প্রতিদিনের কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা তৈরী করেছে।

সম্মেলনে কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষাদান এবং 'থ্রী-আর' শিক্ষার গুণগত মান সম্পর্কে ভারতের দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত করে ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রনালয়ের প্রাক্তন সচিব শ্রী অনিল বোর্দিয়া এবং মধ্যপ্রদেশ সরকারের প্রাক্তন মুখ্য সচিব শ্রী এস সি বেহার আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এঁদের দু'জনকেই ধন্যবাদ জানাই।

সম্মেলনকে সফল করার জন্য এন সি টি ই'র কর্মীবৃন্দ কঠোরা পরিশ্রম করেছেন। এর মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এন সি টি ই'র সদস্য সম্পাদক শ্রী সুরেন্দ্র সিং দূরদর্শন সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। শ্রী জি সোমশেখর এবং শ্রী সোহন স্বরূপ শর্মা অতিথি সৎকার এবং সাধারণ ব্যবস্থাদি করেছেন। সংবাদ মাধ্যমে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করছেন শ্রী টি এন শর্মা। এই প্রতিবেদন সম্পাদনা ও প্রকাশনায় সহায়তা দিয়ে শ্রী ডি এন খোশলা আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

জুন ১, ১৯৯৭

অধ্যাপক জে এস রাজপুত

বিষয় সূচী

সংযোজনা

১ সাধারণ কার্য্যবিবরণী

১.১.০ উপস্থাপনা

ইউনেস্‌কো'র নতুন দিল্লী অফিসের সহযোগিতায় এবং ইউনেস্‌কো'র প্যারিস অফিসের ডঃ ডব্ল্যু. ভল্‌ম্যানের ('ই-৯' দেশগুলির আহ্বায়ক), অনুরোধে রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ নতুন দিল্লীর বিজ্ঞানভবনে দু'টি অধিবেশনের আয়োজন করেছে। আলোচনার বিষয়বস্তু কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষা সংক্রান্ত নতুন ধারণা এবং শিক্ষার গুণগতমান বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম তিনটি শ্রেণীতে 'থ্রী আর' এর পাঠ্যসূচী প্রনয়ণ।

১.১.১. প্রথম অধিবেশনের মূল লক্ষ্য ছিল 'ই-৯' দেশগুলির সর্বোচ্চমানের পর্যালোচনাগুলি উপস্থাপিত করা এবং ঐ সম্বন্ধে পারস্পরিক মত বিনিময় করা। নতুন ধারণার প্রবর্তন, বহুমুখীতা এবং সম্ভাব্য ফলাফলের দিকে লক্ষ্য রেখে পর্যালোচনাগুলি নির্বাচিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধিবেশনের মূললক্ষ্য ছিল শিক্ষার বিষয়বস্তু, বিনিময় কৌশল এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকটি দেশের আপা ত অবস্থান।

সকলের জন্য শিক্ষা ঃ দূরপ্রসারী দৃষ্টি

'সকলের জন্য শিক্ষা' হচ্ছে পরিবর্তনের যুগে প্রথাগত বিদ্যালয় শিক্ষার অতিরিক্ত একটি ব্যবস্থা। যার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর পড়া, লেখা এবং পাটিগণিত সমাধানের ক্ষমতা তৈরী করা। এ কথা বলেছেন 'ই-৯' দেশগুলির ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ তারিখের অধিবশেনের প্রধান অতিথি এবং ভারতবর্ষের যোজনা কমিশনের সদস্যা ডঃ চিত্রা নায়েক। এখন থেকে 'সকলের জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত হবে সব বয়সের সব ধরণের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার লোকেরা। শ্রমিক, অভিভাবক, বঞ্চিত, প্রতিবন্ধী সহ কার্যত বৃহত্তর সমাজের সব লোকেরই পুরানো চিন্তা পদ্ধতি পরিবর্তন করার জন্য এমন শিক্ষার দরকার যাতে তারা দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। শিক্ষা এমন হওয়া দরকার যাতে মানুষ স্থায়ী এবং ক্রমাগত উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সাম্যের দিকে ও শান্তির পথে এগিয়ে যেতে পারে। সভাপতির ভাষণে ভারতের মানব সম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রকের সচিব শ্রী পি আর দাশগুপ্ত বলেছেন যে 'সকলের জন্য শিক্ষায়' শিক্ষকের ভূমিকা হবে কাঁচা হীরের মতো। শিক্ষার্থী'কে উপদেশ দিয়ে মানবগুণ সম্পন্ন পলকাটা ঝকঝকে হীরায় পরিণত করা।

১.২.০. উদ্বোধনী অধিবেশন

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭

রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক জে, এস, রাজপুত প্রথমে 'ই-৯' দেশগুলির বিশেষজ্ঞদের, ইউনেস্কো'র কর্মাধক্ষ্যদের, 'ই-৯' দেশগুলির জোমতিয়েন সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী এবং ইউ এন ডি পি, ইউনিসেফ, ইউ এন এফ পি এ এবং বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান। ক্রমে তিনি স্বাগত জানান বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রী অনিল বোর্দিয়া, অধ্যাপক আর এইচ দাভে, শ্রী এস সি বেহার, ডঃ এ কে শর্মা (পরিচালক, জাতীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ), শ্রী কুলদীপ মাথুর (পরিচালক, এন আই ই পি এ), শ্রী বি পি খান্ডেলওয়ালা (সভাপতি, সি বি এস ই), শ্রী অভিমন্যু সিং (সংযুক্ত সচিব, মানব সম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রক, ভারত সরকার) এবং প্রধান অতিথি ডঃ চিত্রা নায়েক (সদস্যা, যোজনা কমিশন, ভারত সরকার) প্রভৃতি উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রকের সচিব শ্রী পি আর দাশগুপ্ত।

১.২.১ অনুষ্ঠানলিপি (সংযোজন ২) অনুযায়ী সকাল ৮-৩০ মি অংশগ্রহণকারীদের নাম নথিভুক্ত (সংযোজন ১) করার পর অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ৯টায়। অনুষ্ঠানের ঘোষক ছিলেন ডঃ কে ওয়ালিয়া। প্রথমে ফুলের তোড়া দিয়ে মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সম্মানিত করা হয়। শিক্ষকের কাজ সমাজে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে সাক্ষরতা, শিক্ষা এবং অর্ন্তদৃষ্টির আলো জ্বালানো। এর প্রতীক হিসাবে প্রধান অতিথিকে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করার আহ্বান জানানো হয়।

১.২.১. এর পর স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যাপক জে এস রাজপুত (সংযোজন ৩)। প্রধান অতিথি এবং অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে অধ্যাপক রাজপুত তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জন্য পরিকল্পিত শিক্ষা এবং পাঠ্যসূচীর আমূল পরিবর্তনে রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। যে উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয় এবং গঠিত হবার অল্প সময়ের মধ্যে যে কাজ সম্পন্ন করেছে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

১.২.৩. ইউনেস্কো'র প্যারিস অফিসের ডঃ ডব্ল্যু ভলমান এই অধিবেশনের তাৎপর্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। 'ই-৯' দেশগুলির ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে 'সকলের জন্য শিক্ষা' একটি বিশেষ সমস্যা। এই সমস্যার মোকাবিলায় শিক্ষকদের শিক্ষা পদ্ধতির মানোন্নয়ণ, নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন, পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যসূচী এবং কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষাদান প্রভৃতিতে 'ই-৯' দেশগুলির প্রচেষ্টাকে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থা সম্পূর্ণ সমর্থন করছে এবং শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে। আলোচনার ফলাফল এবং পরবর্তী কর্মপন্থা জানার জন্য আগ্রহভরে অপেক্ষা করছে। তিনি ইউনেস্কো এবং ইউ এন ডি পি'র সহযোগিতায় প্রস্তুত প্রত্যেকটি দেশের শিক্ষকদের শিক্ষাদান সংক্রান্ত পর্যালোচনার উল্লেখ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদায় শিক্ষকের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই পর্যালোচনার যে কয়টি স্তর সম্পূর্ণ হয়েছে এবং যে কাজ এখনও বাকী আছে তার উল্লেখ করে ডঃ ভলম্যান জানান যে এই পর্যালোচনার মূল উদ্দেশ্য হল কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য সব থেকে গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা নির্ণয় করা।

১.২.৪. প্রধান অতিথি ডঃ চিত্রা নায়েক ইউনেস্কো, ইউ এন ডি পি, ইউনিসেফ, ইউ এন এফ পি এ এবং বিশ্বব্যাঙ্কের সহযোগিতায় ভারতবর্ষে অধিবেশন করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। তিনি উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে শিক্ষাই দেশের প্রগতি আনতে পারে এবং সাধারণ মানুষকে অধিকার সম্পন্ন করতে পারে। জোমতিয়েন অধিবেশন 'থ্রী-আর' সূত্রের উপরই শুধু গুরুত্ব আরোপ করেছে তা নয়, সেই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা যা পরিবেশ রক্ষা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমানো, সামজিক উন্নতি, গরিবীমোচন এবং সামাজিক ন্যায়রক্ষার উপরও গুরুত্ব আরোপ

করেছে। 'ই-৯' দেশগুলির এই অধিবেশন, জেনিভায় অনুষ্ঠিত ৪৫তম আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনের (৩নং প্রস্তাব, সংযোজন ৫) যুক্তিপূর্ণ এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার ফল। ঐ সম্মেলনে প্রস্তাবিত বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষক একটি বিষয় হল একটি আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার স্থাপন, যার সদর দপ্তর 'ই-৯' দেশগুলির মধ্যে প্রতি দুই বছর অন্তর ঘুরবে। শিক্ষকদের পাঠ্যসূচী প্রণেতা এবং শিক্ষা প্রশাসকদের জন্য একটি বিশেষ স্বয়ংশিক্ষা সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা তৈরী করার কথাও তাঁরা বলেছেন। এছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হল ইউনেস্কো বা রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ কিংবা 'ই-৯' দেশগুলি একাধিক জোট গঠন যা 'সকলের জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত করবে। 'সকলের জন্য শিক্ষার' উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান পরিবর্তনের যুগে প্রচলিত বিদ্যালয় শিক্ষার বাইরে লেখা, পড়া ও গণিত সমাধান শেখানো। এই কর্মসূচীতে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সকল লোককে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শ্রমিক, বাবা-মা, বঞ্চিত, প্রতিবন্ধী প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর সমাজের সকলকেই এমনভাবে যুক্ত করতে হবে যাতে তারা প্রচলিত ধারণার বাইরে বেরিয়ে নতুন পুরাতন সব ধরনের সমাজ ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে দ্রুতগতি পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের উপযোগী করে নিতে পারে। শিক্ষা, শিক্ষার্থীর সেই সমস্ত ক্ষমতার উন্মোচন করবে যাতে তারা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সঙ্গে নিয়ে নিয়ত উন্নয়ণের জন্য কাজ করতে পারেন এবং সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে এগোতে পারেন।

১.২.৫. সভাপতির ভাষণে শ্রী পি আর দাশগুপ্ত শিক্ষার মানোন্নয়ণের প্রয়োজনে শিক্ষকদের গুণগত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সব রকমের সাহায্যের আশ্বাস দেন। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে ভারত সরকারের নীতি ও পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বলেন যে আজকের সমাজে শিক্ষকের সামাজিক মর্য্যাদা এবং সম্মান ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। তাই দেশের ঐতিহ্যানুযায়ী শিক্ষকদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব এবং আত্মমর্যাদাবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে। 'সকলের জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীতে শিক্ষকের কাজ হবে কাঁচা হীরের মতো শিক্ষার্থীদের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করা যাতে তারা নিজেদের ক্ষমতাকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে। সেই জন্য শিক্ষকদের সমাজে বিশিষ্ট স্থান করে দিতে হবে।

১.২.৬. ইউনেস্কোর নতুন দিল্লী অফিসের ডঃ ডব্লু এল মেলর সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেন যে ভারতবর্ষের মতো দেশগুলির পরিকল্পনা শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় তৈরী করতে দারিদ্র্য মোচন এবং আর্থিক উন্নয়নে দায়বদ্ধতা প্রকাশ করেছে। এই প্রসঙ্গে দ্রুত সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ তৈরী হচ্ছে। 'ই-৯' দেশগুলির প্রচেষ্টায় ইউনেস্কোর তরফে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, শুধু জানার চেষ্টা, কাজ করা, বেঁচে থাকা এবং সেই মতো তৈরী হওয়াই নয়, সেই সঙ্গে শিখতে হবে কিভাবে আগামী শতাব্দীতে সুরক্ষা ও সম্পদের সাথে সাথে পরস্পরের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা সম্ভব। ভারতবর্ষের কথা বলতে গিয়ে বিশেষ করে শিক্ষকদের শিক্ষা, দূরত্ব শিক্ষা, অনগ্রসরদের শিক্ষাদান, তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, পাঠ্যসূচী এবং মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করেন। শিক্ষকদের গুণগত শিক্ষাদান এবং শিক্ষা প্রশাসনের জন্য রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের প্রচেষ্টায় ইউনেস্কোর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার আশ্বাস নিয়ে 'ই-৯' দেশগুলিকে এবং 'সকলের জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীতে যে সমস্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি অংশগ্রহণ করেছে তাদের ধন্যবাদ জানান। শান্তির স্বপক্ষে ইউনেস্কোর কাজ করার অঙ্গীকার জানিয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ণে ইউ এল ডি পি এবং ইউ এন এফ পি এ'র কাজের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তিনি বক্তৃতা শেষ করেন।

১.২.৭. দু'টি সংবাদ বিবৃতি প্রকাশ করা হয় (সংযোজন ৭ এবং ৮)।

১.৩.০. অনুষ্ঠানসূচীর পরিমার্জন

তিনটি ছোট পরিবর্তন ছাড়া অনুষ্ঠান সূচীতে বিশেষ কোন পরিবর্তন আনা হয়নি।

১.৩.১. ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ইউনিশেফ এবং বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা 'সকলের জন্য শিক্ষা'য় তাদের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে মন্তব্য করেন।

১.৩.২. ৬ই ফ্রেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ এর অধিবেশনে বিশ্বব্যাঙ্কের ডঃ এন কে জাঙ্গীরা একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন।

১.৩.৩. ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ তারিখে প্রাতঃকালীন অধিবেশন রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়।

১.৩.৪. ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ তারিখে অপরাহ্নকালীন অধিবেশনের জন্য নির্দ্ধারিত উপস্থাপনাগুলি ঐ দিনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনের সঙ্গে অন্তর্ভূক্ত করা হয় যাতে বিকাল ৩টার মধ্যে অধিবেশন শেষ করা যায়।

১.৪.০. প্রথম সভা ঃ কর্মাধিবেশন

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭

১.৪.১. 'ই-৯' দেশগুলিতে কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষাদানে নতুন ধারণার প্রবর্তন বিষয়ে অধিবেশনের শুরুতে অতিথিরা নিজেদের পরিচয় দেন। তারপর সভার আধিকারিক নির্বাচন হয়। 'ই-৯' দেশগুলির বিশেষজ্ঞরা সর্বসম্মতিক্রমে নীচে উল্লিখিত ব্যক্তিদের নির্বাচন করেন।

অধ্যাপক জে এস রাজপুত ঃ সভাপতি
শ্রী ডেনিস সি ইউ ওকোরো ঃ সহ সভাপতি
ডঃ রোজ মারী সালাজার ক্লেমেনা ঃ সংকলক

শিক্ষণ ঃ অন্তর্নিহিত সম্পদ

যেহেতু যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি হয় মানুষের মনে। কাজেই শান্তি অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা মানুষের মননেই সৃষ্টি করতে হবে। ইউনেস্কো এই উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নতুন দিল্লী অফিসের ডঃ ওয়ারেন এল মেলর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ধন্যবাদ জ্ঞাপক ভাষণে বলেন যে সংঘর্ষের মধ্যেও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব। শিক্ষালাভের পথে জয় পরাজয়ের প্রশ্ন নাই; আছে শুধু শিক্ষার্থী, আছে বাধাহীন সীমাহীন শিক্ষা। ইউনেস্কোর শিক্ষা সংক্রান্ত পরিষদের প্রতিবেদন —'শিক্ষণ ঃ অন্তর্নিহিত সম্পদ' অনুযায়ী আমাদের শুধু পরিণত হওয়া, জ্ঞানার্জন বা কর্মপোযোগী হওয়া নয়। আমাদের শিখতে হবে একবিংশ শতাব্দীতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং এমন একটি শিক্ষিত সমাজের দিকে এগিয়ে যাওয়া যেখানে ব্যাক্তি ও সমাজ জীবনের প্রত্যেকটি দিক শিক্ষা এবং কাজের সুযোগ তৈরী করবে, যেখানে বিদ্যালয়গুলি শিক্ষায় আগ্রহ এবং আনন্দ সঞ্চার করবে। সেই সঙ্গে বিদ্যালয়গুলি তৈরী করবে জিজ্ঞাসু মন। প্রত্যেক ব্যক্তিই একাধারে হবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। ইউনেস্কোর প্যারিস অফিসের ডঃ ডব্লু ভল্ম্যান শিক্ষক শিক্ষণে গুণগত মানোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শিক্ষাদান ও শিক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তি'র প্রয়োগ এবং সর্বোপরি শিক্ষিত সমাজ সৃষ্টিতে প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের মানুষের যোগদানকেই 'সকলের জন্য শিক্ষা'র মূল উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেন।'

১.৪.২. ডঃ ডব্লু ভল্ম্যান সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষকদের নতুন ভূমিকা এবং শিক্ষক বৃত্তিতে আগ্রহ বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। 'ই-৯' দেশগুলির জনসংখ্যাধিক্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'সকলের জন্য শিক্ষা'—লক্ষ্যপূরণে কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষাদানে নতুন ধারণার উদ্ভাবনই হচ্ছে বিশেষ কার্যকরী অস্ত্র। ইউনেসকো এবং ইউ এন ডি পি'র সহযোগিতায় প্রস্তুত গবেষণাগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ

করে তিনি বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষায় বেশী সংখ্যক ছেলে মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই পথে বাধা হচ্ছে শিক্ষকের নিজের দায়িত্ব এবং প্রয়োগ কৌশল সম্বন্ধে অজ্ঞতা। এই সমস্যার মোকাবিলায় যারা শিক্ষকতা করছেন এবং যারা করছেন না, তাদের সকলকেই উৎসাহমূলক ভাতা দিয়ে এবং নতুন উদ্ভাবনার সঙ্গে যোগাযোগ সাধনের মাধ্যেমে তাদের গুণগত মান বাড়াতে হবে। প্রত্যেক দেশের কর্মসূচী এবং তার রূপায়ণে প্রত্যেকটি দেশের যোগ্যতা এবং দুর্বলতা সম্পর্কে আরও গভীর গবেষণার প্রয়োজন আছে। শিক্ষকদের আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। শিক্ষিত সমাজ তৈরী করার জন্য প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের মানুষকে যুক্ত করতে হবে। কোন দেশের শিক্ষকদের সাধারণভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং বিশেষতঃ শিক্ষক শিক্ষণে কোন বিরূপ প্রভাব ফেলেছে কিনা, তা বিচার করতে হবে। সেই সঙ্গে দেখতে হবে দেশগুলি গুণগত শিক্ষার জন্য কোন নির্দেশিকা তৈরী করতে পারছে কিনা যা একক বা সমষ্টিগতভাবে প্রত্যেকটি দেশের ভবিষ্যত কর্মসূচী রূপায়ণের কাজে নজরদারি করতে পারবে। এই সভার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেকটি দেশের কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষাদানের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরী করা যাতে 'সকলের জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীকে কাজে রূপায়িত করা যায়।

১.৪.৩. বিশ্বব্যাঙ্কের নতুন দিল্লী অফিসের অধ্যাপক এন কে জাঙ্গীরা 'সকলের জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী রূপায়ণে শিক্ষক শিক্ষণের মানোন্নয়ণ, যোগ্য শিক্ষক তৈরী করা, বিশেষ করে 'ই-৯' দেশগুলির প্রত্যন্ত প্রান্তে দূরত্ব শিক্ষার প্রসার এবং বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহয়োগিতায় প্রস্তুত ডি পি ই পি কর্মসূচী প্রভৃতি বিষয়কে সমর্থন করেন। সেই সঙ্গে 'সকলের জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী রূপায়ণে এবং শিক্ষকদের মানোন্নয়ণে 'ই-৯' দেশগুলির গৃহীত পরিকল্পনা এবং জোম্‌তিয়েন সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি ও সমর্থন করেন। এই সভার ফলাফলের দিকে তিনি আগ্রহভরে তাকিয়ে আছেন।

১.৪.৪. ইউনিসেফ এর নতুন দিল্লী অফিসের ডঃ গর্ডন আলেক্সান্ডার 'ই-৯' দেশগুলির মধ্যে সার্ক অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির শিক্ষায় অধিকার এবং প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক প্রসারে তার আন্তরিক দায়বদ্ধতার কথা জানান। শিক্ষক শিক্ষণে উদ্ভাবনার প্রয়োগই হল শিক্ষা পদ্ধতির কেন্দ্র বিন্দু। কিন্তু লক্ষ্য এবং লক্ষ্যপূরণের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক আছে সেগুলিই তার দুশ্চিন্তার কারণ বলে জানান। তিনি কতকগুলি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। সেগুলি হচ্ছে—ছাত্রদের বিদ্যালয়ে যাওয়া নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট কর্মসূচী, শিক্ষক সংগঠনের অংশগ্রহণ, বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং দায়বদ্ধতা স্বীকার, শিশু বিকাশে প্রাথমিক শিক্ষাকে যুক্ত করা, বিদ্যালয়ে যে সব শিশু যেতে পারছে না যেমন নারী বা শিশু শ্রমিক, তাদের জন্য প্রথা বর্হিভূত শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা। এই দেশগুলিতে সংখ্যাগত এবং গুণগত উন্নয়নের প্রচেষ্টার বড় সুযোগ রয়েছে যা নিয়ে ভাবা উচিত। শিশুর অধিকার নিয়ে আইনগত ভাবনা একটা ইতিবাচক দিক। ১৯৯৩ সালে, প্রত্যেক শিশুর বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করার অধিকার বিষয়ে নতুন দিল্লীর ঘোষণা একে আরও সুদৃঢ় করেছে। পরিশেষে ডঃ আলেক্সান্ডার শিক্ষার মানোন্নয়ণে শিক্ষকের ভূমিকার উপর পুনরায় গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বিদ্যালয় প্রশাসনে স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণের উপর জোর দেন।

১.৪.৫. নতুন দিল্লীর ইউনেস্‌কো অফিসের ডঃ ডব্লু এল মেলর 'ই-৯' দেশগুলির 'সকলের জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী, শিক্ষা সংক্রান্ত দলিলের আদান প্রদান এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে কর্মরত শিক্ষক শিক্ষণ এর পুণর্গঠনের উপর গুরুত্ব দেন। 'সকলের জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীকে ১৯৯৩ সালে নতুন দিল্লীর ঘোষণা অনুযায়ী সফল করার জন্য কর্মরত শিক্ষকদের উপযুক্তভাবে তৈরী করা, জাতীয় ও তৃণমূল স্তরে পরিকল্পনার প্রয়োগ, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী করার জন্য পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন অবশ্য কর্তব্য বলে মন্তব্য করেন।

১.৪.৬. ইউনেস্‌কোর ফিলিপিন্স অফিসের ডঃ সালাজার ক্লেমেনা জেনিভা অধিবেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী 'ই-৯' দেশগুলির গবেষণার কথা উল্লেখ করেন। তারপর তিনি প্রত্যেকটি দেশের বেশ কয়েকটি গবেষণামূলক

প্রতিবেদনের মধ্যে থেকে বিশেষ একটিকে নির্বাচন করার কারণগুলি ব্যাখ্যা করেন। নতুন উদ্ভাবনা, অনুকরণযোগ্য এবং প্রভাব ইত্যাদি বিষয়গুলিই হচ্ছে গবেষণাপত্র নির্বাচন করার কারণ।

১.৪.৭. কর্মাধিবেশনের শুরুতে ইউনেস্কো, বিশ্বব্যাঙ্ক, ইউনিসেফ্ বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য প্রকাশের পর সমাগত অতিথিদের একটি ভিডিও ছবি দেখানো হয়। যার বিষয় বস্তু ছিল জনাকীর্ণ দেশগুলিতে শিক্ষক শিক্ষণ এবং 'সকলের জন্য শিক্ষা'।

১.৫.০. দেশগুলির প্রতিবেদন

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭

১.৫.১. কর্মরত শিক্ষক শিক্ষণে উদ্ভাবন বিষয়ে দেশগুলির প্রতিবেদন সময়সূচী অনুযায়ী শুরু হয়। বাংলাদেশ, ব্রাজিল, মিশর এবং ইন্দোনেশিয়া এই চারটি দেশের অতিথিরা তাদের প্রতিবেদন পেশ করেন প্রাতঃকালীন অধিবেশনে। অপরাহ্নের অধিবেশনে প্রতিবেদন পেশ করেন যথাক্রমে ভারত, মেক্সিকো, নাইজিরিয়া এবং পাকিস্তানের প্রতিনিধি। কোন প্রতিনিধির উপস্থিতি ছাড়াই চীনের প্রতিবেদন গৃহীত হয়। অপরাহ্নের অধিবেশন শুরু হয় ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রনালয়ের যুগ্ম সচিব শ্রী অভিমন্যু সিং-এর আমন্ত্রিত বক্তব্য দিয়ে। অধিবেশনের শেষের দিকে শ্রী এস সি বেহার'কে আমন্ত্রণ জানানো হয় তার বক্তব্য পেশ করার জন্য। প্রত্যেক গবেষণামূলক প্রতিবেদন পেশ করার পর সমাগত অতিথিরা আলোচনা করার সুযোগ পান।

১.৫.২. বাংলাদেশের ডঃ আনোয়ারুল আজিজ তার দেশে তিনটি নতুন উদ্ভাবনা প্রয়োগ বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করেন। এই তিনটি উদ্ভাবনা হল ঃ ক) দল/উপদলে প্রশিক্ষণ; খ) পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ; গ) ভাষাগত দক্ষতার উপর জোর। ২ কি.মি. দূরত্বের মধ্যে ৪/৫টি বিদ্যালয়ের ২০ - ২৫ জন শিক্ষক নিয়ে এক একটি ছোট দল তৈরী করা হয়। এই দলটি ২ মাসে একবার একটি বিদ্যালয়ে পেশাদারি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সমবেত হয়ে আলোচনা এবং হাতে কলমে কাজ করেছে। মূল বিষয় ছিল শিক্ষাদানকালীন বাস্তব সমস্যা, শিক্ষাতিরিক্ত কাজ, অভিভাবক এবং বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্মিলিত মুক্ত আলোচনা, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের উপর নজরদারি, নিয়ন্ত্রন এবং মূল্যায়ণ। প্রত্যেকটি শিক্ষককে বছরে ৬ বার এই প্রশিক্ষণ নিতে হয় উপযুক্ত প্রশিক্ষকের কাছ থেকে। ইউনিসেফের সহযোগিতায় এই নতুন ব্যবস্থা চালু হয় ১৯৮৩ সাল থেকে। ধীরে ধীরে প্রত্যন্ত গ্রামের বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। অথচ এই প্রশিক্ষণের জন্য কোন ভাতা দেওয়া হয় না।

১.৫.৩. শ্রীমতী মারিয়া অ্যালিস সেতুবল তার দেশ ব্রাজিলের উপর গবেষণামূলক নিবন্ধ পেশ করেন। ঐ দেশের ইজুই শহরে উত্তরাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি'র পুরপর্ষদ এর সহযোগিতায় কর্মরত শিক্ষক শিক্ষণ এই নিবন্ধের বিষয়বস্তু। এই প্রশিক্ষণের ফলে দুই বছরের মধ্যে বিদ্যালয় ত্যাগ করার হার শতকরা ৮ ভাগ থেকে কমে ৩ ভাগে এসেছে। এই প্রশিক্ষণে কয়েকটি গৃহীত উদ্ভাবনা হল শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী'র দ্বারা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নির্বাচন। প্রত্যেকটি বিদ্যালয় যাতে স্বতন্ত্র স্থান তৈরী করে নিতে পারে তার জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা দানের এমন একটি সময়সূচী তৈরী করা হয় যাতে প্রত্যেক সপ্তাহে শিক্ষক, অধ্যক্ষ এবং শিক্ষাসহযোগীদের ক্রমাগত প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাওয়া যায়। প্রত্যেক বছরে এবং প্রতি ২ মাসে প্রশিক্ষণের বিষয় নির্বাচন করা হয় যাতে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের যোগ্যতা বৃদ্ধি করা যায় এবং স্বাধীনভাবে প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরী করে নিতে পারেন। এছাড়া প্রতি ২ বছর অন্তর শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের নিয়ে গঠিত একটি পরিচালন সমিতি দেশের শিক্ষা সংসদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে যাতে কর্মরত শিক্ষকের প্রশিক্ষণ এবং বিদ্যালয়ের উন্নয়ন করা যায়। এছাড়া বিদ্যালয়ের

প্রত্যেক শিক্ষার্থী'কে সমবয়সীদের সহযোগিতায় গল্প লিখতে হয়। শিক্ষকদের উদ্যমে এবং আত্মমর্যাদায় এই ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে।

১.৫.৪. মিশরের অধ্যাপক আলি ই এল-শিকাকাইবি তার দেশের প্রতিবেদনে জানান যে তাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষকের যোগ্যতা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নীত করার জন্য কর্মরত শিক্ষকদের সান্ধ্যকালীন আংশিক সময়ের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এই প্রশিক্ষণের শেষে মূল বিষয়ে এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বি/এ/বি এস সি প্রভৃতি স্নাতক পর্যায়ের ডিগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থায় স্বয়ং শিক্ষণ এবং দুরত্ব শিক্ষা আইন, শামস্ বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় শিক্ষা গবেষণা এবং উন্নয়ন কেন্দ্রের সহযোগিতায় পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞানার্জন এবং প্রয়োগ দক্ষতার মধ্যে ভারসাম্য আনা। বিভিন্ন কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একজন অধ্যপকের নজরদারি এবং পরিচালনায় শিক্ষকদের বৃত্তিমূলক যোগ্যতা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা নেবার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কাজ করে। শিক্ষার্থীর শিক্ষার ক্রমাগত উন্নতি এবং ঐতিহ্যগত মূল্যায়নের উপর এই ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে। এছাড়া প্রত্যেক কেন্দ্রের শিক্ষকদের সাথে শিক্ষার্থীর আলোচনার ব্যবস্থা আছে। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তিদের এই পাঠক্রমে ভর্তি করা হয়। দীর্ঘ মেয়াদি এই পরিকল্পনায় এখনও পর্য্যন্ত প্রায় দেড় লক্ষ শিক্ষককে শিক্ষা বৃত্তিতে উপরে ওঠার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র পঁয়তাল্লিশ বছরের কমবয়সীদের এই সুযোগ দেওয়া হয়।

১.৫.৫. ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে অধ্যপক ও এস দেওল্ প্রতিবেদন উপস্থাপিত করেন। নিবন্ধে মূলতঃ তিনটি উদ্ভাবনের বর্ণনা করা হয়েছে। কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষাদান; প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা (এস ও পি টি) এবং ইগ্‌নু, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের পরিচালনায় বিভিন্ন মাধ্যমের সহযোগিতায় দুরত্ব শিক্ষা এবং শিক্ষা শেষে সংসাপত্র প্রদান। বিশেষ করে এস ও পি টি সহ বহু প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সহযোগিতায় তৈরী বিশেষ পরিকল্পনার সাহায্যে কর্মরত শিক্ষক শিক্ষণে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য দূরদর্শনে প্রত্যেক রবিবারে বিশেষ অনুষ্ঠান ১৯৭৫ -৭৬' সালে 'সাইট' (এস আই টি ই) এর সাহায্যে প্রবর্তিত হয়েছে।

৬টি রাজ্যের সহযোগিতায় তৈরী ২ সপ্তাহের এক একটি পর্য্যায় বিশিষ্ট ২ পর্য্যায়ের একটি প্রশিক্ষণ যার মাধ্যমে প্রতিবারে ৪৮,০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। এই প্রশিক্ষণ বহু মাধ্যমের সমাহার। যেখানে আছে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশিকা, জ্ঞানবৃদ্ধির অনুপুস্তক, কাজের নির্দেশিকা, সংযোগ রক্ষা প্রভৃতি। এই কাজে দুরদর্শন ও বেতারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। দেশের কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষনের জন্য নানা ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন, আবশ্যিক যোগ্যতাবিহীন শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ, নতুন ভূমিকার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটানো, পরিচয় করিয়ে দেওয়া, পরিবর্তিত পরিকল্পনার সঙ্গে পরিচয় লাভ, সাধারণভাবে শিক্ষা এবং বিশেষভাবে শিক্ষক শিক্ষণের উপর নতুন প্রযুক্তির প্রভাবের সঙ্গে পরিচিতি।

১৯৮৬ সালে প্রবর্তিত নতুন জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য, কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষাদানের সাথে ভবিষ্যত শিক্ষকদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এমনটি ধরে নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য বিশেষ একটি বহুমুখী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যাতে করে শিক্ষার্থী'কে শিক্ষাদান এবং সামাজিক উন্নয়ন একই সাথে সম্পন্ন করা যায়। এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসাবে 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড, নিম্নতম আবশ্যিক শিক্ষা, বিশেষভাবে তৈরী দলের শিক্ষা, মূল্যবোধ শিক্ষা, এবং বহুস্তরীয় শিক্ষা ৬টি অঞ্চলে শুরু করা হয়। এটিও একটি বহু মাধ্যম সমন্বিত ব্যবস্থা যেখানে ভিডিও; স্বয়ং শিক্ষণ, অনুপুস্তক, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের শিক্ষাদান প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। এই

ব্যবস্থার উদ্দেশ্য প্রতিবারে ৪৫,০০০ শিক্ষকের প্রশিক্ষন এবং ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ সালের ভিতরে ভিডিও সম্মেলন করা।

রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এবং ইগ্‌নু যৌথভাবে একটি নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এটি হচ্ছে শিশুকে সহায়তা প্রদান বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ যেখানে বহুমাধ্যমে দূরত্ব শিক্ষার সহযোগিতায় শিক্ষকেরা শিশুদের ব্যক্তিত্ব গঠন প্রক্রিয়া, শারীরিক বিকাশ, শিশু শিক্ষার নির্দেশ এবং তাদের সামাজিক সংবেদেনশীলতার বিকাশ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষন নেবেন।

১.৫.৬ আমন্ত্রিত বক্তব্য (১) ঃ ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ এর অপরাহ্নের অধিবেশন শুরু হয় বেলা ২টার সময়। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব শ্রী অভিমন্যু সিংকে ১৯৮৬ সালে গৃহীত জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা এবং বিশেষ করে তার সঙ্গে শিক্ষক প্রশিক্ষণের সম্পর্ক বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। শ্রী সিং বলেন ভারতবর্ষে শিক্ষার ইতিহাসে জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা (এন ই পি) একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কারণ, এটি শিক্ষক, শিক্ষা, শিক্ষকদের যোগ্যতা, তাদের দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী ও ধারণা তৈরী করতে এবং; শিক্ষার প্রতিটি স্তরের মানোন্নয়ণের জন্য সমগ্র দেশের আলোচনার ফসল। রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের মতো বিধিবদ্ধক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরীই শুধু নয়, শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির পুনর্গঠন এই পরিকল্পনার অবদান। প্রাথমিক শিক্ষকদের গুণগত উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষন, তৃণমূল স্তরে পরিকল্পনার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য 'ডায়েট' (ডি আই ই টি) গঠন এবং সারা দেশে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে সি টি ই, আই এ এস ই, আর আই ই এর মতো সংগঠন এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সহযোগিতায় পরিচালিত প্রকল্পগুলি চালু করা হয়েছে। এতে সাহায্য করেছে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, ইগ্‌নু, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ প্রভৃতি সংস্থা। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী এবং বেসরকারী সংস্থা বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষনে রত আছে। প্রতিটি ব্লক এবং জেলার বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আছে তা শুধুমাত্র শিক্ষাদানের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য নয় পরন্তু শিক্ষক সম্প্রদায় হিসেবে শিক্ষক ধর্ম পালন করার জন্য, এবং শিশু, সমাজ ও জাতির প্রতি তাদের নৈতিক কর্তব্য পালন এবং তাদের সামাজিক অবস্থাকে উন্নীত করার জন্য, সমাজের উন্নতির জন্য শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার বাইরে নতুন কৌশল গ্রহণ করতে হবে যাতে ভারতীয় শিক্ষকের আদর্শ, সংস্কার এবং ঐতিহ্যকে পুনরায় তুলে ধরা যায়। বিভিন্ন স্তরে শিক্ষক শিক্ষনের সাথে মূল্যবোধ শিক্ষার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথা মনে রেখে 'নেপ' (এন ই পি) গঠন করা হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষনের কাজে এইদিকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। তিনি সংক্ষেপে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (এন এ পি)'র কথা উল্লেখ করেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে ব্লক ও জেলাস্তরে ভিডিও প্রযুক্তির ব্যবহার, মধ্যাহ্ন আহার দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে রাখা, এম এল এল (শিক্ষার ন্যূনতম স্তর) এবং 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড' কর্মসূচী যা গুণগত মানোন্নয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত বিষয়গুলিকে সাধিত করা।

১.৫.৭. অধ্যাপক ইয়াসুফহাদি মিয়ারসো তার দেশ ইন্দোনেশিয়ায় কর্মরত প্রথমিক শিক্ষকদের জন্য বেতার অনুষ্ঠানসূচীর উপর সে দেশের প্রতিবেদনটি পেশ করেন। এই বেতার অনুষ্ঠানটির সাধারণ নাম ডি আই এল কে এ টি, এস আর পি। ইন্দোনেশিয়া বহুদ্বীপপুঞ্জ সমন্বিত, বহুজাতির, বহুভাষাভাষীর, নানা ধরণের সমাজ সমন্বিত দেশ। ১৯৬৯ সালে যখন এতদ্‌সম্পর্কিত প্রথম বেতার অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা করা হয় তখন এই দেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের আবশ্যিক যোগ্যতা ছিল না এবং প্রায় দশলক্ষ শিক্ষকের যোগ্যতার উন্নতি ঘটানো দরকার ছিল। উন্নতির প্রথম দর্শন ছিল, উন্নতির জন্য দরকার শিক্ষায় প্রগতি এবং যা শিক্ষকদের থেকে শুরু হওয়া দরকার। এটি ছিল দুঃসাধ্য কর্মকাণ্ড। সব থেকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল সেইসব প্রাথমিক শিক্ষকদের উপর যাদের পক্ষে প্রথাগত মুখোমুখি শিক্ষা বা ইন্দোনেশিয়ার মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষণে অংশ নেওয়া সম্ভব ছিল না। এই সমস্ত শিক্ষকদের জন্য ৬টি ষান্মাসিক অর্থাৎ তিন বছরের প্রশিক্ষণের কর্মসূচী চালু করা হয় ১৯৭৬

সালে। এর উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ শিক্ষকের একটি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান এবং বৃত্তিমূলক দক্ষতা অর্জন। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষককে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমার সমতুল্য যোগ্যতা অর্জন করতে সাহায্য করা অর্থাৎ কমপক্ষে ৮০টি ক্রেডিট পয়েন্ট পাওয়া যাতে তারা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশুনো করতে পারে। ১৯৯২ সাল থেকে ১৮ টি প্রদেশে এই প্রকল্প চলছে এবং ভালো ফল পাওয়া গিয়েছে। এই ব্যবস্থার উদ্ভাবনার দিকগুলি হল শিক্ষা এবং সংস্কৃতির জন্য একটি যোগাযোগ প্রযুক্তির কেন্দ্র স্থাপন। যার কাজ হচ্ছে বেতার অনুষ্ঠান সুচীর উন্নতি সাধন করা। যাতে চলমান প্রশিক্ষণের কাজ সহজসাধ্য হয়। এছাড়া আছে ক্যাসেট, স্বয়ংশিক্ষণ পুস্তিকা, শিক্ষার আদান প্রদান এবং শিক্ষানবিশের ষান্মাসিক মূল্যায়ণ, ইচ্ছুক শিক্ষকদের নিয়ে বিদ্যালয়ে একটি দল গঠন যারা প্রাদেশিক শিক্ষা দপ্তরে নথিভুক্ত। শিক্ষকদের এই শিক্ষার্থী দলকে একটা বেতার যন্ত্র দেওয়া হয়েছে যাতে তারা কাজের সময়ে অথবা বিরতির সময় আধঘন্টা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানসূচী শুনে নিজেদের ভিতর আলোচনা করতে পারে এবং সেই সঙ্গে তাদের প্রগতি, সমস্যা এবং বাধার ব্যাপার আলোচনা করতে পারে। এছাড়া প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য খালি ক্যাসেট এবং স্বয়ংশিক্ষণ প্যাকেজ দেয়া হয়েছে অনুষ্ঠানগুলি রেকর্ড করার জন্য। বিদ্যালয়ে ছুটির দিনে মূল্যায়ণ এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রতি মাসে একটি প্রতিবেদন তৈরী করে। এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে শিক্ষার্থীরা নিজের উদ্যোগে নাম নথিভুক্ত করবে। কর্মরত শিক্ষকদের এই অনুষ্ঠানসূচী যে সফল হয়েছে তার প্রমাণ ১৯৯৬ সালে ১,১৭,০০০ শিক্ষার্থী ২৯,০০০ শিক্ষার্থী দলে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, এটি যে কেবল অর্থসাশ্রয়কারী তাই নয়, এটি ফলদায়ক। ক্ষমতা সম্পন্ন এই কর্মসূচীর বিস্তারের সুযোগ রয়েছে।

১.৫.৮. মেক্সিকো'র শ্রী ফেলিক্স ক্যাডেনা বারকুইন তার দেশের প্রতিবেদন ''প্রাথমিক এবং প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধারনা এবং দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে অনুসন্ধান ভিত্তিক কাজ'' শীর্ষক নিবন্ধ পেশ করেন। ধারণা গঠন এবং শিক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের কাজে এটি একটি প্রয়োগ নির্ভর পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে এক একটি অঞ্চলে প্রাথমিক এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের জন্য শিক্ষক, অঞ্চল পরিদর্শক, অভিভাবকদের নিয়ে ''অভিভাবক বিদ্যালয়'' গঠন করা হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যালয়ের সাথে জনগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন যাতে করে এটি শিক্ষণ এবং শিক্ষাদানে ইতিবাচর্ক ভূমিকা নিতে পারে। সেই সঙ্গে শিক্ষাদানে ক্রমাগত নতুন উদ্ভাবন ও পদ্ধতির সন্ধান দিতে পারে। এর ফলে আঞ্চলিক পরিদর্শক এবং শিক্ষকেরা শিশুদের প্রয়োজন সম্পর্কে জানতে পারেন। শিক্ষার্থীরা কমিটি গঠন করে নিজেদের সমস্যা আলোচনা করতে পারেন এবং অভিভাবকেরা 'অভিভাবক বিদ্যালয়ে'র মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভে সাহায্য করতে পারেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকেরা নিজেরাই নিজেদের পঠন পাঠনের সমস্যা এবং তার সমাধানের উপায় বার করে নিজেদের যোগ্যাতা বাড়াতে পারেন। এটাই এই ব্যবস্থার দর্শন। আত্মনির্ভর শিক্ষক জনগোষ্ঠী সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যম। এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে যে আলোচনা করে বা যে স্বয়ংশিক্ষণ বই পড়ে তার উপর ভিত্তি করে শিক্ষকেরা তাদের মূল্যায়ণ করেন। এই ব্যবস্থার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এই শিক্ষাকে স্থায়ী করবার জন্য লোকায়ত পদ্ধতির ব্যবহার। লোকায়ত সংস্কৃতির মধ্যে আছে নাচ, গান, রান্না, আচার অনুষ্ঠান, ঐতিহ্যগত বাচনভঙ্গি লোকায়ত চিকিৎসা পদ্ধতি ইত্যাদি। এটি পড়া ও লেখায় দক্ষতা অর্জন করতে, সৃষ্টিশীলতার উন্মেষ ঘটাতে, সূক্ষ্ম ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরে বন্ধুত্ব করতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের অভিভাবক এবং শিক্ষকের সঙ্গে মেলামেশায় সাহায্য করে। শিক্ষক একাধারে স্থপতি ও স্রষ্ঠা হয়ে ওঠে। শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী এবং জনগোষ্ঠীর উপর জনমুখী এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব মূল্যায়ণের মাধ্যমে জানা গেছে।।

১.৫.৯. নাইজিরিয়া'র প্রতিনিধি অধ্যাপক এস টি বাজাহ্ তার দেশের 'সমশ্রেণীর কর্মরতদের দৃষ্টিভঙ্গী' বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করেন। 'সমশ্রেণীর কর্মরতদের দৃষ্টিভঙ্গী' দেশে পি আই এস এ নামে জনপ্রিয়। এই ব্যবস্থার

মূলদর্শন হচ্ছে যে কোন শিক্ষা পদ্ধতিতে অঞ্চলভিত্তিক একাধিক উচ্চমানের বিদ্যালয় এবং উচ্চমানের শিক্ষকের অস্তিত্ব। এই সমস্ত শিক্ষকের অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে অন্যান্য বিদ্যালয়ের এবং শিক্ষকের কাজে লাগানো যায়। এটি এই ব্যবস্থার অদ্বিতীয় ফলিত দিক। এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত শিক্ষকদের বৃত্তিগত দক্ষতা খুব সহজে কাজে লাগানো যায় যেটা ব্যবস্থার বাইরে থেকে আসা বিশেষজ্ঞের দ্বারা সম্ভব নয়। এই প্রচেষ্টায় একদল শিক্ষককে খুঁজে বার করা হয় যারা অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে উদাহরণস্বরূপ হবেন এবং কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষাদানে বাস্তব অংশ নেবেন। এই বহুমুখী প্রচেষ্টা শিক্ষকদের আত্মবিশ্বাস এতটাই বাড়িয়ে দেয় যে তারা আরো দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করেন এবং তা সহকর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। সেই সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষকদের আরো দক্ষতা অর্জনের প্ররোচনা দেয়। এই শিক্ষকেরা নিজেদের অঞ্চলের এক একটি বিদ্যালয়ে প্রয়োজন মতো যাতায়াত করেন। প্রত্যেকটি শিক্ষককে তিনটি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষাদানে গুণমানের উন্নতির পাশাপাশি শিক্ষকদের অংশগ্রহণকে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে গণ্য করা হয়। হাজার হাজার শিক্ষকের প্রশিক্ষণের জন্য এক একটি উচ্চমানের বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে একটি বিদ্যালয় গুচ্ছ এমনকি প্রত্যন্ত প্রদেশেও গঠন করা হয়েছে। যার ফলে এই ব্যবস্থা ফলদায়ক হয়েছে। এই ব্যবস্থাকে আরও ফলপ্রসূ করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ও স্বয়ং শিক্ষণ অনুপুস্তক ব্যবহার করা হয়েছে। 'সমশ্রেণীর কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ' সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের পক্ষেও উপযোগী। এই ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনে এবং অধ্যক্ষদের বৃত্তিগত দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে। এই প্রকল্প রূপায়ণে ব্যক্তি পরিচালনাধীন বিদ্যালয়গুলি, যা সরকারী বিদ্যালয় থেকে সবসময়ে ভালো, সরকারী বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করে আন্তঃবিদ্যালয় সহযোগিতা তৈরী করেছে।

১.৫.১০ ডঃ মাক্সুদ আলম্ বুখারী তার দেশ পাকিস্তানের প্রতিবেদনে কিভাবে আল্লামা ইকবাল মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয় তার বর্ণনা করেন। প্রথম দফায় ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮৬ সালের ভিতরে ১৮ সপ্তাহের ১৮ এককের একটি নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ৮৩,৬৫৮ জন ম্যাট্রিক পাশ কিন্তু প্রশিক্ষণহীন প্রাথমিক শিক্ষককে। দ্বিতীয় দফায় কেবল সেইসব প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাদের তিন বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সহ প্রাক্-শিক্ষকতা সময়ে এক বছরের প্রশিক্ষণ আছে। যদিও আগের মতো ১৮ এককের প্রশিক্ষণ সময় একই রাখা হয়েছে, তবুও ঘাটতি পূরণের জন্য, প্রয়োগ দক্ষতা বাড়াবার জন্য এবং শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ৮ দফা যোগ্যতা বাড়াবার জন্য ছোট ছোট দলের শিক্ষাদানে ক্যামেরা, অডিও ও ভিডিও যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। মূলতঃ এটি একটি মুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি যেখানে স্বয়ং শিক্ষণ এবং স্বয়ং মূল্যায়ণের প্যাকেজ সহ মুদ্রণ এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমের ব্যবহার করা হয়। যেমন, ২টি টি ভি অধ্যায়, ৫টি বেতার অধ্যায়, ২টি অডিও ক্যাসেট অধ্যায় এবং ১৮ একক মুদ্রিত বিষয়। ২০-৩০ জনের শিক্ষার্থী দলের মধ্যে একজন শিক্ষক এবং প্রতি দশজন শিক্ষক পিছু একজন বরিষ্ঠ শিক্ষক আছেন। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩টির বেশী শাখা এবং ৫০০'র বেশী শিক্ষাকেন্দ্র আছে। বরিষ্ঠ শিক্ষকেরা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর দপ্তরে পাঁচ দিনের একটি কর্মশালায় নিবিড় প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। অন্যদিকে শিক্ষকেরা অনুরূপভাবে আঞ্চলিক অফিসে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। এই কর্মসূচিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীকে আবশ্যিকভাবে টিউটোরিয়ালে আসতে হয় এবং তাদের উপর ক্রমাগত নজরদারি এবং মূল্যায়ণ করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষানবিশের স্বার্থ রক্ষা করা ছাড়াও উৎসাহ দেবার জন্য প্রত্যেককে যাতায়াত ও থাকা খাওয়ার ভাতা দেওয়া হয়। সর্বশেষে পরীক্ষায় যারা প্রথম তিনটি স্থান দখল করেন তাদের মাসিক ২০০্ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। যদি তারা আর উচ্চশিক্ষা নিতে না চান তবে ঐ বৃত্তি তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য দেওয়া হয়। কর্মরত শিক্ষকদের জন্য এই উদ্ভাবনা প্রয়োগের পর ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে ৪২,৩৫০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যারা পরীক্ষায় ডিস্টিংশন নিয়ে পাশ করেছেন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায়

বা বি এড শ্রেণীতে একটি বিষয়ে পড়াশোনা চালিয়ে নিজেদের ভবিষ্যত গড়ে তোলার সুযোগ অর্জন করেন।

১.৫.১১. কোন প্রতিনিধির উপস্থিতি ছাড়াই চীনের প্রতিবেদনটি গৃহীত হয়। ষাট এবং সত্তর দশকে প্রবল জনস্ফীতির জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কম যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকদের নিয়োগ করতে হয়েছে। এই সব শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বর্তমান শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় ঢেলে সাজানো হয়। আশির দশকে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে শিক্ষকদের শিক্ষাদানের উপর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ এবং একটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের উপর জোর দেওয়া হয়। আশীর দশকের শেষ দিকে ঐ সমস্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষককে প্রথাগত মাধ্যমিক শিক্ষায় ডিপ্লোমা অর্জন করতে সাহায্য করা হয়। এই দুটি ধাপ খুবই সফল হয়েছে। আশীর দশকে যেখানে এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের শতকরা হার ছিল ৫৩, ১৯৯০ ও ১৯৯৫ সালের ভেতের এই হার বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৪ এবং ৮৮। তারপর এই প্রশিক্ষণে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় ডিপ্লোমা প্রাপ্ত শিক্ষকদের। প্রশিক্ষণের জন্য সারা দেশের বিভিন্ন জেলায় এবং কাউন্টিতে ২১৫৩টি শিক্ষাকেন্দ্র ছড়িয়ে রয়েছে মুখ্য শিক্ষকদের অধীনে। এরাই সারা দেশের শিক্ষক শিক্ষায় মেরুদণ্ডের ন্যায় কাজ করে। এই সব মুখ্য শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক যারা ব্যক্তিগত দক্ষতার প্রশ্নে সর্বোচ্চি স্থানে আসীন। এই শিক্ষক শিক্ষণের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষকদের শিক্ষাদানের ক্ষমতা এবং বৃত্তিগত নীতির উন্নতি ঘটানো এবং মুখ্য শিক্ষক তৈরী করা, ও প্রাথমিক স্তরে সম্ভাব্য মুখ্য শিক্ষকের অনুসন্ধান এবং বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন বহুস্তরীয় শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অনুসন্ধান। প্রশিক্ষণরত এবং বিদ্যালয়ের বাইরে অন্যান্য শিক্ষকদের উদাহরণ স্বরূপ হবেন এই মুখ্য শিক্ষক। যিনি একাধারে ভালো শিক্ষক এবং বহুবিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন হবেন। পরন্তু তত্ত্ব ও প্রয়োগের একীকরণ, গবেষণা, উদ্ভাবনা, মুল্যায়ণ, নীতি ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ হবেন। এই প্রশিক্ষণের প্রকারগুলি হচ্ছে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বিদ্যালয়ে পড়াশুনো, বৃহৎ বিদ্যালয়গুলিতে পুরো সময়ের প্রশিক্ষকদের দ্বারা দলবদ্ধ আলোচনা। মুখ্যশিক্ষকের বা প্রশিক্ষকের বা উচ্চ প্রশিক্ষকের দ্বারা গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে ছোট ছোট দলে আলোচনা, অবসর সময়ে প্রশিক্ষণরতদের স্বয়ংশিক্ষা, এবং পত্রযোগে শিক্ষালাভ। চার দেওয়ালের মধ্যে প্রথাগত শিক্ষার বাইরে এই প্রশিক্ষণকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে প্রত্যন্ত তৃণমূল স্তরে গ্রামের বিদ্যালয়ে। সারা দেশের শিক্ষকদের ক্রমান্বয় শিক্ষায় উৎসাহ দেবার জন্য লোকায়ত ব্যবস্থা যেমন কি করে পড়াতে হয় তার প্রদর্শন, গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যেক মুখ্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত দলিল দেশের শিক্ষাদপ্তরে যত্নসহকারে রাখা হয় পদোন্ননতি প্রভৃতি বাস্তব ব্যবহারের জন্য। মুখ্য শিক্ষক, সম্ভাব্য মুখ্য শিক্ষক এবং প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে প্রাক্-শিক্ষক এবং কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে এবং সেই সঙ্গে প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা হয়।

১.৫.১২. **আমন্ত্রিত বক্তব্য (২) ঃ** প্রত্যেকটি দেশের গবেষণামূলক প্রতিবেদন পেশ করা এবং ব্যাখ্যার পর মধ্যপ্রদেশ সরকারের প্রাক্তন মুখ্য সচিব শ্রী এস সি বেহার'কে অনুরোধ জানানো হয় ভারতবর্ষে কর্মরত শিক্ষক শিক্ষণের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলার জন্য। তিনি বলেন যে 'ই-৯' দেশগুলিতে শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত যে নতুন ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে সেগুলি শিক্ষক শিক্ষণ কোন্ পর্যায়ে যেতে পারে তার উপর আলোকপাত করছে। তবুও বলা যেতে পারে এই নতুন ব্যবস্থায় শিক্ষকদের জ্ঞানার্জনে ও উন্নয়নে যতটা যত্ন নেওয়া হয়েছে, জ্ঞানার্জন বর্হিভূত উন্নয়নে ততটা যত্ন নেওয়া হয় নি। শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু শিশুদের সার্বিক ব্যক্তিত্ব উন্নয়নের উপর ততটা জোর দেওয়া হয়নি। শিক্ষক শিক্ষণে এই দিকে ঘাটতি থেকেই গেছে। সাধারণভাবে জানার বাইরে শিশুদের মূল্যবোধের উন্নতি, আত্মনির্ভরতা, এবং এই রকম ইতিবাচক উন্নতির জন্য শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করা দরকার। তার কারণ বড় হয়ে উঠার প্রথম পর্যায়ে শিশুদের দরকার স্নেহ, প্রশ্রয় ও আনন্দপূর্ণ পরিবেশ যেখানে শিক্ষা হবে স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফুর্ত। শিক্ষক প্রশিক্ষণে এই পরিবেশ একেবারেই অনুপস্থিত। কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ নির্ভর

করে প্রাক্ শিক্ষকতা প্রশিক্ষণের বিষয়, প্রকৃতি এবং গভীরতার উপর। অনেক কমিশন এবং কমিটি বলেছেন যে যেহেতু, প্রাক্-শিক্ষকতা পর্যায়ে প্রশিক্ষণের মান যথোপযুক্ত নয় তাই শিক্ষকদের সামাজিকস্থান অপেক্ষাকৃত নীচু। বর্তমানে শিক্ষক প্রশিক্ষণে ফললাভের পরিবর্তে সব কিছু বিচার করা হয় আর্থিক লাভালাভের দিকে নজর রেখে। বিদ্যালয়ের ও সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে প্রশিক্ষণের দূরত্ব চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির পরস্পরের সঙ্গে শক্ত বাঁধনে আবদ্ধ থাকা দরকার যাতে শিক্ষক শিক্ষণের ফল পাওয়া যায়।

শ্রী বেহার কতগুলি বিষয় উত্থাপন করেন যার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের যোগসূত্র আছে। তিনি বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রাক্-শিক্ষকতা পর্য্যায়ের প্রশিক্ষণ যথাযথ গুরুত্ব পায় না। পরন্তু তাদের কর্মরত অবস্থার প্রশিক্ষণ একপেশে এবং অস্থায়ী। তিনি বিশ্বাস করেন প্রাথমিক শিক্ষকদের আবশ্যিক যোগ্যতা হওয়া উচিত একটি ন্যূনতম শিক্ষা উপাধি।

তার মতে ঃ—

— কর্মরত শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজন একটি সুষ্ঠ পরিকল্পনার নক্সা যাতে নির্দ্ধারিত সময়ে শিক্ষকেরা প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন।

— ক্রমাগত শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচীতে আধুনিক জ্ঞান ও দক্ষতা বিষয়টি রাখতে হবে। শিক্ষকদের কি ধরণের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তা ঠিক করে কর্মকর্তাদের যথাবিহিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সব শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী তাদেরও এক সাধারণ কর্মসূচীর আওতায় আনতে হবে।

— কর্মরতদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাটি উপর থেকে নীচে প্রবহমান না করে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের এবং প্রশিক্ষণদাতাদের সাথে প্রশিক্ষণরতদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দিতে হবে।

— প্রাক্ প্রশিক্ষণ এবং উত্তর প্রশিক্ষণ পর্য্যায়ে মূল্যায়ণের ব্যবস্থা করে মূল্যায়ণ পদ্ধতির উত্তরোত্তর উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।

— প্রশিক্ষণ হবে কর্মভিত্তিক, প্রয়োজন ভিত্তিক এবং প্রশিক্ষণরতদের কেন্দ্র করে। এটি হবে আদর্শ বিদ্যালয়ের পরিবেশের মতো, যেখানে খোলাখুলি মেলামেশা করা যায়।

— জ্ঞান এবং দক্ষতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে, যাতে তারা নারী পুরুষ বিভেদের মতো সামাজিক অসাম্য দূর করে সামাজিক পরিবর্তন ঘটানোর অনুঘটক হিসাবে কাজ করতে পাবেন।

— বিদ্যালয় এবং জনগোষ্ঠীর উপর শিক্ষকদের প্রভাবের উপর মূল্যায়ণ করে তার ফলাফলের উপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান সূচীর পরিবর্তন করতে হবে।

— যথেষ্ট যত্ন নিয়ে বহু মাধ্যম সম্বলিত দূরত্ব শিক্ষার পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে।

— জনগোষ্ঠীকে শিক্ষকের কাজের একটা মাত্রা হিসাবে না ধরে একটা মূল্যবান সম্পদ হিসাবে গণ্য করতে হবে।

— বয়স্ক শিক্ষা এবং প্রথা বর্হিভূত শিক্ষায় কর্মরত নির্দেশকদের প্রশিক্ষণকে অগ্রাধিকার দিয়ে পূর্বোক্ত সমাজ পরিবর্তনের অঙ্গ করতে হবে।

— কর্মরতদের প্রশিক্ষণে ব্যয়সংকোচ করার জন্য প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে।

— শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং গুণগতমান বাড়ানোর কাজে দেশকে স্বনির্ভর করার জন্য প্রতি ১০০০ জনে ১ জন পূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, পূর্ণ সচেতন, সৃষ্টিশীল এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতা সম্পন্ন মূল প্রশিক্ষক তৈরী করতে হবে। তাদের সারা পৃথিবীতে শিক্ষা সংক্রান্ত যে চিন্তা, প্রয়োগ এবং উদ্ভাবন হচ্ছে তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিতে হবে।

— শিক্ষক শিক্ষাদাতাদের আরও বেশি করে বিধিবদ্ধ এবং ক্রমাগত প্রশিক্ষণ দরকার।

— গবেষণা থেকে ভবিষ্যতের শিক্ষা পাওয়া যায়। শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণায়, গবেষণা হবে অংশগ্রহণমূলক, যেখানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষক গবেষণার বিষয় না হয়ে কর্মচঞ্চল গবেষক হবে।

— বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে উদ্ভাবনা প্রশিক্ষণে উদ্ভাবনার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই প্রত্যেক শিক্ষককে হতে হবে উদ্ভাবক।

১.৬.০. প্রথম দিনের অধিবেশনের সমাপ্তি ঃ

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭

অধিবেশন শেষ হয় অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী বিকেল ৫টায় শ্রী ডেনিশ সি ইউ ওকোরো এবং অধ্যাপক জে এস রাজপুতের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে।

১.৬.১. সারাদিনের কার্যবিবরণীর সার সংক্ষেপ পেশ করতে গিয়ে শ্রী ডেনিশ সি ইউ ওকোরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। একটি হচ্ছে 'সকলের জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীতে শিক্ষকদের বেশি করে অংশগ্রহণ অপরটি হল বৃহৎ মাধ্যমের সাহায্যে বা সাহায্য ছাড়াই প্রত্যেকটি দেশের প্রয়োজন অনুসারে বড় শ্রেণী কক্ষ পরিচালনায় শিক্ষণ ও শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতিসাধন এবং ত্রুটিহীন শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এই উদ্ভাবনীগুলি শিক্ষক শিক্ষণের মানোন্নয়ণে কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে যোগদানকারী দেশগুলিকে প্রভাবিত করবে।

১.৬.২. এই অধিবেশনের সমাপ্তিভাষণে অধ্যাপক জে এস রাজপুত প্রাথমিক শিক্ষকের অভাব পূরণের জন্য যোগদানকারী দেশগুলি যে ব্যবস্থা নিয়েছে এবং কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য যে কৌশল নিয়েছে তার প্রশংসা করেন। বিশেষ করে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব পূরণের জন্য এবং বিদ্যালয় ত্যাগের প্রবণতা কমানোর জন্য নাইজিরিয়া ও মিশরের 'সমশ্রেণীর দ্বারা প্রশিক্ষণ' উদ্ভাবনার প্রয়োগ এবং বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার দলবদ্ধ প্রশিক্ষণের কথা তিনি উল্লেখ করেন। ব্রাজিলে প্রবর্তিত কর্মরত প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য সারা বছর ধরে ২ সপ্তাহে একবার প্রশিক্ষণের কথাও উল্লেখ করেন। কর্মরত শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য ভারত, পাকিস্তান এবং মিশরে প্রবর্তিত দূরত্ব শিক্ষার কথাও উল্লেখ করেন। এই সমস্ত প্রয়োগের দিকগুলি একটা কথাই প্রমাণ করে যে প্রত্যেকটি দেশ শিক্ষকের প্রয়োজন এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নিজস্ব লোকায়ত ব্যবস্থার সন্ধানে নিয়োজিত।

১.৭.০. দেশগুলির প্রতিবেদনের সার সমন্বয় ঃ

ফেব্রুয়ারী ৭, ১৯৯৭

সকালের অধিবেশন হয় এন সি টি ই'র সদর দপ্তরে। বিষয় ছিল ইউনেসকোর পরামর্শদাতা ডঃ রোজ মারী

সালাজার ক্রেমেনা কৃত 'ই-৯' দেশগুলির শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত উদ্ভাবনীর উপর সার সমন্বয় মূলক নিবন্ধ।

১.৭.১. শিক্ষা এবং শিক্ষক সংক্রান্ত প্রতিবেদনের সার সমন্বয় ঃ 'ই-৯' দেশগুলিতে কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত উদ্ভাবন। এই প্রতিবেদনটি দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছাপা হয়েছে।

১.৭.২. দেশগুলির উদ্ভাবনার প্রয়োগ বিশেষ করে তাদের সাফল্যের কারণ, উদ্ভাবনীর বিস্তার এবং নীতির প্রয়োগের উপর ডঃ সালাজার একটি সুক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক কিন্তু উৎসাহব্যঞ্জক নিবন্ধ পেশ করেন। 'সকলের জন্য শিক্ষা পূরণে' নীতিগুলির প্রাথমিক অনুমান হচ্ছে যে শিক্ষকদের শিক্ষার মান শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার মানকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। তিনি যে মূল্যধারাগুলিকে চিহ্নিত করেছেন তা হচ্ছে নানা ধরণের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যবোধ ও জ্ঞানের মধ্য দিয়ে শিক্ষকের ব্যক্তিগত সংস্কৃতি ও বৃত্তিগত অবস্থার বিকাশ। একটি বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা ও শেখানোর দক্ষতা, পদ্ধতি ও প্রযুক্তির আমূল পরিবর্তন যাতে শিক্ষার কৌশল হবে স্বতঃস্ফূর্ত এবং সেই সঙ্গে তা শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও কর্মসংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হবে। জনগোষ্ঠী এবং শিক্ষকেরা পরস্পরের বিকাশ এবং উন্নতি করার জন্য সংবেদনশীল হবে যা শিক্ষিত সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া এবং বৃত্তিগত চরিত্রনীতির মূলভিত্তি হয়ে উঠবে। অন্তর্নিহিত কৌশল, বহুমুখী আদান প্রদান, দল ও উদাহরণযোগ্য দল তৈরী করা। সেই সঙ্গে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছবার জন্য ছোট এবং বড় মাপের প্রয়োগ পরিকল্পনা হবে সেই সমাজ গড়ে তোলার চাবিকাঠি। প্রয়োগ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হবে শিক্ষকদের এবং শিশুদের তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রয়োজন নির্ভর সামগ্রিক উন্নতি। অন্তর্নিহিত দর্শন হবে শিক্ষকের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা লাভ যাতেতারা তাদের কর্তব্য পুরোপুরি পালন করতে পারেন এবং শিক্ষণ সারা জীবনের একটি ধারায় পরিণত হতে পারে।

তার বক্তব্যের সমর্থনে ডঃ সালাজার বিভিন্ন দেশে গৃহীত পরিকল্পনাগুলির কথা উল্লেখ করেন। ব্রাজিলের ইজুই শহরে শিক্ষকদের জ্ঞান এবং দক্ষতা উন্নয়ণে ক্রমাগত প্রশিক্ষণ; মিশরে শিক্ষকদের যোগ্যতাকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নয়ণ; ইন্দোনেশিয়ায় বেতার মাধ্যমে কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ; নাইজিরিয়ায় আদর্শ শিক্ষক প্রকল্প; পাকিস্তানের নতুন প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণকেন্দ্রের নেট ওয়ার্ক সম্বলিত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়; ভারতের শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য সার্টিফিকেট কোর্স; চীনে মুখ্য শিক্ষক; মেক্সিকোয় শিক্ষক, ছাত্র, জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করার চেষ্টা; এবং বাংলাদেশে বিদ্যালয়গুলি নিয়ে এক একটা দল/উপদল গঠন করে, এক একটি অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ণের জন্য প্রশিক্ষণ। দেশগুলির সাফল্য বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের কাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করতে মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে এক একটি সাংস্কৃতিক বাতাবরণে অবস্থিতকর্মসূচীর যৌক্তিকতা, লক্ষ্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা। সরকারের ক্রমাগত সহায়তা, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ, বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতিরেকে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী এবং প্রকল্পে কম ব্যয়ে সাফল্য লাভের চেষ্টা। এই নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হচ্ছে যে প্রত্যেকটি দেশ তার নিজের মতো করে শিক্ষকদের যোগ্যতা এবং বৃত্তিতে তাদের স্থান উন্নয়ণের জন্য নীতি উদ্ভাবন করেছে যাতে প্রাক্-শিক্ষকতা এবং শিক্ষকতা সময়ে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের মধ্যে সরাসরি যোগসূত্র স্থাপন করা যায়।

১.৮.০. সমন্বয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা ঃ

১.৮.১. জেনিভা সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবের সূত্র ধরে 'ই-৯' দেশগুলির শিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্ভাবন সম্পর্কে বিভিন্ন দিকগুলি চিহ্নিতকরণ নিয়ে ডঃ ভল্‌ম্যান আলোচনা শুরু করেন। এটি একটি অননুকরণীয় প্রচেষ্টা যেখানে বিভিন্ন দেশগুলি প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতির গুণমাণের উন্নতি, শিক্ষকদের যোগ্যতার ক্রমোন্নয়ণ ঘটাবে। যেখানে শিক্ষকরা শিক্ষক হিসাবেই নয়, বিদ্যালয় ও জনগোষ্ঠীর সংযোগকারী ও শিক্ষা

সংগঠনের ইতিবাচক বাতাবরণ তৈরী করতে মানব সম্পদ হিসাবে গন্য হবে। এই সব বিষয় নিয়ে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং বিশেষজ্ঞতা বিনিময় করবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণে এবং বিদ্যালয় শিক্ষায় মানুষই হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই দুটি বিষয়ই একটি সামাজিক বাতাবরণের মধ্যে আছে। কাজেই সাফল্যলাভের জন্য তাদের এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে তারা সমাজের উন্নতির প্রয়োজনে, বিশেষ করে প্রত্যেকটি শিশু এবং বয়স্ককে শিক্ষালাভের সুযোগ দিয়ে সমাজকে শিক্ষিত এবং বিকাশশীল করতে কাজ করে যেতে পারে। অধিক জনসংখ্যা সম্পন্ন কিন্তু নিরক্ষরতার হার বেশী এমন দেশগুলিতে শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়গুলির গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে, প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা কাটিয়ে শিক্ষা ও শিক্ষণের মানোন্নয়ণ করতেও জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এর কার্যকারিতা এবং ফলাফলের ক্রমাগত মূল্যায়ণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দরকার পারস্পরিক সহায়তা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে বড় ও ছোট মাপের গবেষণা। দেশগুলির প্রতিবেদন ও সার সমন্বয় মূলক প্রতিবেদন পারস্পরিক সহায়তা এবং উদ্ভাবনামূলক গবেষণার দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই সমস্ত প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলিকে যোগ দেবার জন্য আহ্বান করতে হবে। ডঃ ভলমান 'ই-৯' দেশগুলির এই প্রচেষ্টায় পারস্পরিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং পারদর্শিতা বিনিময়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং অংশগ্রহণকারী দেশগুলিকে তাদের নিজেদের দেশে শিক্ষাবৃত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা চক্রের আয়োজন করার প্রস্তাব দেন যেখানে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করা হবে। পুনরায় তিনি গুরুত্বসহকারে বলেন যে শিক্ষার সামাজিক ব্যবস্থায় মানুষই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই জন্যই শিশুদের শিক্ষার গুরুত্ব সব থেকে বেশী। শিক্ষকদের জন্য দূরত্বশিক্ষা এবং কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উপর গবেষণা, মূল্যায়ণ ও নিয়ন্ত্রণের ফলাফল নিয়ে কর্মপরিকল্পনায় ইউনেস্কো ও এ ডি বি'র মতো সংস্থার সহযোগী ভূমিকার কথাও তিনি আলোচনা করেন।

১.৮.২. আলোচিত অন্যান্য তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল' যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় ভিত্তিক হতে হবে এবং প্রধান শিক্ষকের কঠোর পরিচালনায় বিদ্যালয়গুলির প্রকৃত অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী উদ্ভাবনমূলক পরিবর্তন করতে হবে। উদ্ভাবনের এই মুখ্য ব্যবস্থার দিকে শিক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকারীদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষক শিক্ষণকে সদর্থে উদ্ভাবনমূলক করার জন্য আঞ্চলিক স্তরে সহযোগিতার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তৈরী করতে হবে। এই বক্তব্য রাখেন শ্রী ডেনিস সি ইউ ওকোরো এবং তাকে সমর্থন জানান শ্রীমতি মারিয়া এ সেতুবল। তারা বলেন যে শিক্ষণ হবে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনভিত্তিক এবং এটিকে আরও কার্যকরী করার জন্য বিদ্যালয়ের সব শিক্ষককে যুক্ত করতে হবে যাতে কর্মরতদের প্রশিক্ষণের ক্রমাগত উন্নয়ণের সুযোগ থাকে।

১.৮.৩. শ্রী বেহার শিক্ষক শিক্ষণে তিনটি বিকল্প পথের কথা বলেন। ক) শিক্ষক শিক্ষণের জন্য পাঁচ বছরের একটি একীকৃত পাঠক্রম, যার ফলে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের জন্য এমন আদর্শ শিক্ষক তৈরী হবেন যিনি বিশেষভাবে শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষাবৃত্তি, বিদ্যালয় এবং জনগোষ্ঠীর চাহিদা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবেন। খ) শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত হবার পর প্রধান শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের অধীনে এক বা দুই বছরের একটি প্রশিক্ষণ যাতে এই সময়ের মধ্যেই একজন ভালো শিক্ষকে রূপান্তরিত হতে পারেন। গ) বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রচলিত প্রথার উন্নতির জন্য বিভিন্ন মাধ্যম, ছাপা ও ইলেকট্রনিক প্রভৃতির প্রয়োগ যার ফলে শিক্ষকেরা হবেন উদ্ভাবক, সৃষ্টিশীল ও সমাজের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষাকারী। ফলে তারা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর এবং জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ করতে পারবেন। জনগোষ্ঠী সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার এবং অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষিত সমাজ গড়ার কাজে শিক্ষাকে যথোপোযুক্ত করে তুলতে হবে।

১.৮.৪. অধ্যাপক ও এস দেওল শিক্ষক প্রশিক্ষণকারী এবং প্রধান শিক্ষক তৈরী করার কাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করেন। শিক্ষক ও শিক্ষাদানকারীদের প্রশিক্ষণের দিকে যথাযোগ্য দৃষ্টি না দিলে শিক্ষকের শিক্ষার

মান এবং শিক্ষকের যোগ্যতা অপূর্ণ থেকে যাবে। অগ্রাধিকার দিয়ে শিক্ষকের বিকাশের দিকটি বিবেচনা করা উচিত। যাতে শিক্ষকেরা উপযুক্ত সংযোগকারী, সৃষ্টিশীল এবং উদ্ভাবক হতে পারে। এই জন্য প্রশিক্ষণের কর্মসূচী যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ হতে হবে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষদেরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। কেননা তারাই নিজেদের বিদ্যালয়ে উদ্ভাবন ভিত্তিক শিক্ষার উপযুক্ত বাতাবরণ তৈরী করবেন এবং উদ্ভাবন করার কাজে শিক্ষকদের উৎসাহ দেবেন।

১.৮.৫. ডঃ ভলম্যান শিক্ষকদের ব্যক্তিত্বের স্বয়ংনির্দেশিত মনস্তাত্বিক দিকের কথা বলে অংশগ্রহনকারীদের দৃষ্টি এশিয়া অভিজ্ঞতার দিকে আকর্ষণ করেন। যেখানেই শিক্ষক বিকাশে এই দিকটির উপর যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যেখানেই প্ররোচনা ও উৎসাহের অভাব ঘটেছে সেখানেই প্রাক্-শিক্ষক এবং কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ পরিত্যাগের হার বেড়েছে। শিক্ষক শিক্ষণের গুণগত মানের উপর এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। প্রশিক্ষণ পরিত্যাগের হার কামনোর জন্য ইন্দোনেশিয়া এবং পাকিস্তানের গৃহীত ব্যবস্থা উদাহরণস্বরূপ হতে পারে। দুইটি দেশই শিক্ষকদের উৎসাহ দেবার জন্য পুরস্কার প্রশিক্ষণের জন্য বেতন না নেওয়া এমন কি মেধাবী শিক্ষকদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ সুযোগ দিয়েছে। যা তাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে এবং শিক্ষার মানোন্নয়ণে উদ্ভাবক এবং সৃষ্টিশীল হতে সাহায্য করেছে।

১.৮.৬. ডঃ সালাজার মন্তব্য করেন যে দেশগুলির প্রতিবেদন থেকে তিনটি নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে যা অংশগ্রহণকারী দেশগুলির নিজেদের শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে সাহায্য করবে। এগুলির মধ্যে আছে এমন কর্মসূচী যা ব্যক্তিগত স্তরে বা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ক্রমবিস্তার লাভ করবে; প্রত্যেকটি দেশ নিজেদের প্রয়োজন এবং সম্পদ অনুযায়ী আদর্শ তৈরী করবে বা গ্রহণ করবে; সাধারণ নির্দেশিকা যা প্রত্যেকটি দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এই মর্মে দেশগুলি কর্মরত শিক্ষকদের জন্য গুণমান সম্পন্ন এবং প্রয়োজন ভিত্তিক শিক্ষা কর্মসূচি তৈরী করবে।

১.৯.০. সম্ভাব্য প্রস্তাব ঃ

সার সমন্বয়মূলক প্রতিবেদন থেকে আলোচনাক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পাওয়া গেছে।

১.৯.১. প্রশিক্ষণ —

— প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ, মূল শিক্ষক/শিক্ষা সংযোগকারী এবং প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান যা উদ্ভাবন পরিচালনার বাতাবরণ তৈরী করতে সাহায্য করবে।

— শিক্ষক প্রশিক্ষণে সমস্ত শিক্ষক ও বিদ্যালয় প্রধানদের যুক্ত করা।

— শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিকল্প আদর্শগুলির পর্য্যালোচনা যেমন মাধ্যমিক শিক্ষার পর পাঁচ বছরের প্রশিক্ষণ; শিক্ষকদের উপযুক্ত ভাবপ্রকাশকারী করে তুলতে বিস্তৃত শিক্ষাসূচী; নিয়োগের পরই প্রশিক্ষণ।

— বাঞ্ছনীয় দিকগুলি (কি এবং কাদের জন্য প্রশিক্ষণ) সহ সুষ্ঠ প্রশিক্ষণ।

— প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা, প্রয়োগ, মূল্যায়ণ পর্বে শিক্ষকদের যুক্ত করা।

— শিক্ষকদের শিক্ষা পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ঃ সৃষ্টি, জ্ঞানের অভ্যাস কি করে করতে হয়।

— বৃত্তিমূলক শিক্ষায় কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ।

— শ্রেণীকক্ষের প্রকৃত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ।

— কর্মরত শিক্ষকদের জন্য মূল্যবোধ শিক্ষা।

— শিক্ষক শিক্ষণে জনগোষ্ঠীকে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার।

১.৯.২. গবেষণা ঃ

— কি পড়ানো হচ্ছে তার মূল্যায়ণ।

— কি ভাবে ভাব প্রকাশকারী শিক্ষক তৈরী করা যায়, সেই সম্পর্কে বক্তৃতা।

— শিক্ষা সংক্রান্ত মতামত গবেষণায় বিভিন্ন স্তরের দিকে দৃষ্টিদান ঃ প্রশিক্ষণরত শিক্ষক কি ধারণা লাভ করছে, প্রদর্শিত দক্ষতা এবং শিক্ষার্থীদের উপর তার প্রভাব।

— 'ই-৯' দেশগুলিতে কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক্-শিক্ষকতা প্রশিক্ষণের উপর গবেষণা।

— 'ই-৯' দেশগুলির শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা'র সম্মিলিত মূল্যায়ণ; যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ (ইতিমধ্যে এই বিষয়ে নাইজিরিয়া সাহায্য করতে রাজি হয়েছে); সংগৃহীত তথ্যের বিনিময়।

— শিক্ষক প্রশিক্ষণে নয়টি দেশের গবেষণার পুনর্মূল্যায়ণ।

— কর্মসূচীগুলি পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা; শ্রেণী কক্ষে শিক্ষকদের আচরনের উপর কর্মসূচীর প্রভাব।

— শিক্ষকদের জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর জন্য তাদের অংশগ্রহণমূলক গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করা।

১.৯.৩. নীতি ঃ

— কর্মরতদের জন্য প্রশিক্ষণে যে সব শিক্ষক অংশগ্রহণ করবেন তাদের উৎসাহমূলক ভাতা দেওয়া।

— শিক্ষা ও অর্থ দপ্তরের মন্ত্রীদের মধ্যে বা তাদের সচিবদের পরস্পরের অংশীদার হতে উৎসাহ দেওয়া।

— সরকারী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি যাতে শিক্ষকেরা শ্রেণীকক্ষে তাদের দক্ষতা দেখাতে পারেন।

— ৯টি দেশে কর্মরত শিক্ষকদের জন্য একটি সাধারণ সম্পদের সৃষ্টি।

— মানোন্নয়ণের ক্ষেত্রে বঞ্চিত, নিপীড়িত এবং নির্যাতিতদের কথা মনে রাখা।

১.৯.৪. অন্যান্য ঃ

— 'ই-৯' দেশগুলির যে সব মন্ত্রীরা পাকিস্তানে ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠেয় সম্মেলনে যোগদান করবেন তাদের সাথে আন্তর্জাতিক পরামর্শদাতাকে তার সমন্বয় অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য নিমন্ত্রণ জানানো হবে।

— 'দাতা' শব্দের পরিবর্তে 'সহায়ক' বা 'অংশীদার সংস্থা' শব্দের ব্যবহার।

১.১০.০. প্রথম সভার সমাপ্তি ঃ

প্রথম সভার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ধন্যবান জ্ঞাপন করতে গিয়ে অধ্যাপক রাজপুত শিক্ষকের যোগ্যতা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষকের যোগ্যতা উন্নয়ণে রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণণা করেন। তিনি বলেন

যে, শিক্ষক প্রশিক্ষকের ব্যক্তিগত যোগ্যতা সম্পর্কে গবেষণা করে শিক্ষকের যোগ্য শিক্ষাদাতা হয়ে উঠার কারণগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য, রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই গবেষণা শিক্ষকের শিক্ষাদাতার ব্যক্তিগত এবং বৃত্তিগত সাংস্কৃতি যা শিক্ষক শিক্ষণের এবং বিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মানের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তার বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করবে। সম্ভবতঃ, উপযুক্ত শিক্ষক হবার প্রয়োজনীয় গুণগুলি চিহ্নিত করতে পারবে। শিক্ষক শিক্ষাদাতাদের সম্পর্কে তথ্য হয়তো উপস্থাপিত করবে এমন এক বিনিময় কৌশল যা শ্রেণী কক্ষের ভিতরে এবং বাইরে শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতির সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করবে।

এই পরিবর্তন প্রাক্-শিক্ষকতা এবং শিক্ষকতা পর্যায়ের প্রশিক্ষণগুলির বাস্তবিক যোগাযোগ তৈরী করতে পারবে। এছাড়া এটি হয়তো আরও কতকগুলি প্রয়োগ ভিত্তিক গবেষণা প্রকল্পের জন্ম দিতে পারবে যা শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে সমাধানের কাজে সাহায্য করতে পারে। এবং সেই সঙ্গে স্বয়ংশিক্ষামূলক অনুপুস্তিকা তৈরী করতে সাহায্য করবে। শিক্ষক শিক্ষণে এবং বিদ্যালয় শিক্ষার মানোন্নয়ণে,তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের দিকেও নজর দেওয়া হবে। বর্তমানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শিক্ষক শিক্ষণে বিশেষকরে কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকে কি করে উদ্ভাবনমুখী করা যায় যাতে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত সংস্কৃতি এবং বৃত্তিমূলক গুণকে চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেন। একজন শিক্ষার্থী হবেন পরিশীলিত ব্যক্তিত্ব এবং সেই সঙ্গে একজন অপূর্ব শিক্ষক।

১.১১.০. দ্বিতীয় সভা ঃ কর্মাধিবেশন

৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭

ই এফ এ ঃ একটি স্বেচ্ছাসেবা

বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভারতবর্ষে নিজেদের মতো করে 'সকলের জন্য শিক্ষা'র কাজ করে যাচ্ছেন। 'একলব্য', 'সন্ধান' ইত্যাদি সংস্থার মতো 'লোক জাম্বিশ' ও এই উদ্দেশ্যে সরাসরি কাজ করে যাচ্ছে। এই সংস্থার সভাপতি শ্রী অনিল বোর্দিয়ার মতে 'লোক জাম্বিশ' হচ্ছে একটি গণ-আন্দোলন যা স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'সকলের জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্যপূরণে কাজ করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের লেখাপড়া শিখিয়ে সমাজের একজন সক্রিয় সদস্য করার জন্য এবং তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা, যোগ্যতা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং মূল্যবোধ তৈরী করার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। সমাজে বঞ্চিত এবং দরিদ্র শিশু থেকে শুরু করে অন্য সব শিশুদের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ তৈরী করা এর লক্ষ্য। এর বিশেষত্ব হচ্ছে স্থানীয় গ্রামের বয়স্ক মানুষের অভিভাবকত্বে পশুচারণ গোষ্ঠীর শিশুদের স্থানীয় সম্পদ, গ্রন্থাগার এবং সম্পূর্ণ সুযোগ সুবিধাসহ ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মূল শক্তি হচ্ছে ক্রমাগত মূল্যায়ণের মাধ্যমে বিশেষ শিক্ষাদান প্রণালী তৈরী করা যাতে প্রত্যেকটি শিশুই প্রশিক্ষক দলের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ বিকশিত হতে পারে।

১.১১.১. 'ই-৯' দেশগুলির দ্বিতীয় সভা শুরু হয় বিকেলের অধিবেশনে ডঃ ডব্লু ভলম্যান এর প্রাথমিক মন্তব্য দিয়ে। বিষয় ছিল ''শিক্ষার মান ঃ প্রথম তিনটি স্তরে 'থ্রী আর' এর পাঠ্যসূচী''। তিনি বিদ্যালয়ের প্রথম তিনটি শ্রেণীতে গুণগত শিক্ষা শুরু করার জন্য ''প্রাথমিকে ফিরে যাওয়া'' (সংযোজন-৯) নিবন্ধটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। প্রকৃত গুণমান সম্পন্ন শিক্ষা শুরু হয় প্রথম তিনটি শ্রেণীতে কারণ এই সময়ে শিশুরা অত্যন্ত সংবেদনশীল ও বিকাশের প্রাথমিক স্তরে থাকে৷ এটা সত্যি যে 'থ্রী-আর' প্রত্যেক শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অপরিহার্য। এছাড়া অন্যান্য শিক্ষা সেই শিক্ষাকে আনন্দপূর্ণ করে তোলে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, সমস্যাগুলি

চিহ্নিতকরণ, চালু পাঠ্যসূচীর অসম্পূর্ণতা, এবং পাঠ্যসূচীর বিষয়, পাঠ্য ও উপাদানগত প্রশিক্ষণের পদ্ধতি, কৌশল ও নীতি সংক্রান্ত জটিলতা প্রভৃতি বিষয়ে প্রথমে জোমতিয়েন এবং পরে বালি সম্মেলনে আলোচনা হয়েছিল। অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে ছিল অত্যাধিক পাঠ্যসূচী, শিক্ষাদানের সময়ের অপ্রতুলতা, উপযুক্ত পদ্ধতির অভাব; মূল্যবোধ, জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে ধারণার অভাব; শিশুদের বয়সোচিত দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গী শেখানো; ভারতবর্ষ ও চীনের মতো দেশে বেঁচে থাকার তাগিদে শিশুদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে কাজ করতে পাঠানো—এই সব সমস্যা; সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাবার বিরোধী এবং শিক্ষকদের মান এবং উদ্ভাবনে অনীহা; স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ না করা; সমাজের প্রয়োজন এবং প্রত্যাশা থেকে বিচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ; শিক্ষার প্রয়োজনে স্থানীয় এবং পরিবেশ ঘটিত সম্পদের ব্যবহার না করা ইত্যাদি। যদি প্রথম তিনটি শ্রেণীতে শিক্ষার গুণগত মানের উন্নতি করতে হয় তবে এখনই এই সব বিষয়ে দেশগুলির গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ১৯৯৩ সালের 'দিল্লী প্রস্তাব' অনুযায়ী পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত আলোচনা করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। যাতে 'সকলের জন্য শিক্ষা' দাবী পূরণে প্রয়োজনীয় সবরকম ব্যবস্থা এবং পাঠ্যসূচী ও শিক্ষকের গুণগত মানোন্নয়নে প্রথাগত ও প্রথাবহির্ভূত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। প্রতিবেদন থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে দেশগুলি এই সব সমস্যা সমাধানে একটি ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছে।

১.১১.২ তারপর ইউনেস্কো'র পরামর্শদাতা ডঃ মেরী থরমান্ মনে করিয়ে দেন যে মান, বিষয় ও কৌশল এই তিনটি বিষয়ের দিকে নজর দিয়ে দেশগুলিকে প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে।

১.১২.০. দেশগুলির প্রতিবেদন ঃ

১.১২.১. বাংলাদেশের শ্রী কাফিল উদ্দীন আহমদ তার দেশের প্রতিবেদন পেশ করেন। বিষয় ছিল বেশী সংখ্যক শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা ও নিয়োজিত রাখার জন্য প্রথম তিনটি শ্রেণীতে অবশ্য পাঠ্যের বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ। এই লক্ষ্যপূরণের জন্য দেশের জাতীয় পাঠ্যসূচী ও অবশ্যপাঠ্য সংসদকৃত পাঠ্যসূচীর সংহত নবীকরণের প্রচেষ্টায় প্রান্তিক যোগ্যতা চিহ্নিতকরণ, কর্মভিত্তিক শিক্ষা, শিক্ষণ কৌশল এবং ক্রমাগত মূল্যায়ণ'কে পাঠ্যসূচী উন্নয়ণের অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেন। শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত ব্যক্তিদের যেমন বিশেষ কোন বিষয়ে পারদর্শী, পাঠ্যসূচী প্রণেতা, শিক্ষক, শিক্ষকের প্রশিক্ষক, সিদ্ধান্ত প্রণেতা, শিক্ষা সাংবাদিক, অভিভাবক ইত্যাদি ব্যক্তিদের নিয়ে পরপর সংগঠিত কর্মশালার মাধ্যমে যোগ্যতা ভিত্তিক পাঠ্যসূচী তৈরী করা হয়। এই ভাবে নির্দেশাবলী সম্বলিত উপাদান, অবশ্য পাঠ্য, শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা এবং উৎস পুস্তক তৈরী করা হয় এবং এগুলি পরীক্ষামূলকভাবে সারা দেশে একশো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হয়। তারপর ১৯৯২ সালে প্রথমশ্রেণীর জন্য গৃহীত হয়ে ক্রমে পঞ্চম শ্রেণীতে গৃহীত হয় ১৯৯৬ সালে। বাংলা, ইংরাজী, অঙ্ক, ই ভি এস, ধর্মশিক্ষা, শিল্প ও কারিগরী শিক্ষা,সংগীত ও শারীর শিক্ষার মানোন্নয়ণের জন্য প্রথম তিনটি শ্রেণীতে যোগ্যতা ভিত্তিক পাঠ্যসূচী তৈরী করা হয়। এর জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র এবং শিক্ষকদের জন্য নির্দেশাবলী সারা দেশে পঁয়তাল্লিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জোমতিয়েন এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনে গৃহীত উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা এবং 'সকলের জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীকে সফল করা। জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের প্রাথমিক যোগ্যতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে যাতে প্রত্যেকটি শিশু একটি শিক্ষিত সমাজ গঠনে তার অবদান রাখতে পারে।

এই যোগ্যতা ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাফল্য কেবলমাত্র সাক্ষরতার মান এবং সাক্ষর এর সংখ্যা এবং শিশুদের ভাষায় দক্ষতা অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পরন্তু শিশুদের শিক্ষার মান এবং বিশেষ করে বিদ্যালয় পরিত্যাগের হার কমাতে সাহায্য করেছে। যাইহোক, বাংলাদেশের গুরুত্বপুর্ণ বিষয়গুলি হচ্ছে ঃ

— প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতেই বিদ্যালয় পরিত্যাগের প্রতিকারের জন্য প্রথাগত পরীক্ষা পদ্ধতির বর্জন।

— শিক্ষকের শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেওয়া।

— পর্য্যবেক্ষণ, লিখিত ও মৌখিক শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রদের যোগাযোগ তৈরী করা।

— শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করা।

১.১২.২. প্রাথমিক শিক্ষায় প্রথম তিনটি শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে প্রাথমিক দক্ষতা সংক্রান্ত মিশর দেশের প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ইয়ুশ্‌রি এ আফিফি। তার প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষা বলতে বোঝানো হয়েছে জ্ঞান, ধারণা, মূল্যবোধ, দক্ষতা ইত্যাদিতে প্রান্তিক যোগ্যতা এই স্তরে অর্জন করা। প্রথম তিনটি শ্রেণীতে তেত্রিশটি ভাষায় ও অঙ্কের অবশ্যপাঠ্য, কর্মশিক্ষা ছাড়া ও বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য নির্দেশিকা, শিল্প, সংগীত এবং শারীরিক কর্মকুশলতা শিক্ষা তার প্রতিবেদনের আলোচ্য বিষয় ছিল। ভাষা শিক্ষার জন্য ই ভি এস আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত যদিও এই বিষয়ে কোন পাঠ্যবই নেই। পাঠ্যসময়ের ৭০ শতাংশ 'থ্রী আর' বিষয়ে যোগ্যতা তৈরী করতে ব্যয় হয়। বাকি ৩০ শতাংশ সময় মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রতিদিনের কাজে প্রয়োজনীয় দক্ষতা শেখানো হয়। গ্রন্থাগার ব্যবহার, ছবির মাধ্যমে ধারণা তৈরী প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুদের স্বয়ংশিক্ষার সুযোগ রয়েছে। ধর্মকে পাঠ্যসূচীর আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে ধরা হয়েছে। পাঠ্যসূচী, পাঠক্রম এবং সরকারী অবশ্যপাঠ্য পুস্তক যা দেশের শিক্ষার নীতি অনুমোদন এবং নির্দিষ্ট করেন দেশের শিক্ষামন্ত্রী। এর লক্ষ্য হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে প্রত্যেক শিশু যাতে জ্ঞান, ধারণা, মূল্যবোধ ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে। ধ্বনি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীতে যে শিক্ষা শুরু হয় দ্বিতীয় শ্রেণীতে তা বর্ণনামূলক শিক্ষায় রূপান্তরিত হয়। অংক শেখানো শুরু হয় প্রথম শ্রেণীতে। প্রথমে সংখ্যার ধারণা ও পরে অঙ্ক কষতে শেখা। প্রাক্‌বিদ্যালয় কিন্ডারগার্টেন অভিজ্ঞতা প্রায় ৫ থেকে ১০ শতাংশ শিশুর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

১.১২.৩. ভারতবর্ষে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে 'থ্রী-আর' এর পঠন পাঠন সম্পর্কে প্রতিবেদনটি রচনা করেন ডঃ মেরী এস্ থরম্যান্ এবং শ্রীমতি সুস্মিতা দত্ত। ডাঃ কে ওয়ালিয়া ঐ প্রতিবেদনটির সার সংক্ষেপ অধিবেশনে পেশ করেন। দেশজুড়ে গবেষণার ফলাফলের নানা বিষয়ের মধ্যে প্রধান হচ্ছে মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার হার। এই হার ১৯৫০-৫১ সালে ছিল শতকরা ২৮। ১৯৯৫-'৯৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪৩। মেয়েদের লেখাপড়া পরিত্যাগ করার হার ১৯৯০-'৯১ সালে থেকে ১৯৯৪-'৯৫ সালের মধ্যে শতকরা ১০। উপযুক্ত পাঠ্যবই, শেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, বাবা-মা এবং জনগোষ্ঠীর সহায়তা, বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাতাবরণ, শিক্ষণ পদ্ধতিতে উদ্ভাবন, পড়ানোর বোঝা কমানো, এম এল এল (মিনিমাম লেভেল অব লার্নিং) যোগ্যতা ইত্যাদির কারণে শিক্ষার গুণমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূল পাঠ্যসূচী চিহ্নিত করে চালু করা, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর জন্য বিভিন্ন মাধ্যমের ব্যবহার, বিশেষ করে বেতারে ও দূরদর্শনে শিক্ষা সংক্রান্ত অনুষ্ঠান ও পি এম ও এস টি, এবং এস ও পি টি 'র মাধ্যমে শিক্ষকদের গণপ্রশিক্ষণ, এন সি ই আর টি, এন সি টি ই, সি আই ই টি, ডি আই ই টি এবং আর আই ই এর মতো প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে শিক্ষকের যোগ্যতা, মান ও শিক্ষণ প্রথার উন্নতি, মূল্যায়ণ কৌশল ও এই রকম আরও ব্যবস্থা শিক্ষায় উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করেছে। কিন্তু প্রথম তিনটি শ্রেণীতে শিক্ষার মানোন্নয়ণে সর্বশেষ গৃহীত ব্যবস্থা হ'ল এম এল এল যোগ্যতা চিহ্নিত করে ভাষা, অঙ্ক, ই ভি এস প্রভৃতি চালু করা এবং ১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে শেখার ক্রমাগত মূল্যায়ণ এবং সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা। বিদ্যালয়গুলির বাতাবরণ আনন্দপূর্ণ শিক্ষার উপযোগী হওয়ায় শুধু যে অপচয় এবং বদ্ধভাব বন্ধ হয়েছে তাই নয় ভর্তির সংখ্যা, পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া অগ্রগতি প্রথম তিনটি শ্রেণীতেই অগ্রগতি বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই প্রাথমিক স্তরে তিনটি বিষয় হল শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়োজিত রাখা, শিক্ষার সুযোগ (বিশেষ করে মেয়েদের) করা এবং শিক্ষায় প্রগতি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়াশুনা পরিত্যাগের হার বেশী। কারণগুলি হল পড়াশুনায় অগ্রগতি

না হওয়া, একই শ্রেণীতে আবার পড়াশুনা করার ভয় এবং প্রথম শ্রেণীতে বেশী বয়সে (এমনকি নয় দশ বছর বয়সে) ভর্ত্তি হওয়া। বিশেষ করে শিশু শ্রমিক প্রথার সমস্যা নিরিখে শিক্ষার সুযোগ লাভের অসাম্য আর একটি প্রধান সমস্যা। কাজেই বিদ্যালয়ে কোনরকমে ভর্ত্তি করানোর উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়ে ছাত্র ধরে রাখাও শিক্ষার প্রগতিতে পরিণত হয়েছে।

১.১২.৪. **আমন্ত্রিত বক্তব্য (৩) ঃ** ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রকের প্রাক্তন সচিব শ্রী অনিল বোর্দিয়াকে আমন্ত্রণ জানানো তার বক্তব্য পেশ করার জন্য। শ্রী বোর্দিয়া বর্তমানে 'লোক জাম্বিশ' প্রকল্পের সভাপতি এবং ১৯৯৬ সালে ১১ই ডিসেম্বর ইউনেসকো ও এ সি ই আই ডি'র যৌথ উদ্যোগে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত 'পরিবর্তনের জন্য প্রযুক্তি শিক্ষা' বিষয়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সম্মানপ্রাপ্ত। তার বক্তৃতার বিষয় ছিল বিদ্যালয় শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মানোন্নয়ণে রাজস্থানের 'লোক জাম্বিশ' উদ্ভাবনী প্রকল্প। শ্রী বোর্দিয়া জানান যে জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে 'সকলের জন্য শিক্ষা' লক্ষ্যপূরণে 'লোক জাম্বিশ' একটি গণ আন্দোলন। এই আন্দোলন বাস্তবে রূপায়িত করছে 'সন্ধান', 'একলব্য'র মতো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান। সমগ্র অঞ্চলের এবং জনগোষ্ঠীর সংহত উন্নয়নের জন্য গ্রাম বা ব্লক স্তরে জোট তৈরী করা হয়েছে, সামগ্রিক বাতাবরণ তৈরী করার জন্য জনগণের সচেতনতা এবং দায়িত্বশীলতা বাড়িয়ে তোলা; নির্দেশাবলী ও শিক্ষার সহায়ক উপাদান তৈরী করা; খেলাধূলা, লোকপ্রথা ও লোকগাথার আয়োজন করা মূল শিক্ষা দলের জন্য বহুস্তরীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি 'লোক জাম্বিশ' প্রকল্পের লক্ষ্য। ছোট ছোট গ্রামীন কেন্দ্র স্থাপন, বিদ্যালয়ের নানা কাজে বিশেষ করে শিক্ষা কমিটিকে সাহায্য করা ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রামীণ উন্নতির জন্য তৈরী করা হয়েছে। 'লোক জাম্বিশ' কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিশুর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা; প্রাথমিক দক্ষতা, যোগ্যতা, দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের বিকাশ যাতে ভবিষ্যতে তারা সমাজের যোগ্য ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে—এই লক্ষ্যে একটি সুসংহত কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করা। শিক্ষার পদ্ধতি এবং বিষয়ের উন্নতি ঘটানোই এর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। দরিদ্রতম, আদিবাসী ও সমাজের বঞ্চিত অংশকে শিক্ষার সমান সুযোগ দেওয়াও এর উদ্দেশ্য। এই পরিকল্পনার একটি ইতিবাচকদিক হচ্ছে যে যাযাবর গোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষার জন্য বয়স্ক ব্যক্তিদের অধীনে (খারাপ অবস্থার কারণে সমাজের অন্যান্যরা কিছু সময়ের জন্য গ্রাম ত্যাগ করলেও যারা গ্রামে থেকে যায়) উপযুক্ত সুযোগ সম্বলিত আবাস নির্মাণ। এই ব্যবস্থায় পূর্ণ বিকাশের পথে প্রত্যেকটি শিশুর শিক্ষা ত্রুটিহীন ক্রমাগত মূল্যায়নের মাধ্যমে অবাধে এগিয়ে যেতে পারে। এই অঞ্চল বিকাশের সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত নির্দিষ্ট সূচকের ভিত্তিতে গবেষণা এবং সমীক্ষা করা হয়। 'লোক জাম্বিশ' সার্থক করে তোলার জন্য এবং প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণরতদের মধ্যে দূরত্ব কমাবার জন্য প্রশিক্ষককে এম এল এল প্রকল্পের অধীনে দশ দিনের প্রশিক্ষণ নিতে হয়। এই প্রশিক্ষণে 'যোগ' এবং বৌদ্ধমতের মনঃসংযোগের উপায় 'বিপাশায়ন' সম্বন্ধেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণ হচ্ছে ঝর্ণার মতো। অর্থাৎ প্রথমে মূল প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং তারাই আবার মুখ্য প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেন। এই মুখ্য প্রশিক্ষক পরে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেন। এই পর্য্যন্ত একশো জন মূল প্রশিক্ষককে, এক হাজার মুখ্য প্রশিক্ষকদের এবং চার হাজারের বেশী শিক্ষককে উদ্দেশ্যমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এম এল এল প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর তিন হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। এই প্রকল্পের আওতায় আসা বিদ্যালয়গুলিতে সকল শিক্ষককে নিয়ে মাসে দুই দিনের একটি সভার আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ স্বেচ্ছামূলক এবং আবাসিক। এই প্রকল্পে আর্থিক অনুদান দিচ্ছে এস আই ডি এ (সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি) ভারত সরকার এবং রাজস্থান সরকার। পাঁচটি ব্লক নিয়ে এই প্রকল্প শুরু হলেও বর্তমানে ৪৩টি ব্লকে কাজ চলছে। অন্যান্য উদ্ভাবনাগুলির মধ্যে আছে গ্রামে জাতীয় পুস্তক পর্যদ এর মাধ্যমে গ্রন্থাগার স্থাপন, পাঠ্যবই প্রণয়ন এবং প্রথাগত পরীক্ষার বদলে শিক্ষার্থীদের ক্রমাগত মূল্যায়ণ। শিক্ষার্থীরা যদি বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে

তবে তাকে বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ করা হয়। শ্রী বোর্দিয়া আশা প্রকাশ করেন যে 'সকলের জন্য শিক্ষা'য় এই প্রকল্প এবং 'ই-৯' দেশগুলির প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করবে।

১.১২.৫. প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্রাজিলের শ্রীমতি মারিয়া অ্যালিস সেতুবল তার দেশের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যসূচী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়াশুনা ছেড়ে দেবার প্রবণতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এর কারণগুলি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে পাঠ্যসূচী এবং বিদ্যালয়গুলির উপযুক্ত উদ্যোগের অভাব এর প্রধান কারণ। অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের পাঠ্যসূচী এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব, জাতীয় স্তরে পাঠ্যসূচী এবং পাঠ্য পুস্তকসংক্রান্ত নীতির অভাবের। শিক্ষকদের স্বল্প বেতন এবং বিদ্যালয়ের শিশু বিকাশের পরিপন্থী পরিবেশের কথা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে বার বার পড়তে আসার ফলে অপচয়ের হারও বেশী। অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে আছে শিক্ষকের অপ্রতুলতা, অভিভাবকদের নিরক্ষরতা, পরীক্ষার ভয়, অর্থনৈতিক দারিদ্র্য, শিশু শ্রমিকের আধিক্য, বেশী সংখ্যায় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়া, ভুয়ো উপস্থিতি দেখানো ইত্যাদি। শিশুদের বিদ্যালয় শিক্ষায় ধরে রাখাই এখন প্রধান সমস্যা। হয়তো এম এল এল প্রথা এবং সেই সঙ্গে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন এই সমস্যা সমাধানে কার্যকরী হতে পারে। ব্রাজিলে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে প্রয়োজন ভিত্তিক পুস্তক রচনা, যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী এবং সেই শিক্ষকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ হয়তো প্রয়োজন। তিনি বিশেষ করে বলেন যে, 'ই-৯' দেশগুলির মধ্যে ব্রাজিল এক মাত্র দেশ যেখানে নির্দ্দিষ্ট কোন জাতীয় পাঠ্যসূচী নেই। 'যা আছে' এবং 'যা হওয়া উচিত' এই দুইয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাকের জন্য প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা যাচ্ছে না। এখন এই তিন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচনা বিশেষ প্রাধান্য পাচ্ছে। বিদ্যালয় পরিত্যাগ সমস্যার মোকাবিলায় ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারছে না তাদের অগ্রগতির জন্য বিশেষ কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। সারা বছর ধরে শিক্ষকদের একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীদের সাথে আদান প্রদানের ভিত্তিতে কাজ করতে পারেন। ফলাফল হচ্ছে এই যে যারা ত্বরান্বিত অগ্রগতির কর্মসুচীতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে তাদের মধ্যে ৭০ শতাংশ পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই কর্মসূচীতে 'থ্রী-আর' এবং সেই সঙ্গে শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার দিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

১.১২.৬. শ্রী ফেলিক্স ক্যাডেনা বারকুইন তার দেশ মেক্সিকোর প্রাথমিক শিক্ষার উপর প্রতিবেদন পেশ করেন। মেক্সিকোয় সাধারণ শিক্ষার তিনটি স্তর—কিন্ডার গার্টেন, ৬ বছরের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৩ বছরের উচ্চ বিদ্যালয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা পদ্ধতির দুটি দিক নিয়মিত এবং পছন্দমূলক। সাধারণ পাঠ্য সূচীর দুটি মাত্রা পাঠ্যসূচী ও শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান। সরকারী ভাষা স্পেনীয় ও গণিত শেখানো হয় সাক্ষরতা, সংখ্যাজ্ঞান এবং স্পষ্ট করে বলতে শেখানোর জন্য। সংশ্লেষণমূলক এবং বিশ্লেষণমূলক এই দুই পদ্ধতিই ব্যবহার করার স্বাধীনতা শিক্ষকের আছে। কিন্তু, প্রাথমিক শিক্ষায় গণমাধ্যমকে পদ্ধতিগতভাবে ব্যবহার করা হয় নি। প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত স্পেনীয় ভাষা ও গণিত শিক্ষণ সূচীতে আছে শিশুদের ফাইল, শিক্ষকদের জন্য নির্দেশ, গ্রন্থাগারের বই এবং অডিও ক্যাসেট। প্রতি সপ্তাহের ২০ ঘণ্টা শিক্ষণ সময়ের মধ্যে স্পেনীয় ভাষার জন্য ৯ ঘণ্টা, ৬ ঘণ্টার গণিত শিক্ষা, পরিবেশ শিক্ষার জন্য ৩ ঘণ্টা এবং শিল্প ও শারীর শিক্ষার জন্য ১ ঘণ্টা করে সময় নির্দিষ্ট। এক বছরে ২০০ কাজের দিন বা ৮০০ ঘণ্টা পঠন পাঠনের জন্য পাওয়া যায়। শিক্ষণ কৌশলের মধ্যে আছে খেলার মাধ্যমে শেখা, কর্মশালা, আনন্দোপকরণের মাধ্যমে শেখা, ফাইল তৈরী করতে শেখা ইত্যাদি। যা পঠনপাঠনকে মোটামুটিভাবে সফল করে। প্রতিদিনের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা অর্জন করাকে লক্ষ্য রেখে প্রাথমিক শিক্ষা এবং পড়া, লেখাও পাটিগণিত সমাধানের দিকে লক্ষ্য রেখে ১৯৯১ সালে 'নতুন শিক্ষা পদ্ধতি' চালু করা হয়। শিক্ষকদের বেতন স্বল্প হওয়ার জন্য তাদের শিক্ষক বৃত্তির পাশাপাশি

অন্য কাজও করতে হয় যা শিক্ষার গুণগত মানকে প্রভাবিত করছে।

১.১২.৭. শ্রী মাস্‌দজুদি তার দেশ ইন্দোনেশিয়ায় প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত 'থ্রী আর' পাঠ্যসূচীর উপর প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের প্রতি সপ্তাহে ৩০ টি ক্লাস বা প্রতিদিন সাড়ে চার ঘণ্টা করে উপস্থিত থাকতে হয়। তৃতীয় শ্রেণীতে প্রতিদিন পাঁচ ঘণ্টা বা সপ্তাহে ৩৮টি ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হয়। শ্রেণীতেই ১০টি করে ক্লাসে করে ইন্দোনেশীয়ার ভাষা এবং গণিত শিক্ষা, দুটি করে ক্লাসে পঞ্চশীল ও নাগরিকত্ব, ধর্ম শিক্ষা, শিল্প ও কারিগরী শিক্ষা, শারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং স্থানীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। এছাড়া তৃতীয় শ্রেণীতে সেই সঙ্গে তিন টি করে ক্লাসে বিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যা শেখানো হয়। বছরে প্রকৃত কাজের দিনের পরিমাণ ২৪০। এই স্তরে অক্ষরজ্ঞান, সংখ্যাজ্ঞান ও ভাবের আদান প্রদান বা বলতে শেখা এই তিনটি পাঠ্যসূচীর মূল উদ্দেশ্য। সরকারী অবশ্যপাঠ্য যদিও খুবই ভালো তবুও বেসরকারী পাঠ্যপুস্তক অনুমোদিত। পঠনপাঠনকে সার্থক করে তোলার জন্য শিক্ষকদের জন্য নির্দেশিকা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য অভ্যাস পুস্তিকাও তৈরী করা হয়েছে। কাজ এবং কর্মভিত্তিক প্যাকেজের মাধ্যমে শিক্ষাদান এর উদ্দেশ্য। তথাকথিত ভালো ও খারাপ বিদ্যালয়গুলিতে গবেষণা করে দেখা গেছে যে 'থ্রী-আর' এর দক্ষতায় এই দুই ধরণের বিদ্যালয়ে গড় মানে তফাত সামান্য। হয়তো এর কারণ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত দুইটি ক্ষেত্রে প্রায় সমান। এছাড়া শ্রেণীকক্ষ শিক্ষা এবং উদাহরণযোগে শিক্ষায় অবশ্যপাঠ্য বই, সহায়ক বই ও গ্রন্থাগারের বই, ছাপা ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমের উপযুক্ত ব্যবহার করা হচ্ছে। গুণগত মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য বিশেষ বৃত্তি সহায়ক প্রকল্প চালু করা হয়েছে। যদিও তা স্বল্প পরিসরে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও আদর্শ উদ্ভাবনের মধ্যে সীমিত। প্রয়োজনীয় দক্ষতা, ধারণা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বোঝাপড়া বৃদ্ধির জন্য জনগোষ্ঠীর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। দক্ষতা ও যোগ্যতা বিকাশের জন্য শিক্ষাপত্র এবং দেওয়ালচিত্র প্রচুর ব্যবহার করা হচ্ছে। যেহেতু প্রয়োজনীয় অর্থ অপ্রতুল এবং অবশ্যপাঠ্য বই এর জোগান পর্যাপ্ত নয় তাই প্রত্যন্ত প্রান্তের বিদ্যালয়গুলি অবশ্য পাঠ্য বই পায় না এবং সরকারী অবশ্যপাঠ্য পুস্তকও সংখ্যায় কম।

১.১২.৮. শ্রী ডেনিশ সি ইউ ওকোরো তার দেশ নাইজিরিয়ায় প্রথম তিনটি শ্রেণীতে 'থ্রী আর' এর পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ করে বলেন যে তার দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন ও বেতন মুক্ত হলেও আবশ্যিক নয়। এই তিনটি স্তরে শিক্ষার্থীরা তাদের মাতৃভাষায় বা নিকটতম জনগোষ্ঠীর ভাষায় শিক্ষা পায়। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীতে ইংরেজী ও মাতৃভাষা যুক্ত করা হয়। গড়ে প্রতি ৩০ জন শিক্ষার্থী পিছু একজন করে শিক্ষক থাকলেও কোথাও এই অনুপাত প্রতি ৯০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক বা কোথাও প্রতি ২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক। প্রাথমিক বিদ্যালয় চলে দুটি সময়ে। প্রতি সপ্তাহে সোমবার থেকে শুক্রবার এই পাঁচদিন বিদ্যালয় খোলা থাকে। মোট ৩৭টি ক্লাস নিয়ে শেখানো হয়। এক বছরে ৩৭টি প্রকৃত কাজের সপ্তাহ পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনুপুস্তিকা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে কারণ তা শিক্ষাদান এবং স্বয়ংশিক্ষণ প্যাকেজ তৈরী করতে সাহায্য করে। যদিও জাতীয় স্তরে পাঠ্যপুস্তক ঠিক করা হয় তবুও প্রকাশক ব্যবসায়ীরা জাতীয় পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বই প্রকাশ করে থাকে। ৩০০ শিরোনামের বই থেকে সঠিক বই পছন্দ করা সত্যিই দুরূহ। থ্রী-আর এর জন্য বেশীর ভাগ পাঠ্যবই এর দাম ক্রেতাদের সাধ্যের বাইরে। শিক্ষকদের জন্য নির্দেশিকা বা অন্যান্য নির্দেশিকা নেই। বিদ্যালয় পরিদর্শন পদ্ধতি কাজে লাগে না। অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে এইগুলিও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্য্যকারিতার প্রধান অন্তরায়। 'থ্রী-আর' এর বিকাশ এবং প্রাথমিক দক্ষতা বিকাশের পথে পঠনপাঠন পদ্ধতি মোটেও সন্তোষজনক নয়। এটাই বলে দেয় যে শিক্ষার্থীদের এবং জনগোষ্ঠীর বিকাশের জন্য প্রথম তিনটি শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে পরিবর্তন আনা দরকার। প্রধান সমস্যা হচ্ছে পাঠ্যসূচীর লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে অবশ্য পাঠ্যবই এবং বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের অভাব। নাইজিরিয় ভাষা শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময় না দেওয়া এর একটি প্রধান কারণ। শিক্ষার্থীদের 'থ্রী-আর'

শিক্ষায় উপযুক্ত শিক্ষা উপাদান এর অভাব ও একটি জ্বলন্ত সমস্যা।

১.১২.৯. পাকিস্তানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী এবং অবশ্য পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে প্রতিবেদন পেশ করেন ঐ দেশের শ্রীমতি ফারহাত্ গুল। তিনি বলেন যে তার দেশে প্রথম শ্রেণী থেকেই ইংরেজী, উর্দু এবং গণিতের একটি সংযুক্ত পাঠ্যসূচী আছে। প্রতি শ্রেণীতেই অবশ্য পাঠ্য বইয়ে আছে সমাজবিদ্যা, বিজ্ঞান, ইসলামিয়াৎ, চারুকলা প্রভৃতি। পাঠ্যসূচীর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে 'থ্রী-আর' এ দক্ষতা অর্জন; সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের পক্ষে উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ তৈরী করা; প্রত্যেকটি শিশুর প্রতিভাকে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ এবং ভবিষ্যতে সমাজে যাতে তারা যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে তার জন্য তাদের মনকে জিজ্ঞাসু করে তোলা; এবং সমস্যা সমাধানে পারদর্শীতা করা, সৃষ্টিশীলতা এবং আগ্রহ জাগাবার চেষ্টা হয়। শিক্ষণ কৌশলে নানারকম পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষা, কর্ম ভিত্তিক ব্যবস্থা, বাড়ীতে বসে পড়া তৈরী ও অভ্যাস সব কিছুই এই পদ্ধতির অন্তর্গত। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই এবং অভ্যাস পুস্তিকাই শুধু নয় শিক্ষকদের জন্য নির্দেশিকা ও অভ্যাস কর্ম নির্ভর ভাবে তৈরী করা হয়েছে। সরকারী হিসাবে বছরে কাজের দিন ২১২ এবং এর মধ্যে বিদ্যালয়ে কাজের দিন বছরে ১২০ থেকে ১৩০ দিন। প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা ৪০ মিনিট হিসাবে সপ্তাহে ৬ দিন বিদ্যালয়ে কাজ হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জাতীয় অনুপাত প্রতি ১ জনে ৩৮ জন হলেও বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে এবং বালিকা বিদ্যালয়ে কোথাও এই অনুপাত প্রতি ১৬ জন শিক্ষার্থী পিছু একজন শিক্ষক বা কোথাও প্রতি ৮৩ জন পিছু একজন। যদিও বিশ্বব্যাংকের অনুমোদিত অনুপাত প্রতি ৪০ জন শিক্ষার্থী পিছু একজন শিক্ষক মেনে নেওয়া হয়েছে তবুও কম শিক্ষক থাকার প্রভাব বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের উপর পড়ছে। বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ণ ব্যাংক, ইউনিসেফ ও ইউ এন ডি পি'র মতো আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলির সাহায্যে বেশ কয়েকটি উন্নয়ণমূলক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনাগুলির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কয়েক বছরের মধ্যে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে 'থ্রী-আর' এর উন্নতি করা। এই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে সুসংহত পাঠ্যসূচীও তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষক প্রশিক্ষণ এখনও একটা বিশাল সমস্যা। শিক্ষক প্রশিক্ষণের মান সন্তোষজনক নয়। ফলে বহুস্তরীয় শ্রেণীগুলিতে পড়ানোর বা কাজ ভিত্তিক কৌশলের জন্য যথাযথ দক্ষতা শিক্ষকেরা অর্জন করতে পারছেন না। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির শিক্ষকের স্বল্প সংখ্যাজনিত বা গুণগত মানজনিত সমস্যা সমাধানের সামর্থ্য নেই।

১.১২.১০ কোন প্রতিনিধির উপস্থিতি ছাড়াই চীনের প্রতিবেদনটি গৃহীত হয়। প্রতিবেদনে চীনের গণপ্রকাশন অবশ্য পাঠ্যসূচীর যে তালিকা প্রকাশ করেছে তার থেকে বোঝা যায় যে চীনে শিক্ষাদানের প্রাথমিক মাধ্যম এবং প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ানোর জন্য শিক্ষণ কেন্দ্রের কৌশলগুলি মূলতঃ শিক্ষা ও শিক্ষাদানের প্রাথমিক 'থ্রী-আর' বিষয়ে দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন। একটি শিক্ষা বছরে ৩৯ সপ্তাহ বা ১৯৫ দিন কাজের দিন হিসাবে পাওয়া যায়। শিক্ষাদানের বিষয় হচ্ছে চৈনিক ভাষা (বছরে ১৫৯৮টি ক্লাস), গণিত (৯৫২টি ক্লাস), নীতি শিক্ষা (১৭০টি ক্লাস), খেলাধূলা, সংগীত, চারুকলা, (প্রত্যেকটির জন্য ৩৪০টিকরে ক্লাস) এবং শ্রমদান (১২০ টি ক্লাস)। ৯ বছর পূর্ণ সময় শিক্ষালাভ আবশ্যিক। চৈনিক ভাষা এবং গণিত আবশ্যিক বিষয়। বিদ্যালয়ের প্রথম তিনটি শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে প্রাথমিক শিক্ষার মানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

১.১২.১১. **আমন্ত্রিত বক্তব্য (৪) ঃ** দেশগুলির প্রতিবেদন পেশের পর বিশ্বব্যাংকের বরিষ্ঠ শিক্ষা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক টমাস ওয়েন আইসেমন সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে শিক্ষকদের মহাবিদ্যালয়ে যে শিক্ষণ পদ্ধতি পড়ানো হয় তার সাথে বিদ্যালয়ের বাস্তব অবস্থার বৈসাদৃশ্য আছে। সেই রকম বিভেদ আছে গুণমান সম্পন্ন নির্দেশিকা ও উপাদান প্রকাশন এবং তার ঢিলেঢালা বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যে। যার ফলে উপাদানগুলি সময় মতো শিক্ষকদের হাতে এসে পৌঁছায় না। এমনকি অভ্যাসমূলক বই যা পড়াশুনার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তাও শিক্ষার্থীদের কাছে সময়মতো পৌঁছায় না। সম্পদের ব্যবহারের মধ্যে অসাম্য থেকে গিয়েছে। প্রাথমিক

বিদ্যালয়ে অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভালো শিক্ষকেরা উঁচু শ্রেণীতে পড়ান কিন্তু প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকেরা পড়িয়ে থাকেন। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য রয়েছে।

১.১৩.০. দেশগুলির প্রতিবেদনের সার সমন্বয় ঃ

১.১৩.১. আর্ন্তজাতিকশিক্ষা উপদেষ্টা ডঃ মেরী এস্ থরমান নিজের লেখা 'ই-৯' দেশগুলির (ব্রাজিল ছাড়া) প্রতিবেদনের সার সমন্বয়মূলক নিবন্ধ ''শিক্ষার মান ঃ প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে 'থ্রী-আর' এর পাঠ্যসূচী পাঠ করেন। তিনি বলেন যে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে ঠিক কতটা পরিমাণে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী প্রয়োগ করা হয়েছে তা প্রতিবেদনগুলি থেকে পরিষ্কার নয়। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে। সমস্ত বিবেচ্য বিষয়ে আলোকপাত না করা, প্রতিবেদনগুলির আর একটি সীমাবদ্ধতা। 'ই-৯' দেশগুলির জনসংখ্যা ও মানব উন্নয়নের সূচকের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা সংক্রান্ত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, শিক্ষা সংস্কারের উদ্যোগ ও গঠন বিষয়ের উপর গুরুত্ব এবং প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যসূচীর পরিমাণ বিষয়ে একটি চুম্বকসার দেওয়া হল।

দেশগুলির প্রতিবেদনের মূল বিষয়গুলি হচ্ছে শিক্ষাদানের অবস্থা, শিক্ষকের চরিত্র, ভাষা ও গণিতের পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষার ফলাফল। শিক্ষার অবস্থার মধ্যে আছে পরীক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত, পড়ানোর ভাষাগত মাধ্যম, প্রতিটি বিষয়ে পড়ানোর সময়, অবশ্যপাঠ বই এবং শিক্ষাদানের উপাদান। শিক্ষাদানের যোগ্যতা এবং শিক্ষকের লিঙ্গ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ চলনাংক। অন্যদিকে ভাষা ও গণিতের পাঠ্যসূচীকে পরীক্ষা করা হয়েছে যোগ্যতা ও যোজ্যতা এই বিশেষ গুণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে। 'ই-৯' দেশগুলি যে মুখ্য বিষয়গুলির মোকাবিলা করেছে তা হল শিক্ষণের মান বিশেষ করে বিভিন্ন স্তরে 'থ্রী-আর' পড়ানো এবং শেখা। কিছু কিছু কাজের কৌশলও চিহ্নিত করা হয়েছে।

১.১৩.২. **শিক্ষণের গুণগত মান ঃ**

'ই-৯' দেশগুলিতে প্রথম তিনটি শ্রেণীতে থ্রী-আর এর পাঠ্যসূচী তৃতীয় অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

১.১৪.০. উত্থাপিত বিষয় ও কৌশল সমূহ ঃ

'ই-৯' সম্মেলনে দেশগুলির প্রতিবেদনের সার সমন্বয়ের উপর আলোচনা থেকে এবং আগত অতিথিবৃন্দ, সহায়ক সংস্থাগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ, এন সি টি ই এবং মুখ্য ব্যক্তিদের আলোচনায় যে যে বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে সেইগুলিকে বিষয় অনুসারে ভাগ করে দেওয়া হল।

১.১৪.১. **প্রধান বিষয় ঃ**

— সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ফলাফলে পশ্চাদ্গতি সম্বন্ধে ভেবে দেখতে হবে। এই বিষয়ে আরও সুচারু ভাবনার প্রয়োজন আছে।

— 'সকলের জন্য শিক্ষা'য় বিষয় ও সম্পদের মধ্যে কি কি জিনিষ অগ্রাধিকার পাবে তা ঠিক করতে হবে। এইগুলি প্রধান বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হলেও কেবল এই বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

১.১৪.২. **শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ঃ**

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে পদ্ধতি ও মান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। অন্যান্য মন্তব্যগুলি নীচে দেওয়া হল।

— প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে মান এবং ফলাফল নিয়ে জনগোষ্ঠীর সাথে বিদ্যালয়ের ঐক্যমত হওয়া দরকার।

— মান যথোপযুক্ত হয়েছে কিনা বোঝার জন্য সূচক তৈরী করা দরকার।

— নীতি প্রণয়ন এবং প্রয়োগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা দরকার এবং সেই কারণেই সূচকের প্রয়োজন।

— শিক্ষণ প্রগতির উপর ক্রমাগত লক্ষ্য রাখা দরকার।

— শিক্ষণ প্রগতি বলতে ঠিক কি বোঝায় সেই সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার।

— শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে চালু মূল্যায়ণ পদ্ধতি ভালভাবে পরীক্ষা করা দরকার এবং 'ই-৯' দেশগুলিতে তার প্রয়োগ সম্ভবনা খতিয়ে দেখা দরকার।

১.১৪.৩ নীতি ও প্রয়োগ ঃ দূরত্ব কমানো ঃ

— পাঠ্যসূচীতে একটি বিষয় যখন অন্তর্ভুক্ত করা হয় তার পরিধি এবং ক্রম ঠিক করে নেওয়া দরকার।

— গুণমান সম্পন্ন শিক্ষকতার জন্য কম খরচের কৌশল উদ্ভাবন করা প্রয়োজন।

— বিষয়গুলিকে সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং অনুষ্ঠানযোগ্য করা এবং সেই সঙ্গে ধারা এবং নির্বাচন যোগ্যতা ঠিক করা।

— শিক্ষাদানের ভাষা সম্পর্কে নীতি নির্দ্ধারণ (মাতৃভাষা/সরকারী ভাষা/জাতীয় ভাষা)।

— বিদ্যালয় পরিত্যাগের সমস্যা এবং সেই সম্পর্কিত বিষয় (লিঙ্গ, স্তর, বিষয়টি বারবার পড়ানোর নীতি, পরীক্ষা, ভর্ত্তি হবার বয়স ইত্যাদি সমস্যা)।

— নারী, বঞ্চিত/অর্থনৈতিক ভাবে অনগ্রসর, বিশেষ ধরণের শিক্ষার্থী প্রভৃতি সকলের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ।

— পরীক্ষার ভূমিকা এবং প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যসূচীর মূল লক্ষ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান।

— নিম্ন প্রাথমিক স্তরের তুলনায় উচ্চ প্রাথমিক স্তরে বেশী গুরুত্ব দেওয়ার কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান।

— সাক্ষরতা লাভের জন্য সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার।

— প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত বিকাশশীল শিশুদের পক্ষে পাঠ্যসূচীর অনুধাবন যোগ্যতা এবং তা কতটা সঠিক, তা নির্নয় করা।

— শিক্ষামূলক দক্ষতার সাথে জীবন ধারণের দক্ষতার উপর গুরুত্ব দেওয়া।

— স্বয়ং শিক্ষণের ব্যাপারে (যা ভবিষ্যতের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ) শিক্ষকদের ক্রমাগত উদ্বুদ্ধ করা।

— একবিংশ শতাব্দীর জন্য শিক্ষার্থীদের তৈরী করা।

— প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং পরিবেশ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা।

১.১৪.৪. শিক্ষার সুযোগ এবং শিক্ষণের ন্যূনতম শর্ত ঃ

— সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে শিক্ষার ন্যূনতম বাতাবরণ এবং সুযোগ নির্দ্ধারণ করা।

— অভ্যাস পুস্তিকা এবং অবশ্য পাঠ্যবইয়ের ভূমিকা।

— পাঠ্যসূচীতে ব্যক্তির উপর গুরুত্ব দেওয়া।

— গুণমান সম্পন্ন শিক্ষার জন্য ন্যূনতম মান নির্দ্ধারণ করা (শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা, শিক্ষক এবং উপাদানের)

— শিক্ষার জন্য তৈরী থাকা।

— বাড়ীতে করার কাজ এর পরিপ্রেক্ষিতে গুণগত সময়।

১.১৪.৫. শিক্ষা সংস্কারের স্থায়ীত্ব ঃ

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিশেষ করে অধ্যক্ষ এবং বিদ্যালয় প্রধানদের কাজে যোগাদানের আগে প্রশিক্ষণ, কর্ম পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত।

— অধ্যক্ষকে প্রশিক্ষকদের নেতা হিসাবে নির্বাচন।

— শিক্ষকদের সঙ্গে অধ্যক্ষ এবং বিদ্যালয় প্রধানদের সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

— যখন শিক্ষকেরা প্রশিক্ষণ শেষে বিদ্যালয়ের কাজে ফিরে যাচ্ছেন তখন প্রশিক্ষণের আধুনিক ব্যবস্থায় প্রাপ্ত দক্ষতা কাজে লাগাতে পারছেন না।

— অধ্যক্ষ এবং বিদ্যালয় প্রধানদেরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

— বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন।

— উদ্ভাবন সৃষ্টি ও স্থায়ী করার জন্য প্রধান শিক্ষক এবং অধ্যক্ষদের প্রশিক্ষণ।

— শিক্ষক শিক্ষার পাঠ্যসূচীর সাথে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের মধ্যে যোগাযোগ।

— বিদ্যালয়ই প্রশিক্ষণের কেন্দ্র বিন্দু হওয়া উচিত, তাই প্রধান শিক্ষক এবং তার দলের প্রশিক্ষণ হওয়া, বিদ্যালয়ের চত্বরে ও জনগণের মাঝে।

১.১৪.৬. শিক্ষকদের পেশাদারীত্ব ঃ

— বয়স্কদের পরস্পরের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ সুনিশ্চিত করা, শিক্ষকেরা নিয়মিত নিজেদের মধ্যে বৈঠকে পেশা সংক্রান্ত আলোচনা করতে পারেন।

— শিক্ষকের নিজের ভাবমূর্ত্তির বৃদ্ধি করা।

— প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকদের মূল্য বা মর্যাদা পরীক্ষা করা এবং

— প্রশিক্ষণে, কর্মরত শিক্ষক প্রশিক্ষণে, শিক্ষকের মানসিক মূল্য।

১.১৪.৭. কর্মকৌশল ঃ

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এই দুইটি স্তর হবে প্রয়োগ কৌশলের লক্ষ্য।

জাতীয় স্তরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত—

— সভাগুলিতে আলোচ্য বিষয় এবং উত্থিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের ওয়াকিবহাল করতে হবে।

— সংবাদ মাধ্যমকে অবহিত রাখা।

— 'ই-৯' সভায় আলোচিত সুপারিশ সমূল ছোট ছোট কর্মশালায় আয়োজনের মাধ্যমে জনগণকে অবহতি করা।

— নিদ্ধারিত রীতি এবং তার প্রয়োগের মধ্যে বৈসাদৃশ্য সংক্রান্ত গবেষণা।

আন্তজাতিক স্তরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

— 'ই-৯' দেশগুলির নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞাত বিশেষ করে সাধারণ বিষয়গুলি (লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়া, শিক্ষক ও শিশুদের মধ্যে আদান প্রদানে শিক্ষার ভূমিকা) সম্পর্কে মত বিনিময়।

— সাধারণ বিষয় সম্পর্কে মত এবং তথ্য বিনিময়ের জন্য ইন্টারনেট এবং অন্যান্য নেটওয়ার্কের ব্যবহার।

— গবেষণায় বিশেষ করে নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে যৌথ উদ্যোগ এবং জটিল বিষয়গুলি যেমন শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের প্রকার ও পদ্ধতি এবং বিশেষ করে লিঙ্গ ভিত্তিক বিষয়, নিয়ে যৌথ প্রকাশনা।

— বৃত্তিদানের সম্ভাব্যতা বিচার।

— নেটওয়ার্ক ব্যবহার, বিশেষ করে বিশেষজ্ঞ বিনিময়ে ইউনেস্কো পদাধিকারিদের উপযুক্ত ব্যবহার।

— উদ্ভাবনঘটিত অভ্যাস সম্পর্কে জ্ঞান বিনিময়, এবং

— সম্পদ বিশেষ করে ব্যক্তিসম্পদ সৃষ্টি করা।

১.১৫.০. উপস্থিত অতিথিদের প্রস্তাব ঃ

সার সমন্বয় নিবন্ধের উপর আলোচনায় প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলি নীচে দেওয়া হল ঃ

১.১৫.১. সাধারণ ঃ

— কর্মরত শিক্ষকদের উপর নিবন্ধ তৈরী করার জন্য জাতীয় উপদেষ্টাদের নির্দেশদানের ক্ষেত্রে ইউনেস্কোর প্রচেষ্টা দেশগুলির প্রতিনিধিরা প্রশংসা করেছেন। প্রাক্-শিক্ষকতা পর্যায় সম্বন্ধে অনুরূপ প্রতিবেদন তৈরী করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

— 'ই-৯' দেশগুলির প্রত্যেকটিতে ' সকলের জন্য শিক্ষা' বিষয়ে নির্দিষ্ট জাতীয় নীতি রয়েছে। এই সংক্রান্ত দলিলের প্রকাশনা প্রশংসিত হবে। প্রতিবেদন তৈরী করার কাজ বাইরের কাউকে না দিয়ে প্রত্যেকটি জাতীয় উপদেষ্টা নিজেরাই প্রতিবেদন তৈরী করবেন। এই দলিল 'ই-৯' দেশগুলির মধ্য থেকে ২-৩ জন বিশেষজ্ঞ তৈরী করবেন।

— শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের পদ্ধতি, কেমন করে শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করে এবং শিক্ষকেরা শেখান ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে মূল্যায়ণ ও দেখাশোনা করার কোন উপযুক্ত পদ্ধতি নেই। এই বিষয়ে গবেষণার জন্য 'ই-৯' দেশগুলি নিজেদের মানব সম্পদ ব্যবহার করবেন।

— শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং প্রথম তিনটি শ্রেণীতে গুণমান সম্পন্ন শিক্ষা এই উভয়ের জন্য গণমাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে।

১.১৫.২. শিক্ষক প্রশিক্ষণ ঃ

যদি ও সভাগুলির আলোচ্য বিষয় ছিল কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষায় উদ্ভাবন তবুও অংশগ্রহণকারীদের

মতে শিক্ষকতা ও প্রাক-শিক্ষকতা এই দুই পর্যায়কে যুক্ত না করলে কিছু লাভ হবে না। কাজেই কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সঙ্গে প্রাক্-শিক্ষকতা পর্যায়ে প্রশিক্ষণকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করতে হবে। যদিও শিক্ষকদের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ তবুও শিক্ষকদের শিক্ষক এবং প্রশিক্ষক নেতার কথা ভুলে গেলে চলবে না। শিক্ষক প্রশিক্ষণে নতুন উদ্ভাবন হচ্ছে যে কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ হবে বিদ্যালয়গুলিতে বা বিদ্যালয় সমষ্টিতে। প্রশিক্ষণের জন্য 'ভ্রাম্যমান দল এবং স্থানীয় খ্যাতিনামা' শিক্ষকদের নিয়ে দল তৈরী করতে হবে।

১.১৫.৩. **অভিজ্ঞতা বিনিময় ঃ**

অভিজ্ঞতা, উদ্ভাবিত উপাদান এবং সম্পদ বিনিময়ের জন্য নানা ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। তার মধ্যে কতকগুলি হচ্ছে — তথ্য বিনিময়ের জন্য তথ্য সড়ক তৈরী করা ও ইন্টারনেটের ব্যবহার।

— গবেষণা, লেখা এবং প্রকাশনায় যৌথ উদ্যোগ।

— বৃত্তি বিনিময়, এবং

— ছাপা মাধ্যম ও ভিডিও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্ভাবনমূলক অভ্যাসের জ্ঞান বিনিময়।

১.১৫.৪. **নীতি সংক্রান্ত গবেষণা ঃ**

তত্ত্ব (শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পদ্ধতি সংক্রান্ত শিক্ষা) এবং বাস্তব অবস্থার মধ্যে বৈসাদৃশ্য সংক্রান্ত বিষয়ে নীতি সংক্রান্ত গবেষণা শুরু করা যেতে পারে ঃ

— বিষয়গুলিকে সমান গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন যোগ্য করা বনাম সুনির্দিষ্ট এবং নির্বাচনমূলক করা।

— পুরো সময় বনাম গুণগত সময়।

— শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী, মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষা এবং জাতীয় ভাষা নীতি।

— প্রাক্ শিক্ষকতা এবং শিক্ষকতা পর্যায়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য।

— বিদ্যালয় পরিত্যাগের সংঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং অন্যান্য বিষয়।

— শিক্ষক শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়।

— অবশ্য পাঠ্যবই ব্যবহারের সময়।

— গণমাধ্যম তৈরী এবং ব্যবহার।

— প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী এবং চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর মধ্যে সম্পদের বিন্যাসে বৈষম্য।

— নিম্ন শ্রেণীতে শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বাতাবরণের উন্নয়ন।

— একটি মাত্র দলিলে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রকাশ।

— বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষের বাতাবরণ এবং সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের অবস্থা।

— শিক্ষায় অগ্রগতির জন্য নিয়মিত দেখাশোনা।

১.১৫.৫. **গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ষা ঃ**

— পড়ানোর সময়।

— শিক্ষার সুযোগ।

— বাড়ীতে পড়া তৈরী করার সময়।

— শিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে সুচিন্তিত দর্শনের প্রয়োজনীয়তা।

— পরিদর্শনের পরিমাণ।

— শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা।

— শিক্ষার ন্যুনতম স্তর এবং অগ্রগতি।

— শিক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকা এবং শিক্ষার শর্ত।

— গুণমান ঠিক করার মাপকাঠি, মূল্যায়ণসূচী এবং পদ্ধতি।

— গুণমান নিয়ন্ত্রণের সূচক।

— বিদ্যালয়ের বাতাবরণ এবং শ্রেণীকক্ষের সম্পদ।

— ছোটমাপের পরিকল্পনা ও বিদ্যালয় পরিচালনা।

— শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং গুণমান ঠিক করার পদ্ধতি।

— গুণমান সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের আদর্শ তৈরী করা এবং তা অন্যের সঙ্গে বিনিময় করা।

— সাধারণ মান সংক্রান্ত সুচারু প্রকল্প তৈরী করা।

১.১৬.০. সমাপ্তি অধিবেশন ঃ

১.১৬.১. সমাপ্তি অধিবেশনে শুধু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

১.১৬.২. 'ই-৯' দেশগুলির পক্ষ থেকে পাকিস্তানের ডঃ এম মকসুদ আলম্ বুখারী সাফল্যমণ্ডিত সভার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করে ইউনেস্কো ও এন সি টি ই'কে সভাগুলি আয়োজন করার জন্য ধন্যবান জানান। ধন্যবাদ জানান প্রত্যেকটি দেশের প্রতিনিধিদের, যারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে লক্ষ্যপূরণের জন্য পথনির্দেশ করে বক্তব্য পেশ করেন। 'সকলের জন্য শিক্ষা'এই লক্ষ্যপূরণে কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য নতুন উদ্ভাবনা সম্পর্কে সুনিশ্চিত বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত তৈরী করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তগুলি প্রথম তিনটি শ্রেণীতে পাঠ্যসূচীকে ঢেলে সাজানো এবং প্রত্যেকটি দেশের নিজের প্রয়োগ পরিকল্পনা তৈরী করতে এবং অশিক্ষা ও সংশ্লিষ্ট ব্যাধি দূর করতে যৌথ উদ্যোগ বা পরিকল্পনার পক্ষে সহায়ক হবে।

১.১৬.৩. ডঃ ডব্লু ভল্ম্যান রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক রাজপুত এবং তার সহকর্মীদের সভার সফল সংগঠন এবং আতিথেয়তা ইত্যাদি সব রকম সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানান। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও বক্তৃতা, দেশগুলির নিজস্ব প্রতিবেদন, সার সমন্বয়মূলক নিবন্ধ যা সমস্ত দিক থেকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সভাকে সফল করেছে তার জন্য তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের দেশের প্রতিবেদন পেশ করার জন্য তিনি 'ই-৯' দেশগুলির প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানান। কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের জন্য এবং প্রথম তিনটি শ্রেণীতে পাঠ্যসূচী পরিবর্তন করে 'থ্রী আর'-এর জন্য যোগ্যতা বিকাশের কাজে অতি অল্প সময়ে দেশগুলি সুচারু প্রতিবেদন তৈরী করবার জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান।

১.১৬.৪. সর্বশ্রী অনিল বোর্দিয়া, এস সি বেহার এবং অভিমন্যু সিং এর প্রতি ডঃ ডব্লু এল মেলর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাঁদের সুচিন্তিত মন্তব্য এবং অভিজ্ঞতার জন্য, যা সভার বক্তৃতাগুলিকে দ্বিগুণ সমৃদ্ধ করেছে। বক্তৃতাগুলি শুধু যে জাতীয় শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্যগুলির উপর আলোকপাত করেছে তা নয়, সকলের জন্য

শিক্ষা এবং শিক্ষকদের জন্য গুণগত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকেও তুলে ধরতে সাহায্য করেছে। সেই সঙ্গে আলোকপাত করেছে সমস্যা বৃহদায়তন হওয়া সত্ত্বেও কি ভাবে তা সমাধান করে লক্ষ্যপূরণ করা সম্ভব।

১.১৬.৫. ডেনিশ সি ইউ ওকোরো তাকে এই সভায় সহ সভাপতি করার সুযোগ দেবার জন্য এবং 'ই-৯' দেশগুলির প্রতিনিধিদের এবং সংগঠকদের সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানান।

১.১৬.৬. দিল্লীর রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের সহযোগিতায় এই অধিবেশনের আয়োজন করার জন্য অধ্যাপক রাজপুত ইউনেস্কো'কে বিশেষ ধন্যবাদ জানান। ইউনেস্কো, বিশ্বব্যাঙ্ক, ইউ এন ডি পি, ইউনিসেফ, ইউ এন এফ পি এ এবং 'ই-৯' দেশগুলির প্রতিনিধিদের হার্দিক ধন্যবাদ জানান সভায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য। তিনি ধন্যবাদ দেন রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ কর্মীবৃন্দকে যাদের সাহায্য ছাড়া এই অধিবেশন সফল হত না। সর্বশ্রী অনিল বোর্দিয়া, এস সি বেহার, অভিমন্যু সিং এর প্রতি অধ্যাপক রাজপুত বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বললেন যে এদের বক্তৃতা সভাকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করেছে। বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা শুধু ইউনেস্কো এবং অন্যান্য আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলিকে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সাহায্য করবে তাই নয়, এন সি টি ই'কে শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়ে ঢেলে সাজাতে সাহায্য করবে, এর জন্য অধ্যাপক রাজপুত তাদের প্রতি তার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। 'সকলের জন্য শিক্ষা' এবং কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষাকে আলাদাভাবে দেখার জন্য তিনি 'ই-৯' দেশগুলির সমালোচনা করেন, কারণ এই সমস্যাগুলি আন্তর্জাতিক তাই আন্তর্জাতিক স্তরে এই বিষয়ে দায়বদ্ধতা থাকার দরকার।

'ই-৯' দেশগুলিতে শিক্ষার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। এই ঐতিহ্য বিশেষ করে তাদের দেশজ শিক্ষারীতির বিবর্তনকে আধুনিক দিকে নিয়ে যাওয়ার সমস্যা সমাধানের সহায়ক হতে পারে পরন্তু এইসব দেশজ শিক্ষা রীতি আন্তর্জাতিক স্তরে অভিজ্ঞতা বিনিময় ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। এটাও সত্যি যে সবজায়গায় প্রত্যেকেই শিক্ষালাভে আগ্রহ দেখাচ্ছে। লক্ষ্যপূরণের জন্য নতুন প্রযুক্তি, বিকল্প চিন্তাভাবনা এবং উদ্ভাবন দেশীয় আদর্শের সহায়ক হবে। এই প্রচেষ্টায় শিক্ষকদের ভূমিকা ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ছে এবং সেই জন্যই সংবেদনশীল এই বিষয়টিতে সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া দরকার। তাই এন সি টি ই শিক্ষকদের জন্য গুণমান সম্পন্ন প্রশিক্ষণের প্রশ্নে পাঠ্যসূচীকে নবীকরণ করছে এবং দেশীয় আদর্শে ঢেলে সাজাচ্ছে। সেই সঙ্গে শিক্ষাকে নতুন করে সাজাবার জন্য প্রযুক্তি উন্নতিকে কাজে লাগাচ্ছে। অধ্যাপক রাজপুত সকলের জন্য শিক্ষাকে আরব্ধ করতে 'ই-৯' দেশগুলির প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করে সকলকে আবার ধন্যবাদ জানান।

ρ

২ শিক্ষক শিক্ষণ ঃ কর্মরত শিক্ষকদের উদ্ভাবন মূলক প্রশিক্ষণ

সমন্বিত প্রতিবেদন

ডঃ রোজা মারী সালাজার ক্রেমেনা

২.১.০ উপস্থাপনা

শিক্ষকদের বৃত্তিগত উন্নয়ণ বহুকাল ধরেই শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। এটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুণগত মান, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানকে উন্নত করবে। বস্তুত 'ই-৯' দেশগুলিতে 'সকলের জন্য শিক্ষা'য় অগ্রগতি বা লক্ষ্যপূরণ করার জন্য শিক্ষক শিক্ষণকে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (যুক্ত বিজ্ঞপ্তি, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫)।

সাধারণভাবে শিক্ষা এবং বিশেষ করে শিক্ষক শিক্ষার আরও উন্নতি ঘটানোর লক্ষ্য নিয়ে নয়টি দেশের গবেষণাগুলি থেকে 'সব থেকে ভালো উদাহরণ' নির্বাচন করা হয়। পরীক্ষামূলক উদাহরণগুলি যা "শিক্ষাদানের গুণগত মানকে তাৎপর্য্যপূর্ণভাবে উন্নত করেছে এবং যার ফলে প্রথাগত প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রগতি হয়েছে" চিহ্নিত করার জন্য দলিল তৈরী করা এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে (সহায়ক নীতি, 'ই-৯' দেশগুলির কর্মরত শিক্ষকদের জন্য উদ্ভাবন মূলক প্রশিক্ষণ)।

উদ্ভাবনে মৌলিকতা, প্রভাব এবং প্রসার যোগ্যতা, এই তিন বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে নির্বাচিত নয়টি দেশের গবেষণাগুলির সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করে এই প্রবন্ধ তৈরী করা হয়েছে। প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নয়টি দেশে শিক্ষার গতি প্রকৃতি ও বিষয়, প্রস্তাব ও সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ। এছাড়া, যে পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভাবনাগুলি প্রয়োগ করা হয়েছে সেই উদ্ভাবনের চরিত্রের উপর আলোকপাতও এই প্রবন্ধে করা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে কর্মসূচীগুলির সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা। এই প্রবন্ধের শেষ অংশে নীতির প্রয়োগ এবং সম্ভাব্য প্রসার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২.২.০. বিশ্লেষণ— গতি প্রকৃতি এবং বিষয়াবলী ঃ

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীগুলির পরস্পরের মধ্যে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য রয়েছে। তুলনামূলকভাবে বিচার করা হয়েছে শিক্ষক শিক্ষণের আদর্শগুলি সম্বন্ধে দেশগুলির ধারণা, কৌশল এবং পদ্ধতি'র উপর ভিত্তি করে।

২.৩.০. দিকনির্ণয় ঃ

২.৩.১. ধারাগত দিকনির্ণয় ঃ

"শিক্ষক তৈরী করার লক্ষ্য ও উপায় সম্বন্ধে এক গুচ্ছ ধারণা" হিসাবে দিকনির্ণয়ের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। (ফেইম্যান নেমসার, ১৯৯০, পৃঃ ২২০) কর্মসূচীগুলি তাদের কৌশল এবং কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষক

শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষাদান করার জন্য শিক্ষা তত্ত্বের বিভিন্ন দিকগুলির উপর আলোকপাত করেছে। অবশ্য এদের মধ্যে কয়েকটি একের বেশী পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে বিচার করেছে। ধারণাগুলি পরস্পর সংপৃক্ত না হওয়ার জন্য এটা হয়ে থাকে। ''রূপরেখা নির্মাণ বা ভুলের জন্য একই কর্মসূচীতে বিভিন্ন ধারণা পরস্পর সংপৃক্ত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থায় থাকতে পারে'' (ফেইম্যান-নেমসার, ১৯৯০, পৃঃ ২২০)।

২.৩.২. শিক্ষা সংক্রান্ত দিকনির্ণয় ঃ

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষাদান'কে দেখা হয় জ্ঞানের প্রবাহ ও ধারণা নির্মাণের উপায় হিসাবে। ''অগ্রণী বুদ্ধিজীবি, পণ্ডিত ও একটি বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ'' হিসেবে শিক্ষকের ভূমিকার নিরুপণ হয়েছে। (ফেইম্যান-নেমসার, ১৯৯০, পৃঃ ২২১)।

এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে ব্রাজিলের ইউ এন আই জে ইউ আই এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত পর্যদ পরিচালিত প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে। এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষণ পদ্ধতির তত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা করেছে। প্রাথমিক শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নীত করার জন্য মিশরের প্রচেষ্টায় একই দৃষ্টীভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে। মিশর এই উদ্দেশ্যে সাধারণ এবং বিশেষ পাঠক্রম চালু করেছে। আরেকটি উদাহরণ হল ইন্দোনেশিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য বেতার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল' শিক্ষকের একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে বেশী জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা।

২.৩.৩. ফলিত দিকনির্ণয় ঃ

এই পরিপ্রেক্ষিত গুরুত্ব দিয়েছে ''সেই সমস্ত নির্মাণ, কৃৎকৌশল এবং শৈল্পিক ভাবনার উপাদানগুলির উপর যা দক্ষ ব্যবহারকারী নিজের কাজের মধ্যে প্রতিফলিত করে.. এবং যা শিক্ষাদান সংক্রান্ত জ্ঞানের উপাদান ও শিক্ষাদান শিক্ষণের উপায় হিসাবে অভিজ্ঞতার মৌলিকতা'কে স্বীকার করে'' (ফেইম্যান-নেমসার, ১৯৯০, পৃঃ ২২২)।

বাংলাদেশে উপদল দল তৈরীর মাধ্যমে শিক্ষাদান কর্মসূচীতে যেখানে একই এলাকার চার-পাঁচটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সম্মিলিতভাবে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান, বিদ্যালয় পরিচালনা সম্পর্কে শিক্ষালাভ, আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ফলে ফলিত দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। ব্রাজিলের এস এম ই সি ও ইউ এন আই জে ইউ আই এর সংযুক্ত কর্মসূচীতে শিক্ষকেরা আলোচনা ও ব্যবহারের বিশ্লেষণ ভিত্তিক প্রকল্পে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে, এস এম ই সি'র পদাধিকারী এবং ইউ এন আই জে ইউ আই এর শিক্ষকদের কাছে নিজেদের সন্দেহ এবং প্রয়োজন ব্যক্ত করতে পারে। নাইজিরিয়ায় কর্মরত শিক্ষকদের জন্য সমদর্শী পদ্ধতি (পি আই এস এ) একই গোত্রের। কারণ, এই পদ্ধতিতে শিক্ষকদের দক্ষতার উন্নতি ঘটানোর জন্য একই এলাকার ভালো শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে কাজে লাগানো হয়েছে। একইভাবে পাকিস্তানে প্রশিক্ষণরত শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষক ও বরিষ্ঠ প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

২.৩.৪. প্রযুক্তিগত দিকনির্ণয় ঃ

এই দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্ষাদানে জ্ঞান এবং দক্ষতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যার লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষক শিক্ষণের প্রথাগত শিক্ষাতত্ত্বকে প্রয়োগ করা (ফেইম্যান-নেমসার, ১৯৯০)। 'ই-৯' দেশগুলির নির্বাচিত কিছু প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রকট হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ, বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশের কর্মসূচীর লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন অবস্থায় শিক্ষাদানের উপযোগী পদ্ধতির উন্নতি সাধন এবং সেই পদ্ধতিকে কাজে লাগানোর জন্য শিক্ষকের সামর্থ্যের উন্নতি

ঘটানো। একই রকমভাবে ব্রাজিলের এস এম ই সি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম শিক্ষকদের শিক্ষণ পদ্ধতির তত্ত্ব সম্বন্ধে জানবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা শ্রেণী কক্ষে শিক্ষাদানকে জীবন্ত করার জন্য নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে পারেন। চীনে কর্মরত শিক্ষকদের পাঠক্রমে শিক্ষাতত্ত্ব, পাঠক্রম ও শিক্ষণবৃত্তি, শিক্ষাদানের অভ্যাস ও প্রাথমিক দক্ষতা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। মিশরের কর্মসূচীও এইরকম ভাবে শিক্ষকদের সামর্থ্য ও দক্ষতার, পরিচালন ক্ষমতার, শ্রেণীকক্ষে উপযুক্তভাবে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতার এবং বিদ্যালয়ের কাজে অংশগ্রহণ করার ক্ষমতার উপর জোর দিয়েছে। ভারতবর্ষে শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবাবেগকে অতিক্রম করে শিক্ষালাভে সহায়তা করা, শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে 'নির্দেশকের সংশাপত্র' (সি আই জি) পাঠক্রমে অংশগ্রহণ কারীদের। ইন্দোনেশিয়ায় বেতার মাধ্যম প্রশিক্ষণ প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষাদানের ক্ষমতার উন্নতি ঘটানোর উদ্দেশ্যে নির্মিত। প্রাথমিক ও প্রাক-বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষণের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবায়িত করার জন্য (আই এ সি এ সি ই) মেক্সিকোর প্রয়োগভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষকদের শিক্ষণ-শিক্ষাদান পদ্ধতিতে 'কৃৎকৌশলের অভ্যাস' সম্পর্কে ধারণার সঞ্চার করা। নাইজিরিয়ার পি আই এস আই কর্মসূচী থেকে আশা করা যাচ্ছে যে স্থানীয় সরকারী শিক্ষা কর্তৃপক্ষের আওতায় আসা শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন বিদ্যালয়ে তাদের বিষয়ে শিক্ষা দেবার আধুনিক পদ্ধতির সঙ্গে পরিচালিত হবেন। পাকিস্তানেও নতুন শিক্ষকদের জন্য পাঠক্রমে (পি টি ও সি)'র প্রধান অংশ হচ্ছে ছোট ছোট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষাদানের আট রকম দক্ষতা তৈরী করা।

২.৩.৫. ব্যক্তিগত দিকনির্ণয় ঃ

এই দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্ষার্থী রূপ, শিক্ষকদের শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে ধরা হয়। ''পড়ানোকে বুঝতে শেখা এবং নিজেকে বিকাশ ও উপযুক্তভাবে ব্যবহার করবার শিক্ষা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।'' (ফেই ম্যান-নেমসার, ১৯৯০, পৃ, ২২৫)। শিক্ষক শিক্ষণের কেন্দ্রীয় অংশ হচ্ছে শিক্ষকের ব্যক্তিগত জ্ঞানের বিকাশ।

ব্রাজিলে গ্রামীণ শিক্ষকদের মধ্যে আত্মমর্যাদা ও বিকাশ তৈরীর লক্ষ্যে এস এম ই সি ও ইউ এন আই জে ইউ আই এর যৌথ উদ্যোগ শিক্ষককে নিজস্ব বৃত্তিতে স্রষ্টা ও প্রতিভূ করে তুলেছে। ঐ সংস্থা দুইটির সাহায্যে শিক্ষকদের রচিত পাঠ্যবই এই লক্ষ্যকে প্রতিফলিত করছে। চীনে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় প্রদত্ত ক্রমাগত শিক্ষাদানের বিবৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষকের বৃত্তিগত নীতি ও শিক্ষাদানের উন্নতি ঘটানো। শিক্ষকের নিজের যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে তার বৃত্তিগত গুণের বিকাশ ঘটে। ভারতবর্ষের সি আই জি কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষক এবং বাবা-মা'কে সাহায্য করা, যাতে তারা বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের পরিচালনা করতে পারেন। মেক্সিকোর আই এ সি এ ই কর্মসূচীর প্রচেষ্টা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষকদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া। কাজেই এই সব কর্মকাণ্ড জোর দিয়েছে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন এবং আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির উপর। অন্যদিকে নাইজিরিয়ার পি আই এস আই ''কর্মরত শিক্ষকদের চলন্ত প্রশিক্ষণ''কর্মসূচীতে সমগোত্রীয়দের ভূমিকা'কে আদর্শ হিসাবে ধরা এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

২.৩.৬. সন্ধিক্ষণ / সামাজিক দিকনির্ণয় ঃ

এই দৃষ্টিভঙ্গীতে ''প্রগতিশীল সামাজিক দূরদৃষ্টির সাথে প্রথাগত বিদ্যালয় শিক্ষার পূর্ণপরিবর্তন''কে এক করে দেখা হয় যেখানে শিক্ষক একাধারে ''শিক্ষাদাতা এবং সক্রিয় রাজনীতিক '' (ফেইম্যান-নেমসার, ১৯৯০, পৃঃ ২২৬)।

ব্রাজিলে বিদ্যালয়ে যোগ্যতা এবং স্বয়ং শাসনের উপর আস্থা রেখে এস এম ই সি ও ইউ এন আই জে ইউ আই'র যৌথ কর্মসূচীর দর্শন নিজস্ব রাজনীতিভিত্তিক বৃত্তিগত প্রকল্প তৈরীর প্রেরণা যুগিয়েছে। এই প্রকল্পে জনগোষ্ঠীর উন্নয়ণে বিদ্যালয়ের ভূমিকায় দলের বিশ্বাস ও আশাকে প্রতিফলিত করছে। একইভাবে মিশরের কর্মসূচী নিজের বৃত্তির ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ণে এবং স্থানীয় পরিবেশ ও সমাজের উন্নয়ণে শিক্ষকের সামর্থ্যকে উন্নীত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অন্যদিকে মেক্সিকো'র আই এ সি এ ই কর্মসূচী জনগোষ্ঠীকে নিজের উন্নয়ণে শিক্ষাকে কাজে লাগাতে সংবেদী করে তুলতে চেষ্টা করছে।

বিভিন্ন দিকনির্ণয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, 'ই-৯' দেশগুলির 'সব থেকে ভালো প্রচেষ্টাগুলি' সাধারণ ফলাফলের আশাকেই প্রতিফলিত করছে ঃ সচেতনতা বা জ্ঞান, দক্ষতার উন্নতি, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, প্রশিক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের বিকেন্দ্রীকরণ (স্পার্কস এ্যাণ্ড লউক্স হর্সলে ১৯৯০), অবশ্য এর মধ্যে কর্মরত শিক্ষক প্রশিক্ষণের কিছু নির্বাচিত কর্মসূচীর প্রত্যাশিত ফলাফল হল দক্ষতার বিকাশ। এই লক্ষ্যের পিছনে ধরে নেওয়া ধারণাগুলি হল—(ক) ''কিছু আচরণ ও পদ্ধতি আছে যা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের পক্ষে অনুকরণ যোগ্য, এবং (খ) ''শিক্ষকেরা নিজেদের স্বাভাবিক ব্যবহারের পরিবর্তন করে শ্রেণীকক্ষে ভিন্ন ধরণের আচরণ করতে পারেন'' (স্পার্কস্ এ্যাণ্ড লউক্স-হর্সলে, ১৯৯০, পৃঃ ২৪১)।

২.৪.০. কৌশলসমূহ ঃ

২.৪.১. অংশীদারিত্ব ঃ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সব থেকে সাধারণ কৌশল হচ্ছে একই উদ্দেশ্য যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করা। ব্রাজিলে শিক্ষা সংক্রান্ত পৌর পর্ষদ (এস এম ই সি) এবং এক স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় (ইউ এন আই জে ইউ আই) এই বিষয়ে পরস্পরের অংশীদার হয়েছে। চীনে ক্রমাগত শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য রাজ্যশিক্ষা উন্নয়ণ কমিটি (এস ই ডি সি), প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়গুলির সাথে যোগাযোগ রাখে। মিশরে একই রকমভাবে, শিক্ষা মন্ত্রক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের সাথে সহযোগিতা করে। ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ (এন সি ই আর টি) ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় কাজ করছে। সেই রকম ভাবে ইন্দোনেশিয়ায় ইউনিভার্সিটাশ টারবুকা (ইউ টি) শিক্ষা ও সংস্কৃতির যোগাযোগ প্রযুক্তি কেন্দ্রের সাথে কাজ করছে। মেক্সিকোর ভেরাক্রুজ রাজ্যে প্রত্যেকটি অঞ্চলের মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয়গুলির কাজে সাহায্য করছে।

২.৪.২. বিদ্যালয় ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংযোগ ঃ

বিদ্যালয় ও জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য কৌশল। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে শিক্ষক-অভিভাবক সংগঠনের প্রতিনিধিরা শিক্ষকদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে মেক্সিকোর আই এ সি এ ই'র অংশগ্রহণমূলক অনুসন্ধান পদ্ধতিতে জনগোষ্ঠীকে যুক্ত করা হয়েছে আলোচনার চক্র সংগঠিত করার জন্য। এছাড়া শিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যালয়ের সঙ্গে জনগোষ্ঠীকে যুক্ত করার কাজে শিক্ষকের যোগ্যতা বৃদ্ধি করা। অভিভাবকেরা নিজেদের সংগঠিত করেছেন 'অভিভাবক বিদ্যালয়ে' যার কাজ হল শিক্ষণ সংক্রান্ত কাজকে সাহায্য করা।

২.৪.৩. দল তৈরী করা ঃ

বিদ্যালয়গুলিকে ছোট ছোট দলে সংগঠিত করা কর্মরত শিক্ষক প্রশিক্ষণের আরও একটি কৌশল। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে ১৫-২০টি বিদ্যালয়কে ৪-৫টি বিদ্যালয়ের উপদল তৈরী করা

খুবই উপযোগী হয়েছে। এই কৌশলে, ২০-২৫ জন শিক্ষকের একটি ছোট দল নিজেদের বিদ্যালয়ের দুই কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত একটি বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণের জন্য জমায়েত হতে পারেন। প্রশিক্ষণ একটি জোট অঞ্চলের এক একদিন এক একটি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। নাইজিরিয়ার পি আই এস আই কর্মসূচীতে কয়েকটি 'ভালো' বিদ্যালয় থেকে একটি বিষয়ে 'বিশেষজ্ঞ' চিহ্নিত করা হয়। এই বিশেষজ্ঞ শিক্ষকেরা কর্মরত শিক্ষকদের নিজেদের বা কাছাকাছি বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ দেন।

২.৪.৪. নেটওয়ার্ক তৈরী করা ঃ

পাকিস্তানে আল্লামা ইকবাল মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে'কে ব্যবহার করে শিক্ষক প্রশিক্ষণে দূরত্ব শিক্ষাকে ব্যবহারের জন্য সারাদেশের ৩৩টি অঞ্চলে ৫০০টি শিক্ষাকেন্দ্রে নেটওয়ার্ক তৈরী করা হয়েছে।

২.৫.০ শিক্ষাদান পদ্ধতি সমূহ ঃ

২.৫.১. অংশগ্রহণমূলক ঃ

বেশ কিছু শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষাদান ও শিক্ষণ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে উপদলে প্রশিক্ষণরত শিক্ষকদের পাঠদান অভ্যাসে সক্রিয় অংশ্রগ্রহণ, প্রশিক্ষণ অনুপুস্তিকা তৈরী সহায়ক কর্মকাণ্ডের অংশগ্রহণ এবং অভিভাবক ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনায় গুরুত্ব আরোপ করেছে। চীনে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মধ্যে আছে অভিজ্ঞতার বিনিময়, দলবদ্ধ আলোচনা, এবং সফল অভিজ্ঞতাকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ। ইন্দোনেশিয়ায় কর্মরতদের জন্য বেতার প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণরতদের দলবদ্ধ কাজ আবশ্যিক হিসাবে গণ্য, অন্যদিকে মেক্সিকোর আই এ সি এই'র কর্মসূচীতে জনগোষ্ঠীর সাহায্যে সমস্যা নির্ণয় সহ অংশগ্রহণ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত।

২.৫.২. ধারণালাভ-কাজ-ধারণালাভ ঃ

ব্রাজিলে এস এম ই সি'র কাছে শিক্ষকেরা তাদের কাজ, প্রশ্ন এবং প্রয়োজন নিয়ে আসে। এখানে সেই সমস্যাগুলি আলোচিত হয়ে ইউ এন আই জে ইউ আই এর শিক্ষকদের সাহায্যে ধারণা তৈরী করা হয়। পরে প্রাথমিক শিক্ষকেরা পরিচালন সমিতির সভায় ধারণাগুলি নিয়ে আলোচনা করে পরবর্তী কর্মপন্থা প্রয়োগ করে। শিক্ষকেরা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেকটি বিষয়ে পাঠ্যসূচী, লক্ষ্য এবং ধারণাগুলির সংজ্ঞা ঠিক করেন।

২.৫.৩. বহু ধরণের আদান প্রদান ঃ

ভারতবর্ষে সি আই জি কর্মসূচীর অধীনে প্রশিক্ষণরতদের নানারকম আদান প্রদানের সম্মুখীন হতে হয়। প্রশিক্ষণের সময় যোগাযোগ কর্মসূচীতে প্রশিক্ষণরতদের স্বয়ংশিক্ষণ উপাদান, অডিও ভিসুয়াল উপাদান, মূল্যায়ণকারী, উপদেষ্টা, শিক্ষক এবং সমবর্গীদের সংস্পর্শে আসতে হয়। মিশরের উন্নয়ণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারীদের, কেবলমাত্র উপদেষ্টাদের সংস্পর্শ ছাড়া, একইরকম আদান-প্রাদানের সম্মুখীন হতে হয়।

২.৫.৪. ছোটমাপে শিক্ষাদান ঃ

এই ধরণের শিক্ষাদান পাকিস্তানের এ আই ও ইউ'র অধীনে পি টি ও সি কর্মসূচীতে চালু আছে। এক একবারে এক একটি বিষয়ে শিক্ষাদানের যোগ্যতা বৃদ্ধি করা এই কর্মসূচীর একটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা পদ্ধতি চীনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়গুলি ব্যবহার করে থাকে।

২.৫.৫. সমবর্গীয়দের দ্বারা শিক্ষাদান ঃ

সমবর্গীয়দের দ্বারা শিক্ষাদান/প্রশিক্ষণ নাইজিরিয়ার পি আই এস এ কর্মসূচীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই কর্মসূচীতে 'বিশেষজ্ঞ' শিক্ষকের ভূমিকা তার সমবর্গীয়দের কাছে আদর্শস্বরূপ। চীনে মূল শিক্ষকেরা এই ভূমিকা পালন করে থাকে।

২.৬.০. ছক/প্রকার ঃ

২.৬.১. মুখোমুখি বনাম দূরত্ব শিক্ষণ ঃ

মুখোমুখি শিক্ষাদানের ছক প্রধানতঃ বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মেক্সিকো এবং নাইজিরিয়া অনুসরণ করেছে। দূরত্ব শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে মিশর, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া এবং পাকিস্তান। যদিও এই দেশগুলিতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষক, শিক্ষণ প্রদর্শক বা সমবর্গীয়দের সাথে সরাসরি ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসতে পারে। দূরত্ব শিক্ষণের ছকে গণমাধ্যমের সাহায্য (যেমন বেতার, দূরদর্শন) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.৬.২. ব্যক্তিগত বনাম ছোট/বড় দল বা জনগোষ্ঠীতে শিক্ষা ঃ

ছোট ছোট দলে শিক্ষালাভ সংক্রান্ত কাজ মিশর, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া এবং পাকিস্তানের দূরত্ব শিক্ষা কর্মসূচীতে স্বয়ংশিক্ষণ পদ্ধতির অতিরিক্ত। অন্যদিকে বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মেক্সিকো এবং নাইজিরিয়ায় ছোট দলে মুখোমুখি শিক্ষাদানের ছক যথোপযুক্তভাবে তৈরী করা হয়েছে। অবশ্য চীনে, শহরের বিদ্যালয়গুলিতে পুরো সময়ের প্রশিক্ষক দ্বারা বড় বড় দলের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মেক্সিকোতে এগুলি ছাড়াও জনগোষ্ঠীর দ্বারা সংগঠিত আলোচনা চক্রের মাধ্যমেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

২.৭.০. শিক্ষক শিক্ষার মডেল (আদর্শ) ঃ

কর্মসূচীগুলিকে শিক্ষক শিক্ষার আদর্শের উপর ভিত্তি করেও ভাগ করা যায়। এলিস (১৯৮৭) এই বিভাগগুলিকে প্রথাগত অর্থাৎ পরীক্ষা ভিত্তিক পাঠক্রম, প্রথা বহির্ভূত অর্থাৎ পরীক্ষা বহির্ভূত কর্মকাণ্ড, বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মকাণ্ড এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

২.৭.১. প্রথাগত পাঠক্রম ঃ

বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়গুলি এই ধরণের পাঠক্রম শিক্ষা দিয়ে থাকে ''জ্ঞানের উন্নতির জন্য বিশেষ পাঠক্রম শেষ করার পর স্নাতক স্তরের ডিপ্লোমা দেওয়া হয়...............কর্মরতদের জন্য 'শিক্ষা' বিষয়ে বি এড বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী দেওয়া হয় (এলিশ, ১৯৮৭, পৃঃ ৬৩)। যে সমস্ত দেশের কর্মসূচীতে এই ধরণের পাঠক্রম আছে সেগুলি হল', মিশর (বি এ বা বি এস সি), ভারতবর্ষ (সি আই জি) এবং ইন্দোনেশিয়া (ক্রেডিট)।

২.৭.২. প্রথাবর্হিভূত কর্মকাণ্ড ঃ

এই ধরণের পাঠক্রমে আছে ''অল্প সময়ের পাঠক্রম, আলোচনাচক্র, সম্মেলন, এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ড...........যা চাকুরীদাতা, সহায়ক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষকদের বিষয় সংশ্লিষ্ট সংগঠন.........এবং অন্যান্য ব্যক্তি বা দল সংগঠিত করে থাকে ''(এলিশ, ১৯৮৭, পৃঃ ৬৩) মেক্সিকো এবং পাকিস্তানের কর্মসূচীকে উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে।

২.৭.২. বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মকাণ্ড ঃ

"বিদ্যালয় স্তরে সংগঠিত আলোচনা চক্র, কর্মশালা, প্রকল্পভিত্তিক কাজ এবং এই ধরণের অন্যান্য কাজ" (এলিশ, ১৯৮৭, পৃঃ ৬৩) এই ধরণের কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন এবং ইন্দোনেশিয়া'র প্রশিক্ষণ কে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

২.৮.০ ফলাফল, খতিয়ান, প্রভাব ঃ

২.৮.১. ফলাফল ঃ

এই ধরণের কর্মসূচীগুলি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান, নির্দেশদানের দক্ষতা এবং শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাকে সমর্থন করছে (স্পাঁকশ্ এবং লাউক্স হর্সলে, ১৯৯০)।

২.৮.১.১. সচেতনতা বা জ্ঞান ঃ

মিশর, ভারতবর্ষ, মেক্সিকো এবং নাইজিরিয়ার কর্মরতদের প্রশিক্ষণ কর্মস‍ূচীর অন্তর্নির্হিত উদ্দেশ্য হল জ্ঞানার্জন। প্রতিবেদনগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মিশরের শিক্ষকেরা বাস্তবিকই একটি বিশেষ বিষয় ও শিক্ষার নতুন ধারার জ্ঞান অর্জন করেছেন। ভারতবর্ষে শিক্ষকেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের সম্পর্কে ধারণা, তাদের সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারছেন। মেক্সিকোর শিক্ষকেরা। শিক্ষাদান ও শিক্ষণ পদ্ধতি জানার সঙ্গে-সঙ্গে প্রযুক্তির অভ্যাস বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। নাইজিরিয়ায় শিক্ষকেরা আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করছেন।

২.৮.১.২. দক্ষতার বিকাশ ঃ

চীনের প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে বেশ কয়েকটি রাজ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা শিক্ষাদানে প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন করেছেন। মিশরের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারীদের বৃত্তিগত যোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি গবেষণা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য (যেমন উপস্থাপনা, ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা, সক্রিয় অংশগ্রহণ) সফল হয়েছে।

২.৮.১.৩. দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঃ

ব্রাজিলে এস এম ই সি ও ইউ এন আই জে ইউ আই'র যৌথ উদ্যোগ শিক্ষকদের অবশ্যপাঠ্য বই ও স্বয়ংশিক্ষণ ভিত্তিক শিক্ষাদানের উপাদান রচনার উপর জোর দেওয়ার ফলে শিক্ষকদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে মেক্সিকো কেবলমাত্র শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, শিক্ষাদান ও শিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন, শিক্ষাদানের অভ্যাস এবং বিদ্যালয় ও জনগোষ্ঠীর সম্পর্কের উপর জোর দিয়েছে।

২.৮.১.৪. প্রশিক্ষণ ও মুখ্য নিয়ন্ত্রণের বিকেন্দ্রীকরণ ঃ

প্রত্যাশিত ফলাফল "শ্রেণীকক্ষে উপযুক্ত ও ক্রমাগত নতুন কৌশল প্রয়োগ" (স্পার্কশ এবং লাউ্কস-হর্সলে, ১৯৯০, পৃঃ ২৪১) এর সাথে যুক্ত। এই বিষয়ে সাফল্য লাভ করেছে বেশ কয়েকটি দেশ। বাংলাদেশ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের সহায়ক উপদান বাড়িয়েছে। চীনে শ্রেণীকক্ষের পর্যবেক্ষণ এবং অধ্যক্ষদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনা, প্রশিক্ষণের পর শিক্ষকের অগ্রগতি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পাকিস্তানের পি টি ও সি কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্নাতকদের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানে সাফল্য একটি গবেষণায় (নিগ্হাট, ১৯৯৬) প্রমাণিত হয়েছে।

২.৮.২. খতিয়ান ঃ

কর্মসূচীগুলির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের সাফল্যের সূচকগুলি হচ্ছে ব্রাজিলের পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার হার কমে যাওয়া (শতকরা ৩ ভাগ, ১৯৯৪); মিশরে অংশগ্রহণকারী 'বা স্নাতকদের মধ্যে শতকরা ২১ জনের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ; ভারতবর্ষে বেশী সংখ্যক শিক্ষার্থীর সার্টিফিকেট কর্মসূচীতে সাফল্যলাভ (এখনও পর্যন্ত ১০৮১ জন); ইন্দোনেশিয়ায় সাফল্যের সাথে, পাঠক্রম শেষ করার জন্য সার্টিফিকেট লাভ (১৯৯২ সাল থেকে সাফল্যের হার শতকরা ৭০); নাইজিরিয়ায় শিক্ষকদের আবশ্যিক যোগ্যতার বৃদ্ধি; এবং পাকিস্তানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সাফল্য লাভের হার বৃদ্ধি (১৯৯৩-'৯৪ সালে শতকরা ৬২)।

২.৮.৩. প্রভাব ঃ

২.৮.৩.১. শিক্ষকের সামাজিক অবস্থা ঃ

ব্রাজিলের এস এম ই সি ও ইউ এন আই জে ইউ আই এর যৌথ কর্মসূচীতে শিক্ষকেরা লেখক স্বত্ব পাওয়ায় তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। চীনে স্থানীয় এলাকায় জন্মেছেন এবং বড় হয়েছেন এমন শিক্ষকেরা যারা অন্যান্য শিক্ষকদের বৃত্তিগত যোগ্যতা বৃদ্ধিতে নেতৃত্ব দিতে চান, তারা স্থায়ী এবং মূল শিক্ষক হচ্ছেন। মিশরে কর্মরত শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের পর স্নাতক শিক্ষকেরা আরো বেশী করে কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছেন যদিও তাদের কোন আর্থিক লাভ হয়নি। অন্যদিকে ভারতবর্ষে 'নির্দেশনায় সার্টিফিকেট' শিক্ষকদের উঁচু পদ বা অন্যত্র চাকরি পেতে সাহায্য করে। ইন্দোনেশিয়ায় একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষায় প্রকাশ যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী শিক্ষকদের নীতিবোধে প্রেরণা দিচ্ছে। মেক্সিকোর আই সি এ ই কর্মসূচী শিক্ষকদের নিজেদের কাজের পূর্ণর্মূল্যায়ণ করতে সাহায্য করছে।

২.৮.৩.২. ছাত্রদের অগ্রগতি ঃ

কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় অগ্রগতি। দুঃখের বিষয় এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্যের একান্ত অভাব। যাইহোক, বাংলাদেশ জানাচ্ছে যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের কাছে শিশুদের পড়াশোনায় অগ্রগতি হয়েছে। মেক্সিকোয় শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের পড়াশোনায় অগ্রগতি হচ্ছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরী হচ্ছে। নাইজিরিয়ায় পি আই এস এর সাফল্যের একটি গুণগত সূচক হচ্ছে যে, শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাকে বলা হচ্ছে 'জীবনের দক্ষতা' শিক্ষায় অগ্রগতি সংক্রান্ত জাতীয় নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে।

২.৮.৩.৩. জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব ঃ

ব্রাজিলের কর্মসূচীর ফলে বিদ্যালয় ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ বেড়েছে। উপরন্তু, সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজে জনগণের অংশগ্রহণের উপর এর প্রভাব পড়েছে। গ্রামীণ অবস্থার উপযোগী করে শিক্ষণ পদ্ধতি ও উপাদান তৈরী হওয়ায় গ্রামীণ শিক্ষকের উৎসাহ বেড়েছে। এইরকমভাবে মেক্সিকোর আই এ সি এ ই কর্মসূচী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বিদ্যালয়ের এবং অভিভাবকদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সংযোগকে সুদৃঢ় করেছে।

২.৯.০. বিষয় এবং সমস্যা সমূহ ঃ

২.৯.১. প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ ঃ

বাংলাদেশে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না পাওয়া প্রশিক্ষকের (এ টি ই ও) একটি বড় সমস্যা। প্রশিক্ষণে ঘাটতির ফলে উপদলে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হচ্ছে। চীন দেশ ও প্রশিক্ষকদের গুণগত মান সম্পর্কে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছে।

২.৯.২. বিদ্যালয়ের প্রসাশনে স্বয়ংশাসনের যথেষ্ট ক্ষমতা না থাকা এবং স্বেচ্ছাচারী পৌর প্রশাসনিক কাঠামো ব্রাজিলের পক্ষে সমস্যার কারণ। বিকেন্দ্রীকরণের আভাস থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা ও বাজেটে এস এম ই সি'র কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় কর্মসূচীর সুষ্ঠ রূপায়ণ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। অন্যদিকে মিশরে ক্রমান্বয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্যের অভিজ্ঞতা নেই।

২.৯.৩. **অর্থ, সুবিধা এবং সম্পদ সমূহ ঃ**

চীনে যদিও অনেক রাজ্য এবং শহর সংস্থা কর্মরত শিক্ষক প্রশিক্ষণে অর্থ সাহায্য করে তবুও শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিদ্যালয়গুলি নতুন প্রশিক্ষণ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ সঙ্কটে পড়েছে। মিশরের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বিদ্যালয়ের বেতন অত্যন্ত বেশী এবং অন্যান্য সমস্যার মধ্যে আছে সুবিধার অভাব এবং অংশগ্রহণকারীদের কাছে অবশ্য পাঠ্যবই যথাসময়ে না পৌঁছানো।

২.৯.৪. **উদ্বুদ্ধ করা ঃ**

মিশরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নিয়মগুলির প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি না দেওয়ায় অংশগ্রহণকারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী এবং প্রশাসকদের মধ্যে কাজ এবং শিক্ষার প্রেরণা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের শিক্ষণ কেন্দ্রগুলি যা প্রথা, পদ্ধতি এবং প্রশাসনিক জটিলতা থেকে মুক্ত, অভিভাবক, শিক্ষক এবং অংশগ্রহণকারীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার না করায় সি আই জি কর্মসূচীতে তাদের উৎসাহ কমে যাচ্ছে। মেক্সিকোয় কিছু শিক্ষা কর্তৃপক্ষ পরিবর্তনে বাধা দেওয়ায় কর্মসূচী পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করতে পারছে না।

২.১০.০. সমন্বয়—উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

এই পর্যবেক্ষণের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে 'ই-৯' দেশগুলির কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত উদ্ভাবনাগুলির চিহ্নিত করণ। বিশেষ পরিবেশে প্রযুক্ত উদ্ভাবনাগুলির বিবরণ এখানে আলোচনা করা হল।

২.১০.১. **বাংলাদেশ ঃ**

বাংলাদেশের কর্মসূচীতে বিদ্যালয় পরিদর্শন পদ্ধতির সাথে কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকে যুক্ত করা একটি প্রধান উদ্ভাবনা। বর্তমান নেটওয়ার্ককে ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু করায় ব্যয় কম হচ্ছে। এই কর্মসূচীর আর একটি মহান দিক হল যে প্রশিক্ষণ অনুপুস্তিকাগুলি শিক্ষকদের চিহ্নিত সমস্যা ও পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে রচনা করা হয়েছে। বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির বেশীরভাগ শিক্ষকেরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হওয়ায় প্রশিক্ষণ উপাদানগুলি বাস্তব প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়েছে—যেমন, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসা কিভাবে নিশ্চিত করতে হবে; চক ও বোর্ড ব্যবহার করে কিভাবে পড়াতে হবে; কি উপাদান ব্যবহার করে গণিত শেখাতে হবে ইত্যাদি। বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সঙ্গে অভিভাবকদের খোলাখুলি আলোচনা আর একটি মহান দিক। যেহেতু নিজের বিদ্যালয়ের দুই কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত অন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তাই স্থানীয় সমস্যাগুলি জনগোষ্ঠীর সহায়তায় সমাধান করা যায়। আবার, অংশগ্রহণ মূলক পদ্ধতি ব্যবহার করার ফলে শিক্ষকেরা 'কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষা'র প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন না যা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক এবং আদান প্রদান মূলক শিক্ষাদান পদ্ধতিতে প্রত্যাশিত।

২.১০.২. **ব্রাজিল ঃ**

শিক্ষা সংক্রান্ত পৌর পর্যদ এবং স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ প্রচেষ্টা ব্রাজিলের কর্মচারীর তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ভাবন। এ ধরনের যৌথ উদ্যোগ এমন একটি সংস্কৃতিতে আছে যেখানে আছে "যৌথ অংশগ্রহণের ঐতিহ্য এবং ব্যক্তি ও দলের উপর পরস্পরের বিস্তারিত প্রভাবের জাল।" একই ঐতিহ্য কর্মসূচী একটি মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে (শিক্ষকের কাজকে একই লক্ষ্যে স্থির রাখা) ব্যবহার করতে সাহায্য করেছে এবং ব্রাজিলিয়

বিশপদের জাতীয় সম্মেলনের সৌভ্রাতৃত্ব প্রচারের একটি বিষয় হিসাবে নির্বাচিত করতে সাহায্য করেছে। একটি অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠসূচীর পুনর্বিন্যাস আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যদিও অংশগ্রহণ পদ্ধতি বিদ্যালয়গুলিকে, এস এম ই সি এবং ইউ এন আই জে ইউ আই'কে একজায়গায় নিয়ে এসেছে তবুও শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত নাগরিক তৈরী করার জন্য স্থানীয় প্রয়োজন সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ভাবাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে যা বিদ্যালয়কে সমাজ পরিবর্তনের কেন্দ্র হিসাবে মনে করে। এই উদ্যোগ অভিনন্দন যোগ্য।

২.১০.৩. চীন ঃ

শিক্ষণ প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ক্রমাগত প্রশিক্ষণ চীনের উদ্ভাবনমূলক প্রচেষ্টা, যেখানে মূল প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তারাই আবার অন্যান্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেন। আংশিক সময়ের প্রশিক্ষক নিয়োগ এই ব্যবস্থার একটি মহান দিক, কেননা প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি অঞ্চলে প্রশিক্ষকের অভাব এই ব্যবস্থায় দূর হয়। সমস্ত শিক্ষকদের কাছে প্রশিক্ষণ পৌঁছে দেবার জন্য অল্প সময়ের বা আংশিক সময়ের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এর ফলে শিক্ষকেরা তাদের নির্দ্ধারিত শিক্ষাদানের কাজ করেও প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারেন। যেহেতু দেশের বেশীর ভাগ প্রাথমিক শিক্ষক গ্রামে কাজ করেন ফলে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিকেন্দ্রীকরণ আঞ্চলিক শিক্ষা বিস্তারের চাহিদা পূরণ করতে শিক্ষা দপ্তর এবং শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করে। শিক্ষকদের নতুন শিক্ষা দর্শন তৈরী এবং বৃত্তিগত গুণ তৈরী করার পক্ষে আর একটি মহান ব্যবস্থা হল প্রশিক্ষণ, শিক্ষাদান, গবেষণা এবং শিক্ষা পুর্নগঠনের একীকরণ। শহর অতিক্রম করা এই কর্মসূচী তৃণমূলস্তরে প্রশিক্ষণকে বিস্তার করার একটি আদর্শ উপায়।

২.১০.৪. মিশর ঃ

শিক্ষা পুর্নগঠনের কৌশল হিসাবে এবং দেশের ১,৪০,০০০ প্রাথমিক শিক্ষকের বৃত্তিগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা উন্নীত করার জন্য মিশরের শিক্ষা মন্ত্রক কর্মরত শিক্ষক প্রশিক্ষণকে শিক্ষা দপ্তরের সাথে যুক্ত করেছে। এই কৌশলকে প্রাথমিক শিক্ষকের অভাব, পরিবহণ সমস্যা এবং শিক্ষা দপ্তরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মচারী সমস্যার যুক্তিপূর্ণ সমাধান হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর প্রথম পর্য্যায়ে স্বয়ং শিক্ষণ তথা দূরত্ব শিক্ষার সাথে সাথে অংশগ্রহণকারীদের কাজের ও বসবাসের স্থানের কাছাকাছি কেন্দ্রে প্রশিক্ষকদের সাথে আলোচনামূলক সভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সভা অনুষ্ঠিত হত সপ্তাহ শেষে এবং সন্ধ্যায়। এই উদ্ভাবনা অবশ্য ১৯৯৪-'৯৫ বিদ্যালয় বর্ষের শুরুতে বদল করা হয়। দূরদর্শন ও বেতারের মাধ্যমে নির্দেশদান আভ্যন্তরীণ কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেন্দ্রের বদলে শিক্ষাদপ্তরে সভাগুলির আয়োজন করা হয় খরচ কামানোর জন্য এবং অংশগ্রহণকারীদের সাথে শিক্ষা দপ্তরের সরাসরি যোগাযোগ তৈরী করার জন্য। এখন সপ্তাহে সোম এবং শুক্র এই দুইদিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু কর্মসূচী এবং অংশগ্রহণকরীদের উপর এর প্রভাব ভালো হয় নি।

২.১০.৫. ভারতবর্ষ ঃ

শিশুর সার্বিকপরিবেশের উপর সার্বিক গুরুত্ব দেওয়া ভারতবর্ষের কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সব থেকে তাৎপর্য্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের সঠিক পথে পরিচালনার উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রায়শই উপেক্ষিত তাই এই বিষয়ে কর্মসূচী গ্রহণের উপর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের পিছনে অন্তর্নিহিত ধারণা হচ্ছে যদি শিক্ষক ও অভিভবকেরা শিশুর প্রয়োজন

যথাযথ বুঝতে পারেন তবে শিশুদের বিদ্যালয় শিক্ষায় আগ্রহী করে তাদের শিক্ষায় অগ্রগতি আনা সম্ভব হবে। কাজেই এই ব্যবস্থা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের গুণগত মান এবং অগ্রগতির স্তরের কারণকে আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করে। কারণটি হচ্ছে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সৃষ্ট বাতাবরণ। অভিভাবকদের যুক্ত করা এই কর্মসূচীর একটি মহান উদ্ভাবন। এটি প্রচ্ছন্নভাবে বার্তা পাঠাচ্ছে যে "প্রাথমিক স্তরে শিশুদের জ্ঞান, সংবেদনশীলতা এবং মনো-চলন ক্ষেত্রের উন্নতির দায়িত্ব যুক্তভাবে শিক্ষক এবং অভিভাবকের।" পরিশেষে, এই কর্মসূচী রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এবং ইগনু (আই জি এন ও ইউ) এই দুই প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য এবং সম্পদকে একত্র করে যৌথ প্রকল্প নিয়েছে। এই কৌশলের অপর একটি সম্ভাব্য উদ্ভাবন হচ্ছে নির্দেশনা ও উপদেশের কাজে দূরত্ব শিক্ষাকে প্রয়োগ করা।

২.১০.৬. ইন্দোনেশিয়া ঃ

ইন্দোনেশিয়ায় সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ভাবন হচ্ছে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে বেতার সম্প্রচারের ব্যবহার। এই পদ্ধতির কর্মকাণ্ডের পরিচালনায়, কর্মচারী, সম্পদ ও শিক্ষণ অন্তর্ভূক্ত। একটি দেশ যা ১৩,০০০ ছোট বড় বসতিপূর্ণ দ্বীপ নিয়ে গঠিত সেখানে প্রথাগত মুখোমুখি উপায়ে প্রায় দশ লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষকের মানোন্নয়ন যথেষ্ট কঠিন কাজ এবং তা শেষ করতে ২৫ বছর সময় লাগবে। কাজেই এই পরিস্থিতিতে বেতারের ব্যবহার একটি প্রয়োজনীয় উদ্ভাবনা। এই কর্মসূচীর আর একটি দিক হচ্ছে যে সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থার (যেমন পুস্তক্কম ইউ টি শিক্ষা মন্ত্রক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং বেতার নেটওয়ার্ক) সাহায্য চাওয়া এবং তাদের সম্পদের সংযুক্ত ব্যবহার।

২.১০.৭. মেক্সিকো ঃ

মেক্সিকোর আই এ সি এ ই প্রকল্প বেশ কয়েকটি নতুন উদ্ভাবনা প্রয়োগ করেছে। যেমন, প্রথাগত প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুসন্ধানের ভিত্তিতে কাজ এবং পদ্ধতিগত আদর্শের ব্যবহার, আলোচনা চক্রে কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক, শিক্ষক এবং শিশুদের অংশগ্রহণ। নির্দেশনার কাজে শিক্ষকদের অঞ্চলভিত্তিক অংশগ্রহণ। পরিবর্তনের সহায়ক হিসাবে দৃষ্টিভঙ্গীর উপর সতর্ক নজর, এবং অধ্যাপকদের জন্য মহাবিদ্যালয় ও অভিভাবক বিদ্যালয় স্থাপন।

২.১০.৮. নাইজিরিয়া ঃ

কর্মরত অন্যান্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য স্থানীয় এলাকার গুনী শিক্ষকের অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করা নাইজিরিয়ার পি আই এস এ কর্মসূচীর একটি মহান বৈশিষ্ট্য। "আভ্যন্তরীন ব্যক্তি'কে বিশেষজ্ঞ হিসাবে ব্যবহার করার একটা সুবিধা হচ্ছে যে স্থানীয় যে পরিবেশে শিক্ষকেরা কাজ করেন সেই পরিবেশের সাংস্কৃতিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে তারা বেশী অভিজ্ঞ হবেন। দেশের জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে ঘোষিত সরকারের নীতির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক ও ছাত্রের শিক্ষাগত প্রয়োজন মেটাতে পি আই এস আই একটি বাস্তব সম্মত উপায়। সমবর্গীয়দের প্রশিক্ষণে শিক্ষকের মূল্য বেশ কয়েকটি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে (ডব্লু ইউ, ১৯৮৭; স্পার্কস ১৯৮৩)।

২.১০.৯. পাকিস্তান ঃ

ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমের ব্যবহার পাকিস্তানের নতুন প্রকল্প পি টি ও সি'র প্রধান উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্য। দূরত্ব শিক্ষা'র সাফল্যের জন্য ছাপা মাধ্যমের সঙ্গে বেতার ও দূরদর্শনের অনুষ্ঠানসূচীকে যুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষকের ফলিত দক্ষতা ও শিক্ষাদানের বিশেষ বিশেষ দিকের যোগ্যতা উন্নয়নের উপর জোর দিয়েও এই প্রকল্প ভিডিও ছবি নির্মাণ ও ছোট মাপের শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছে। এই প্রকল্পের

আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রমাগত নজরদারি এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও বরিষ্ঠ শিক্ষকদের নেটওয়ার্কের দ্বারা নির্দেশনা। প্রশিক্ষণরতদের যাতায়াত ভাতা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করা; সংশাপত্র, পদক ও বৃত্তি প্রদান; এ আই ও ইউ'র শিক্ষক প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে সি টি ও বি এড স্তরে ভর্তি'র বিশেষ সুবিধা প্রদান হল এই প্রকল্পের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক। সারাদেশ জুড়ে এ আই ও ইউ'র আঞ্চলিক এবং শিক্ষণ কেন্দ্রগুলির নেটওয়ার্ক সুবিধা দূরত্ব শিক্ষার আর একটি উদ্ভাবনী দিক। এই নেটওয়ার্কের ফলে কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারীদের অনেক সুবিধা হয়েছে। প্রশিক্ষণে অন্যান্য উদ্ভাবনী দিকগুলি হচ্ছে কর্মশালা, শিক্ষণ অভ্যাস, ক্রমাগত মূল্যায়ণ, পরীক্ষা, নিয়ন্ত্রণ এবং আবার শুরুতে ফিরে যাওয়া।

২.১১.০. সাফল্যের কারণ সমূহ ঃ

কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য কিছু কারণ বা চালিকা শক্তি দায়ী।

২.১১.১. পটভূমি ঃ

সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে কর্মসূচীর সাযুজ্য সাফল্যের একটি বিশেষ কারণ। সেইরকমভাবে কর্মসূচীর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট হওয়াও প্রয়োজনীয়। সেই সঙ্গে প্রয়োজন সরকারী নীতির উপযুক্ত সমর্থন এবং সহায়ক নিয়মাবলী।

২.১১.২. সহায়ক অংশ ঃ

সমস্ত স্তরে উপযুক্ত কর্মী (পরিচালক, কর্মী, প্রশিক্ষক/নির্দেশক, প্রদর্শক) কর্মসূচীর সাফল্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বিশেষ করে নেতৃত্বের রাজনৈতিক সদিচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ। যথেষ্ট অর্থের যোগান ও উপযুক্ত ব্যয়বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণও প্রয়োজন। উৎকৃষ্ট ও উপযুক্ত উপাদান (সম্ভব হলে বহুমাধ্যমে এবং শিক্ষকদের প্রচেষ্টা, সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত সুবিধা (যেমন নির্দেশ মাধ্যমের কেন্দ্র, গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার) শিক্ষণ পদ্ধতিকে সাহায্য করে।

২.১১.৩. কার্য পদ্ধতি ঃ

সফল কর্মসূচীর সব থেকে তাৎপর্য্যপুর্ণ চালিকা শক্তিগুলির একটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মহলগুলিতে যেমন, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলি; অভিভাবক ও শিক্ষক; শিক্ষক ও জনগোষ্ঠী এবং একটি অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যালয়গুলি পারস্পরিক সহায়তা। বিশেষ করে শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উপযোগী হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। কম খরচের কৌশলগুলি যেমন বিদ্যালয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং সমবর্গীয়দের দ্বারা প্রশিক্ষণ আর একটি কারণ। অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহমূলক ভাতাপ্রদান কর্মসূচীকে সফল করতে সাহায্য করে। উৎসাহমূলক ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে পারে পদোন্নতি, বেতনবৃদ্ধি, যাতায়াত ভাতা, সংশপত্র, পদক ও বৃত্তি এবং ক্রমন্নোয়ণমূলক নম্বর। নমনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সেই সঙ্গে বিশেষ করে দূরত্ব শিক্ষায় উপযুক্ত নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ সাফল্যের সহায়ক হতে পারে। কর্মসূচী প্রয়োগের প্রতিটি স্তরে অংশগ্রহণকারীদের যুক্ত করা সাফল্যের আবশ্যক উপাদান। বিশেষ করে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষণে নানান বিষয়বস্তু এবং বিভিন্ন ছকের সমাহার উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। উপরন্তু, বিদ্যালয়ের সারা বছরের কাজের মধ্যে কর্মরত শিক্ষকদের বিকাশ বিষয়টিকে অন্তর্ভূক্ত করলে কর্মসূচী সাফল্য লাভ করবে।

২.১২.০. নীতির তাৎপর্য্য সমূহ ঃ

২.১২.১. শিক্ষকের সামাজিক অবস্থান ঃ

শিক্ষকদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ইউনেস্কো এবং আই এল ও'র যৌথ প্রস্তাবের (১৯৮৪) কিছু অংশ গবেষণালব্ধ ফলাফলের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এইগুলি হল ঃ

—শিক্ষা ও শিক্ষাদান পদ্ধতির গুণগত মানের ক্রমান্বয়ে উন্নতির জন্য কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকদের কর্মরতদের শিক্ষা'র গুরুত্বকে স্বীকার করতে হবে।

—পাঠক্রম এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যাতে শিক্ষকগণ তাদের গুণগত মানের বিকাশ ঘটিয়ে কাজের পরিধি বাড়াতে পারে বা পদোন্নতি করতে পারে এবং নিজেরা যে বিষয়ে শিক্ষাদান করেন তার আধুনিক পাঠ্যসূচী ও পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকবেন।

—পাঠক্রমে অংশ নিয়ে যাতে সুযোগগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে তার জন্য শিক্ষকদের সুযোগ এবং উৎসাহ দিতে হবে।

—সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও শিক্ষাদান পদ্ধতি যাতে বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করা যায় তার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সবরকমের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

—শিক্ষকদের আরও শিক্ষাদানের জন্য ব্যবস্থাদির প্রস্তুতি এবং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়।

২.১২.২. কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ঃ

আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনের ৪৫তম অধিবেশনে গৃহীত ৩ নং প্রস্তাবের কিছু কিছু দিকের উপর আবার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এইগুলি নীচে বর্ণনা করা হইল ঃ

—দলবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতরেই আরো বেশীকরে কর্মরতদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। এই কর্মসূচীতে শিক্ষকেরা নিজেরাই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন।

—কর্মরতদের জন্য প্রশিক্ষণ বিশেষ করে যারা পরিচালন ব্যবস্থা, নজরদারি এবং শিক্ষকদের মূল্যায়ণের কাজে নিযুক্ত আছেন তাদের শিক্ষালাভে অগ্রাধিকার দিতে হবে যাতে তারা কেবলমাত্র প্রশাসন ও নজরদারির কাজই করবেন না সেই সঙ্গে শিক্ষক বৃত্তির পথনির্দেশক হবেন।

—শিক্ষকদের প্রশিক্ষক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে শিক্ষকদের নিজস্ব ভূমিকা যথাযোগ্যভাবে পালন করতে সাহায্য করবেন। এই কাজ করার জন্য কর্মসূচী এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষকেরা কর্মপূর্ব প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে সচেতন থাকেন এবং নিজেদের প্রশিক্ষণকে সময়োপযোগী করার জন্য গবেষক ও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক তৈরী করবেন।

—যেখানে শিক্ষকেরা কম যোগ্যতা সম্পন্ন এবং প্রশিক্ষণ পাননি, সেখানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা নিতে হবে। এই ধরণের শিক্ষকেরা যে বাস্তব দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং সেই সঙ্গে যে স্থানীয় জ্ঞান ও উৎসাহলাভ করেছেন তার উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাদি নিতে হবে। যাতে কর্মরতদের প্রশিক্ষণ শিক্ষা নবীকরণের ক্রমাগত উপায় হতে পারে তার জন্য দ্রুত ব্যবস্থাগুলিকে শিক্ষকদের বৃত্তিগত যোগ্যতা এবং শিক্ষাবৃত্তির আধুনিক ধারাগুলির উপর জোর দিতে হবে।

২.১২.৩. **ভবিষ্যত নীতি সমূহ ঃ**

যেহেতু দেশগুলি তাদের প্রতিবেদনে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ফলাফলের উপর নির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারেনি তাই ভবিষ্যত নীতি সমূহকে কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে পরিকল্পনা, নক্সা, এবং কর্মসূচী প্রয়োগ সংক্রান্ত মূল্যায়ণ পদ্ধতি অন্তর্ভূক্ত করা সুনিশ্চিত করতে হবে। উপরন্তু শিক্ষক প্রশিক্ষণকে প্রাপ্ত সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মেটাতে হবে।

—নীতি তৈরী করার সময় আর একটি দিকে অর্থাৎ শিক্ষক প্রশিক্ষণে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নজর দিতে হবে। অর্থাৎ শুধু জ্ঞান বা দক্ষতা উন্নয়ণের দিকেই নয় দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের দিকেও নজর দিতে হবে। সেই সঙ্গে আরো একটি পরামর্শ হচ্ছে যে কর্মরত শিক্ষক প্রশিক্ষণে কেবল একটি বিষয়ের অন্তর্নিহিত বস্তু এবং শিক্ষাদান শিক্ষণ পদ্ধতি মাত্র নয় পরন্তু শিক্ষকদের নিজেদের এবং শিক্ষার্থীদের জানার সুযোগ করে দিতে হবে। সর্বোপরি 'সকলের জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য কেবলমাত্র শিক্ষকদের জ্ঞান আহরণ এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি শেখাবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না, পরন্তু শিক্ষকদের জানতে হবে কে শিক্ষা দিচ্ছেন এবং কাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এই কার্য্য পদ্ধতিতে তাদের 'লোকায়ত দক্ষতা' (যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থা, দ্বন্দ্বের সমাধান, দল তৈরী) বেশী করে শিখতে হবে। এরফলে হয়তো জ্ঞান সঞ্চালনকারী বা দক্ষতা উন্নয়ণকারী থেকে শিক্ষকেরা শিক্ষণ ও মানব প্রগতির সহায়ক হয়ে উঠতে পারবেন।

—আরও একটি বিষয় কর্মসূচীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। যে সমস্ত শিক্ষকেরা নিজেদের অবস্থানের উন্নতির জন্য কর্মসূচীতে অংশ নিচ্ছেন তাদের উৎসাহমূলক ভাতা দেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

—সাফল্যের কারণ এবং বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যার দিকগুলি যা আগেই আলোচনা করা হয়েছে, খতিয়ে দেখে নীতি নির্দ্ধারণ করতে হবে।

২.১৩.০. প্রতিলিপি করণের সূচক নির্ধারণের নির্দেশাবলী ঃ

২.১৩.১ **নিজেদের বিশেষ কর্মসূচীর উপর জাতীয় পরামর্শদাতাদের প্রদত্ত নিম্নোক্ত পরামর্শগুলি অন্যান্য কর্মসূচী সম্বন্ধেও প্রযোজ্য ঃ**

—জনগোষ্ঠীর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে অংশীদার করতে হবে।

—আর্থিক সম্পদের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে হবে বিশেষ করে পশ্চাদপদ গ্রামীণ এলাকাগুলির জন্য।

—প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য নিয়মাবলী তৈরী করতে হবে।

—অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষার প্রয়োজনের উপর দৃষ্টি রেখে কর্মসূচী পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

—মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরী করতে হবে।

—বিভিন্ন সময় এবং আঞ্চলিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে সম্প্রচারের নমনীয় সূচী তৈরী করতে হবে।

—কর্মসূচীকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সহযোগিতা দৃঢ় করত হবে।

—বহুবিদ্যার জোট তৈরী করতে হবে।

—কম খরচের শিক্ষামূলক ক্ষুদ্রপরিকল্পিত কর্মশালার ছক এবং নির্দেশিকা উপাদান তৈরী করতে হবে।

—সমবর্গীয় শিক্ষক/প্রশিক্ষক নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণের জন্য বিধি তৈরী করতে হবে।

২.১৩.২. প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর অনুরূপ নির্মানের আরো অতিরিক্ত বিশেষ প্রস্তাবগুলি হল ঃ

বাংলাদেশের আদর্শের জন্য ঃ

—বর্তমান প্রচলিত নজরদারির ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

—প্রশিক্ষক এবং প্রদর্শকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

—অতিরিক্ত সহায়ক ব্যবস্থা (যেমন সুবিধা, অর্থ) তৈরী করতে হবে।

ব্রাজিলের আদর্শের জন্য ঃ

—স্থানীয় একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে অংশীদার করতে হবে।

—যুক্তিযুক্ত উপায়ে উপাদান তৈরী করার প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

—বিদ্যালয়ের কাজের সময়সূচীর সঙ্গে শিক্ষক প্রশিক্ষণকে যুক্ত করতে হবে।

—জনগোষ্ঠীর সমর্থন অর্জন করতে হবে।

চীনের আদর্শের জন্য ঃ

—আঞ্চলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়গুলিকে ব্যবহার করতে হবে।

—আংশিক সময়ের প্রশিক্ষক নিযুক্ত করতে হবে।

—শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।

মিশরের আদর্শের জন্য ঃ

— শিক্ষাদপ্তরের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে হবে।

—মুখোমুখি অধিবেশনের সঙ্গে স্বয়ং শিক্ষণ এবং দূরত্ব শিক্ষাকে যুক্ত করতে হবে।

—শিক্ষার ভার কমাতে হবে (পাঠ্যসূচী ও অবশ্যপাঠ্য কমাতে হবে)।

—বেশী করে বাস্তব বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহার করতে হবে।

—শিক্ষকদের আর্থিক সাহায্য/বৃত্তি দিতে হবে।

—কিছু সময় অন্তর মূল্যায়ণ ও কর্মসূচীর পূনবির্বেচনা করতে হবে।

ভারতবর্ষের আদর্শের জন্য ঃ

—শিক্ষাদানের উপর কর্মসূচীর প্রভাব নিয়ে গবেষণা করতে হবে।

—প্রশিক্ষণে শিক্ষক-অভিভবাকদের যুক্ত কাজকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

—মনোবিদ্যা বিভাগ ও নির্দেশন কেন্দ্রগুলির সাথে সম্পর্ক তৈরী করতে হবে।

ইন্দোনেশিয়ার আদর্শের জন্য ঃ

—পর্যাপ্ত সুবিধা, যন্ত্রপাতি এবং সম্পদের (মানব, উপাদান, বস্তুগত, আর্থিক) ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

—প্রয়োজনীয় সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করতে হবে।

—প্রাপ্ত প্রযুক্তির সর্বাধিক ব্যবহার করতে হবে।

—নিয়ন্ত্রণ এবং প্রদর্শন পদ্ধতিকে শুধু ব্যবহার করতে হবে।

মেক্সিকোর আদর্শের জন্য ঃ

— প্রাতিষ্ঠানিক এবং জনগোষ্ঠীর সমর্থন আদায় করতে হবে।

—সমাজসেবী, জনগোষ্ঠী সংগঠক এবং অন্যান্য দলের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।

নাইজিরিয়ার আদর্শের জন্য ঃ

—উচ্চমানের বিদ্যালয় এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক বাছাই করার পদ্ধতি তৈরী করতে হবে।

—শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ/শিক্ষাদান দক্ষতার উন্নতি সাধন করতে হবে।

—নিয়ন্ত্রণ এবং নজরদারির ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

—অভিজ্ঞ শিক্ষক উৎসাহকদের উৎসাহমূলক ভাতা দিতে হবে।

পাকিস্তানের আদর্শের জন্য ঃ

—উপাদান এবং যন্ত্রপাতির জন্য অতিরিক্ত আর্থিক সম্পদের ব্যবস্থা করতে হবে।

—উপাদান তৈরীর জন্য বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে হবে।

—দূরত্ব শিক্ষার জন্য নেটওয়ার্ক তৈরী করতে হবে।

—উৎসাহমূলক ভাতা দিতে হবে।

—উদ্ভাবনমূলক প্রশিক্ষণের কাজ চালু করতে হবে।

২.১৩.৩. **বিশেষ প্রস্তাবের অতিরিক্ত নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলিও বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ**

—প্রাক্ শিক্ষকতা ও কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে ঘনিষ্ঠ সামঞ্জস্য তৈরী করার জন্য শিক্ষা দপ্তর/মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরী করতে হবে।

—বয়স্ক শিক্ষণে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

—পরিমাপ সূচক তৈরীর আগে কর্মভিত্তিক প্রকল্পগুলি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় উচ্চতম মানের অভ্যাসমূলক বৈশিষ্ট্যগুলিকে যুক্ত করতে হবে।

—উদ্ভাবনগুলির প্রবর্তন এবং পরিচালনার উপযুক্ত কৌশলসমূহ ঠিক করতে হবে।

—প্রয়োজন যাচাই করা থেকে কর্মসূচীর নক্সা তৈরী এবং প্রয়োগ ও মূল্যায়ণ কর্মসূচীর সমস্ত স্তরে শিক্ষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

—অংশগ্রহণকারী দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থাগুলিকে কর্মসূচীর মূল্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করতে হবে।

—প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডে সফল কর্মসূচীর বিভিন্ন অংশ যেমন তত্ত্ব, প্রদর্শন, অভ্যাস, উৎসে ফিরে যাওয়া এবং প্রশিক্ষণ, যুক্ত করতে হবে (জয়েস্ এবং সাওয়ারস, ১৯৮৮)।

সূত্র সমূহ ঃ

এলিস ১৯৮৭

ফেইম্যান-নিমজার, ১৯৯০

জয়েন্ট কমিন্যিক, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

জয়েস্ অ্যাণ্ড সাওয়্যারস ১৯৮৮

নিগ্হ্যাট, এফকটিভিনেস অব্ পি টি ও সি
প্রোগ্রাম এ আই ও ইউ (এম ফিল এডুকেশন)
ইসলামাবাদ ১৯৯৬

সাপর্কস ১৯৮৩

সাপর্কস এ্যাণ্ড লাউক্স-হসর্লে ১৯৯০

ইউনেস্কো-আই এল ও, স্টেটাস অব টিচার্স ১৯৮৪

ডব্ল্যু, ইউ, ১৯৮৭।

৩ শিক্ষার মান ঃ প্রথম তিনটি স্তরের 'থ্রী-আর' এর পাঠ্যসূচী

সমন্বয় মূলক প্রতিবেদন

ডঃ মেরী এস থরম্যান

৩.১.০. উপস্থাপনা

৩.১.১. পটভূমিকা ঃ

১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইন্দোনেশিয়ার বালি'তে 'ই-৯' দেশগুলির (বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিশর, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নাইজিরিয়া ও পাকিস্তান) একটি বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে আন্তঃরাষ্ট্র মত বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে পারস্পরিক সার্ব্বজনীন সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করা দরকার। এইরূপ মতামত বিনিময়ের বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল প্রাথমিক শিক্ষার মৌলিক তিনটি বিষয়ে (যথাযথ ভাষা পঠন, ভাষা লিখন এবং গণিত) শিক্ষাদান এবং শিক্ষণ।

৩.১.২. ১৯৯৭ সালের ৬-৮ ই ফেব্রুয়ারী ইউনেস্কো এবং ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লীতে 'ই-৯' দেশসমূহের তিনদিন ব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে যোগদানকারী দেশগুলি নিজ নিজ দেশের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পাঠোন্নয়নে যে দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করেছে সেই সংক্রান্ত তথ্যাদি দেশ সমীক্ষার ধাঁচে উপস্থাপিত করে। এই বৈঠকেই স্থির হয় যে যোগদানকারী দেশগুলি পরস্পরের সঙ্গে তথ্য বিনিময় করবে।

৩.২.০. অনুসন্ধানের বিষয় ঃ

সমন্বয় মূলক প্রতিবেদন তৈরীর জন্য দেশসমীক্ষায় যে সমস্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলি নীচে দেওয়া হল।

— প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত 'থ্রী-আর' এ ব্যবহৃত পাঠ্যসূচীর বর্ণনা এবং বিশ্লেষণ।

— নিজ নিজ দেশে পাঠ্যসূচী ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহৃত পাঠ্য পুস্তক ও পঠন সংক্রান্ত উপাদা সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা।

— বিদ্যালয়ে শিক্ষাবর্ষের ব্যাপ্তি (মোট ঘণ্টা ও দিনের নিরিখে); 'থ্রী-আর' বিষয়গুলি শেখানোর জন্য কতদিন, কত সপ্তাহ ও কত বছর ব্যয় করা হয়; বিদ্যালয়ের অবকাশের ব্যাপ্তি এবং সম্ভব হলে সঠিক কত ঘণ্টা পড়ানোর জন্য ব্যয় করা হয় ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা।

— শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত, শিক্ষকদের শিক্ষার মান, ক্লাসে ব্যবহৃত পাঠ্য পুস্তকের বিষয় এবং সংখ্যা, শিক্ষণ পদ্ধতির নির্দেশিকা, শিক্ষণ সহায়ক উপাদন যথা বেতার ও দূরদর্শনে শিক্ষা সংক্রান্ত সম্প্রচার ইত্যাদির পর্যালোচনা।

— প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচী তৈরী করতে আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলির প্রযুক্তিগত সাহায্যের উপর প্রতিবেদন।

৩.৩.০. সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশ, চীন, মিশর, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নাইজিরিয়া এবং পাকিস্তানের দেশ সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে সমন্বয় মূলক প্রতিবেদনটি তৈরী করা হয়েছে। ব্রাজিলের কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায় নি। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া বিশ্লেষণ মূলক দেশ সমীক্ষা প্রদত্ত তথ্যাবলীর উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। তবে সমস্ত দেশ সমীক্ষা সকল অনুসন্ধেয় বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক তথ্য সূত্র এবং উপাদানকে তূলনামূলক আলোচনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

৩.৪.০ 'ই-৯' দেশসমুহের রেখা চিত্র ঃ

জনসংখ্যা বিশ্লেষণ মূলক সূচকসমূহ

১ নং সারণীতে নয়টি দেশের পৃথক পৃথক জনসংখ্যা বিশ্লেষণ মূলক যে সূচকগুলি উপস্থাপিত করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে আছে প্রত্যেকটি দেশের ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মোট জনসংখ্যা, ২০২০ সালে সম্ভাব্য জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, গ্রাম ও নগর ভিত্তিক জনসংখ্যার বিভাজন, ১৫ বছর বয়সের নীচে জনসংখ্যার শতকরা হার এবং শিশু মৃত্যুর হার।

সারণী—১

ই-৯ দেশসমূহের বিশ্লেষণ তথ্যাবলী ঃ নির্বাচিত সূচকসমূহ

দেশের নাম	মোট জনসংখ্যা ১৯৯৪ (হাজার)	বর্ধিত জনসংখ্যা ১৯৯৪-২০২০ (হাজার)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতকরা)	১৫ বছরের কম বয়সী জনসংখ্যা (শতকরা)	শিশু মৃত্যুর হার (এক বৎসরের কম জীবন্ত শিশুর জন্ম প্রতি হাজারে)
বাংলাদেশ	১২৫,১৪৯	৮৫,০৯৮	২.৩	৪০.৮	১০৬.৯
ব্রাজিল	১৫৮,৭৩৯	৩৮,৭২৭	১.৩	৩১.৮	৫৯.৫
চীন	১,১৯০,৪৩১	২৩৪,২৯৪	১.১	২৬.৭	৫২.১
মিশর	৬০,৭৬৫	৩৮,১০৮	২.২	৩৯.৪	৭৬.৪
ভারতবর্ষ	৯১৯,৯০৩	৪০০,৮৪৩	১.৮	৩৫.৪	৭৮.৪
ইন্দোনেশিয়া	২০০,৪১০	৭৬,০৬৪	১.৬	৩৩.০	৬৭.৩
মেক্সিকো	৯২,২০২	৪৩,৮৯৪	১.৯	৩৭.৩	২৭.৪
নাইজিরিয়া	৯৮,০৯১	১১৭,৮০২	৩.১	৪৫.০	৭৫.০
পাকিস্তান	১২৮,৮৫৬	১২২,৪৭৪	২.৯	৪৩.৯	১০১.৯

সূত্র ঃ বিশ্ব জনসংখ্যামূলক তথ্যাবলী (ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪) ইউ. এস জনগণনা দপ্তর, আন্তর্জাতিক তথ্য সূত্র

মানব উন্নয়ণ সূচকসমূহ

ই-৯ দেশগুলিতে মানব উন্নয়ণের রেখাচিত্রের সূচকগুলিতে নবজাতকের বাঁচার সম্ভাবনা, বয়স্ক শিক্ষার হার, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে মোট ছাত্রভর্তির অনুপাত, দূরদর্শনের সংখ্যা এবং জনপ্রতি মোট গৃহে উৎপাদন ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং ২ নং সারণীতে উল্লিখিত হয়েছে। স্থূল জাতীয় উৎপাদন ১৯৯২ এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার শতকরা হার ও এই সারণীতে দেখানো হয়েছে।

সারণী—২

ই-৯ দেশসমূহের মানব উন্নয়ণের রেখাচিত্র ঃ নির্বাচিত সূচকসমূহ

দেশের নাম	নবজাতকের বাঁচার সম্ভাবনা	বয়স্ক শিক্ষার হার	সংযুক্তভাবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির অনুপাত	দূরদর্শন	প্রকৃত জনপ্রতি মোট গৃহে উৎপাদন	স্থূল জাতীয় ১৯৯২ এর পরি-প্রেক্ষিতে শিক্ষার শতকরা হার
বাংলাদেশ	৫৫.৯	৩৭.০	৪০	( )	১.২৯০	২.৩
ব্রাজিল	৬৬.৫	৮২.৪	৭২	২১	৫,৫০০	৪.৬
চীন	৬৮.৬	৮০.০	৫৭	৩	২,৩৩০	২.০
মিশর	৬৩.৯	৪৯.৮	৬৯	১২	৩.৮০০	৫.০
ভারতবর্ষ	৬০.৭	৫০.৬	৫৫	৪	১,২৪০	৩.৭
ইন্দোনেশিয়া	৬৩.০	৮২.৯	৬১	৬	৩,২৭০	২.২
মেক্সিকো	৭১.০	৮৯.০	৬৫	১৫	৭,০১০	৪.৯
নাইজিরিয়া	৫০.৬	৫৪.১	৫২	৩	১,৫৪০	( )
পাকিস্তান	৬১.৮	৩৬.৪	৩৭	২	২,১৬০	২.৭

সুত্র ঃ ইউ এন ডি পি হিউম্যান ডেভলপমেন্ট রিপোর্ট ১৯৯৬

৩.৫.০. শিক্ষা এবং পাঠক্রম ঃ দেশসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য এবং পার্থক্য

৩.৫.১. শিক্ষাদান সংক্রান্ত বিষয়ে সংস্কার ঃ

যে ক্ষেত্রে ই-৯ দেশসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায় সেটি হল যে বিগত কয়েক বছর ধরে এইসব দেশগুলি শিক্ষাদান সংক্রান্ত সংস্কারের বিষয়ে সচেষ্ট আছে। সারণী ৩ এ এইসব দেশসমূহের প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কারের প্রচেষ্টাকে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

সারণী—৩

ই-৯ দেশসমূহের প্রথমিক শিক্ষা সংস্কারের বর্তমান অবস্থা

দেশের নাম	প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারের প্রবর্তন
বাংলাদেশ	সকলের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, বাংলাদেশে এই নীতিকে রূপায়িত করার জন্য ১৯৮০ সাল থেকে পাঠক্রম সংস্কারের বিষয়ে একটি বৃহৎ কর্ম পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এই সংস্কারের মূখ্য লক্ষ্যগুলি হল : (ক) বোধগম্য এবং স্মৃতিবর্ধন করা (খ) প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক মান উন্নয়ণ করা।
চীন	১৯৯৩ সাল থেকে সংস্কার শুরু হয়। রাজ্য শিক্ষা কমিশন চীনা ভাষা ও গণিতের পঞ্চম পাঠ্যসূচি প্রকাশ করে। ঐ পাঠ্যসূচীতে ভাষা এবং গণিতের মূল প্রয়োজনের রূপরেখা দেওয়া হয়। এই রূপরেখায় কর্মভার, উদ্দেশ্য, গঠনপ্রণালী, শিক্ষণ প্রণালী প্রভৃতি প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ণই এই সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য।
মিশর	পাঠক্রম, পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষা মন্ত্রক কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যবই দেশের শিক্ষানীতিকে প্রতিফলিত করে।
ভারতবর্ষ	ইউনিসেফের সহায়তায় ১৯৮৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষা পাঠক্রম নবীকরণ কর্মসূচী পরিকল্পনা সম্পন্ন হয়। ইহাই প্রথম পাঠক্রম সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। ১৯৯২ সালে জাতীয় উপদেশ কমিটি (যশপাল কমিটি) পাঠক্রমের কর্মভার মূল্যায়ণ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী কমিটি গঠন করা হয়। এরকম একটি কমিটি প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি উন্নয়ণের নিমিত্ত ২১ দফা সুপারিশ চিহ্নিত করে। ১৯৯৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারের পুনরীক্ষণ করা হয়। বর্তমানে বিশ্বব্যাঙ্ক ও অন্য দাতাদের সহায়তায় ভারতবর্ষের ১৩টি রাজ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্ম পরিকল্পনা (ডি পি ই পি) চালু আছে।
ইন্দোনেশিয়া	প্রথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য ব্যক্তি, নাগরিক ও সমাজের একজন সদস্য হিসাবে, মানবিকতার দিক দিয়ে ছাত্রজীবনকে উন্নত করা। কোন নির্দিষ্ট সংস্কার প্রচেষ্টাকে চিহ্নিত করা হয় নি।
মেক্সিকো	পিতামাতা, শিক্ষক ও অন্যান্যদের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় চাহিদার মূল্যায়ণের ভিত্তিতে ১৯৮৯ সালে সংস্কার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই প্রচেষ্টার পরে ধারাবাহিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ণে নতুন প্রবর্তনের শুরু হয়। এই প্রবর্তনের মধ্যে শিক্ষক শিক্ষা শিক্ষার পদ্ধতি, শিক্ষার মান ইত্যাদির উন্নতি বিষয়ে সক্রিয় পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ১৯৯১ এর দলিল, নূতন শিক্ষা নক্সা, শিক্ষা সংস্কারের পথ নির্দেশ করে। এই সংস্কারের মূল লক্ষ্যগুলি যথাক্রমে (ক) লেখা এবং পড়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি, (খ) প্রাত্যহিক সমস্যার সমাধানে গণিতের ব্যবহার (গ) বিজ্ঞান সম্মতভাবে স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া (ঘ) পরিবেশ রক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা এবং (ঙ) মেক্সিকোর ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধির ব্যাপারে উৎসাহিত করা।
নাইজিরিয়া	১৯৭৬ সাল থেকে শিক্ষার জাতীয় নীতির অধীনস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী ব্যবহৃত হয়। ১৯৮৬ সাল থেকে শিক্ষার পুনরীক্ষণ শুরু হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল কি ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং কী ব্যবস্থা প্রয়োজন তা স্থির করা। ১৯৯১ সালে জাতীয় বিদ্যালয় পাঠ্যসূচী পুনরীক্ষণ মন্ত্রণাসভা পাঠ্যসূচী বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করে এবং শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান (যথা শিক্ষকের মান, নির্দেশ দেবার উপাদান, মূল্যায়ণ, শিক্ষাদান ইত্যাদি) বিষয়ে নিরীক্ষা করে, কিন্তু ১৯৯৬ সাল পর্য্যন্ত মন্ত্রণা সভার সুপারিশগুলি প্রয়োগ করা হয় নি।
পাকিস্তান	১৯৭৪ সালে সরকার নির্দেশিত জাতীয় পাঠ্যসূচী চালু করা হয়। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যগুলি ছিল (ক) প্রাথমিক দক্ষতার উপর জোর দেওয়া (খ) পাঠ্যসূচীর সরলীকরণ ও সংক্ষিপ্ত করা (গ) একটি মাত্র পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করা, যে পাঠ্যপুস্তকে একইসঙ্গে ভাষা, সমাজবিদ্যা, বিজ্ঞান ও ইসলামধর্ম সংযুক্ত থাকবে। (ঘ) বর্তমান পাঠ্যসূচীতে ধর্মের বিষয়াবলীর সংযোজন (ঙ) ভাষা এবং গণিত শিক্ষার উপর মনোনিবেশ করা।

৩.৫.২. **শিক্ষার কাঠামো**

দেশগুলির মধ্যে শিক্ষার কাঠামোয় প্রভেদ সামান্য। ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো এবং নাইজিরিয়ায় প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ, চীন, মিশর, ভারতবর্ষ এবং পকিস্তানে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর। অন্তর্ভুক্ত ভারতবর্ষে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেনী পর্য্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা — প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত নিম্ন প্রাথমিক এবং ষষ্ঠথেকে অষ্টম শ্রেনী পর্য্যন্ত উচ্চ প্রাথমিক। স্তরগুলিতে পাঠ্যসূচীর বিভিন্নতা নিয়ে দেশগুলির মধ্যে প্রভেদ আছে। চীনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেনী) তিনটি স্তর আছে — নিম্ন প্রাথমিক (প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেনী), মধ্য প্রাথমিক (তৃতীয় শ্রেনী), এবং উচ্চ প্রাথমিক (চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেনী)। ইন্দোনেশিয়া এবং মেক্সিকোয় একই ধরণের কাঠামো রয়েছে। ৪ নং সারণীতে ব্রাজিল ছাড়া ই-৯ দেশগুলির শিক্ষা কাঠামো এবং স্তর ভিত্তিক প্রভেদ দেখানো হল।

সারণী — ৪

প্রাথমিক শিক্ষায় কাঠামো এবং স্তর সমূহ

দেশের নাম	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্তর সমূহ	পাঠক্রমের স্তরভিত্তিক প্রভেদ
বাংলাদেশ	১—৫	
ব্রাজিল	—	—
চীন	১—৫	১—২, ৩
মিশর	১—৫	
ভারতবর্ষ	১—৬	
ইন্দোনেশিয়া	১—৬	১—২, ৩
মেক্সিকো	১—৬	১—২, ৩
পাকিস্তান	১—৫	

সুত্র — 'ই-৯' দেশসমূহের প্রতিবেদন, ইউনেসকো, ১৯৯৬

৩.৫.৩. **পাঠক্রম ঃ বিষয় এবং গুরুত্ব সমূহ**

ভাষা এবং গণিত শিক্ষা নিয়ে দেশগুলির মধ্যে প্রভেদ নেই। 'ই-৯' দেশগুলির প্রত্যেকটিতে প্রথম শ্রেনী থেকে এই বিষয়গুলি পড়ানো হয়। শরীর শিক্ষা এবং /অথবা স্বাস্থ্য, সেই সঙ্গে কলাবিদ্যা এবং হস্তশিল্প বেশীরভাগ দেশগুলিতে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। আটটি দেশের মধ্যে চারটিতে ধর্ম, সমাজবিদ্যা, এবং বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। নীতি শিক্ষা, সঙ্গীত এবং পরিবেশ বিদ্যা কম গুরুত্ব পাচ্ছে (অর্ধেকের কম দেশে শিক্ষা দেওয়া হয়। চীন এবং ভারতবর্ষে শ্রম এবং কাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। মিশর এবং নাইজিরিয়ায় আলাদাভাবে লেখা শেখানো হয়। ৫ নং সারণীতে এই বিষয়গুলি দেখানো হল।

সারণী—৫

ই-৯ দেশসমূহের পাঠক্রম ঃ প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেনী

বিষয়	বাংলাদেশ	চীন	মিশর	ভারতবর্ষ	ইন্দোনেশিয়া	মেক্সিকো	নাইজিরিয়া	পাকিস্তান
ভাষা	□	□	□	□	□	□	□	□
ইংরাজী	□						□	□
গণিত	□	□	□	□	□	□	□	□
নীতিশিক্ষা		□						
সমাজ		□ (৩)*						
প্রকৃতি		□						
সঙ্গীত		□						
শ্রম/কাজের অভিজ্ঞতা		□ (৩)		□				
বিজ্ঞান					□ (৩)	□ (৩)	□	□
ইতিহাস						□ (৩)		
ভূগোল						□ (৩)		
সমাজবিদ্যা					□ (৩)		□	□
সংযুক্ত ই ভি এস	□			□				
ধর্ম	□				□		□	□
কলা ও হস্তশিল্প	□			□	□	□	□	□
লেখা			□				□	
শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলী			□					
গ্রন্থাগার			□					
শরীর শিক্ষা	□	□				□	□	
স্বাস্থ্য							□	
শরীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য				□	□			□
স্থানীয় বিষয়					□			
নাগরিকত্ব ও রাষ্ট্রীয় বিষয়					□	□ (৩)		

সূত্র ঃ ই-৯ দেশগুলির প্রতিবেদন, ইউনেসকো, ১৯৯৬ বিষয়গুলি কোন্ শ্রেনী থেকে প্রবর্তিত হয়েছে তা বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত।

৩.৫.৪. **পাঠক্রমের ভার**

দেশ অনুযায়ী পাঠক্রমের ভারের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। গড় পড়তায় প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের সাতটি করে বিষয় পড়ানো হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের নাইজিরিয়ার ক্ষেত্রে দশটি ও মেক্সিকোর ক্ষেত্রে পাঁচটি করে বিষয় পড়ানো হয়। তৃতীয় শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের ছয় থেকে দশটি বিষয় পড়ানো হয়। সব থেকে বেশী বিষয় পড়ানো হয় নাইজিরিয়ায়। সেখানে মোট বিষয় সংখ্যা দশ। এর পরের স্থানে আছে মেক্সিকো সেখানে নয়টি বিষয় পড়ানো হয়। ভারতবর্ষ ও মিশর উভয় ক্ষেত্রে ছয়টি করে বিষয় পড়ানো হয়। দেশ ও শ্রেনীভিত্তিক পাঠক্রমের বিভাজন ৬নং সারণীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণী ঃ ৬

বিষয়ের সংখ্যা ঃ প্রথম —দ্বিতীয় শ্রেনী; এবং তৃতীয় শ্রেনী

দেশের নাম	প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেনী	তৃতীয় শ্রেনী
বাংলাদেশ	৮ (১২) *	৮ (১২)
চীন	৬	৮
মিশর * *	৬	৬
ভারতবর্ষ	৬	৬
ইন্দোনেশিয়া	৭	৯
মেক্সিকো	৫	৮
নাইজিরিয়া	১০	১০
পাকিস্তান	৮	৮

সূত্র ঃ ই-৯ দেশগুলির প্রতিবেদন, ইউনেস্কো ১৯৯৬

চাররকম ধর্মশিক্ষা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। যথা: ক) ইসলাম, খ) হিন্দু, গ) বৌদ্ধ, এবং ঘ) খ্রীস্টান

আরবী বিদ্যালয় এবং সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ে ভাষা সংক্রান্ত পাঠক্রম থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.৬.০. থ্রী আর শিক্ষণ ঃ বর্তমান অবস্থা এবং মূল সিদ্ধান্ত।

৩.৬.১. **শিক্ষা দানের অবস্থা ঃ**

৩.৬.১.১ শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত:

৭ নং সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে শিক্ষার্থী - শিক্ষক অনুপাত বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও নাইজিরিয়ার ক্ষেত্রে ততটা আশানুরূপ নয়। কারণ এই সব দেশগুলির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী - শিক্ষক অনুপাত যথাক্রমে ৬৩, ৪৮, ৪১ এবং ৩৯।

নাইজেরিয়াতে গ্রাম ও শহরের মধ্যে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাতের উল্লেখযোগ্য তফাৎ আছে। এবং পকিস্তানের ক্ষেত্রে এই অনুপাত বৈশিষ্টপূর্ণ ভাবে লিঙ্গ ভিত্তিক। হিসাব করে দেখা গেছে যে নাইজিরিয়ায় শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯০ থেকে ১১০ শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক আছেন এবং পাকিস্তানের শহরের কিছু বিদ্যালয়ে ৭০ জন বালিকার জন্য একজন শিক্ষক এবং ৫৩ জন বালকের জন্য একজন শিক্ষক আছেন।

শিক্ষার্থী - শিক্ষক অনুপাতের তথ্য থেকে গ্রাম ও শহর এবং লিঙ্গভিত্তিক বৈসাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

উদাহরণস্বরূপ, পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থী - শিক্ষক অনুপাত রাওয়ালপিন্ডিতে সব থেকে বেশী এবং প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে সব থেকে কম। এই অনুপাত যথাক্রমে ৮৩:১ এবং ১৬:১। পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে গড় পড়তায় লিঙ্গ ভিত্তিক শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত বালক ও বালিকাদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৩৫:১ ও ৩৩:১। শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে এই অনুপাত বালক ও বালিকাদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৫৩ : ১ ও ৭০: ১। নাইজেরিয়ার গ্রাম ও শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত যথাক্রমে ৩০-৬০ : ১ ও ৯০ - ১১০ :১।

সারণী—৭

শিক্ষার্থী - শিক্ষক অনুপাত

দেশের নাম	অনুপাত
বাংলাদেশ	৬৩
ব্রাজিল	২৩
চীন	২২
মিশর	২২
ভারতবর্ষ	৪৮
ইন্দোনেশিয়া	২৩
মেক্সিকো	৩০
নাইজিরিয়া	৩৯ (৩৭)*
পাকিস্তান	৪১ (৩৮)*

সূত্র ঃ ইউ এন ডি পি, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ১৯৯৬

* দেশ সমীক্ষার প্রতিবেদন, ১৯৯৬

৩.৬.১.২. শিক্ষাদানের ভাষা:

দেশসমীক্ষার প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাদানে ভাষাগত অবস্থান ৮ নং সারণীতে দেয়া হল।

সারণী : ৮

শিক্ষাদানের ভাষা / মাতৃভাষা

দেশের নাম	শিক্ষাদানের ভাষা / মাতৃভাষা
বাংলাদেশ	বাংলা
চীন	চৈনিক
মিশর	আরবী
ভারতবর্ষ	ত্রি ভাষা নীতি ঃ হিন্দী অথবা মাতৃভাষা / আঞ্চলিক ভাষা; দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজী অথবা হিন্দী; তৃতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দী অথবা ইংরেজী কিম্বা একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা
ইন্দোনেশিয়া	ভাষা ইন্দোনেশীয়া
মেক্সিকো	স্পেনীয় ; ৩৩ টি স্থানীয় ভাষা যেমন নাহুয়াৎল, মায়া, জোপাক্কো, মেক্সিক্কো, হালনু, ৎজেলতা, ৎজোতজিল); ৫২ টি কথ্য ভাষা
নাইজিরিয়া	নাইজেরীয় (যেমন হাউশেন-ফুলানি, ইগ্‌বো, ইয়োরুবন্); চতুর্থ শ্রেনী থেকে ইংরেজী শুরু হয়।
পাকিস্তান	উর্দু এবং / বা পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পুস্তো, বালোচী

সূত্র: ই-৯ দেশগুলির প্রতিবেদন, ইউনেস্কো, ১৯৯৬।

বেশীরভাগ দেশগুলিতেই প্রারম্ভিক শ্রেণীতে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা, এবং অথবা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হয়। চতুর্থ শ্রেনী থেকে জাতীয় ভাষায় শিক্ষাদান একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এর ব্যাতিক্রম সেই সমস্ত দেশে দেখা যায় যেখানে জনগোষ্ঠীর এবং সংস্কৃতির বৈচিত্র বিশেষভাবে বিদ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ ভারতবর্ষ, নাইজিরিয়া, পাকিস্তান ও মেক্সিকোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পাঠক্রম শিক্ষাদানের জন্য যোগ্য শিক্ষক পাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের ভাষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ নাইজিরিয়ার কথা বলা যেতে পারে, সেখানে নাইজেরীয় ভাষা সমূহ শিক্ষার ক্ষেত্রে সময় এবং সংস্থানের অভাব অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম শ্রেনীর প্রারম্ভে সব থেকে বেশী সময় ব্যয় করা হয় ইংরাজী শিক্ষার জন্য। যদিও প্রথম তিনটি শ্রেনীতে জ্ঞান দানের মুখ্য মাধ্যম হল নাইজেরীয় ভাষা সমূহ। প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেনী পর্যন্ত কিছু শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ইংরাজী এবং স্থানীয় ভাষায় পড়া এবং লেখা অসুবিধাজনক হয়। এই অসুবিধা প্রাথমিক শিক্ষার শেষ পর্যায়ে কিছুটা লাঘব হয়। নাইজিরিয়ার দেশ সমীক্ষার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা আছে যে নাইজেরীয় ভাষা শিক্ষার উপাদান উল্লেখযোগ্যভাবে অপ্রতুল।

৩.৭.০. শিক্ষাদানের সময় ঃ

৩.৭.১. সমস্ত বিষয় :

প্রতিটি বিষয়ের জন্য নির্দ্ধারিত সময়ের পরিমান নির্ভর করে ঐ বিষয়ের অগ্রাধিকার ও সামঞ্জস্যের উপর। আদর্শগতভাবে ভাষা, গণিত প্রভৃতি প্রাথমিক দক্ষতা ভিত্তিক বিষয়গুলির (যথা কলা, সঙ্গীত, শরীরচর্চা) সামঞ্জস্য থাকা দরকার। পাঠক্রম সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নির্ণয় করার জন্য পাঠক্রমের মূল লক্ষ্য ধর্তব্যের মধ্যে আনা দরকার অর্থাৎ পাঠ্যসূচী সার্বিক কিনা এবং শিক্ষার্থীর ধীশক্তি, সংবেদনশীলতা ও মনঃচলণ এর প্রয়োজন পুরণ করে কিনা দেখা দরকার। একটি বিষয়ের জন্য নির্দ্ধারিত সময় এবং তদনুযায়ী অগ্রগতির সম্পর্কের উপর মিশ্র ধরণের গবেষণা হয়েছে। গ্লার্থর্ন (১৯৯৪) এর গবেষণা অনুযায়ী কোন বিষয়ে শিক্ষণের অগ্রগতি ঐ বিষয়ে কতটা দেয় সময়ের সঙ্গে সমানুপাতিক। যদিও ৩২ ধরণের শিক্ষাপদ্ধতির উপরে আন্তর্জাতিক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে যে শিক্ষাদানের সময়ের পরিমাণের সঙ্গে শিক্ষার অগ্রগতির সম্পর্ক ততখানি সুদৃঢ় নয়। পঠনের অগ্রগতির পার্থক্যের পিছনে সময় খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না। বরঞ্চ সময় কিভাবে ব্যয় করা হয়েছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় (ল্যুন্ডবার্গ এবং লীন্যাকীলা, ১৯৯৩)।

এই সাধারণ কাঠামোয় শিক্ষাদানের সময়কে ক্ষেত্রগত বিষয় হিসাবে ধরা হয় যা প্রাপ্ত নির্দেশের অভ্যাসে বাধা তৈরী করতে পারে বা নাও করতে পারে। প্রথমে, ই-৯ দেশগুলিতে সমস্ত পাঠ্যসূচীর জন্য নির্ধারিত সময় উপস্থাপিত করা হল এবং তার পরে ভাষা শিক্ষা ও গণিত শিক্ষার জন্য নির্দ্ধারিত সময় উপস্থাপিত করা হল।

সারণী—৯

প্রতি বছরে শিক্ষাদানের গড়পড়তা সময়ের বিষয়ে দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য

দেশের নাম	প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেনী	তৃতীয় শ্রেনী	তৃতীয় শ্রেনীতে বৃদ্ধির শতকরা হার
বাংলাদেশ	৪৮৬	৭০০	৪৪.০
চীন	৭২১.৫	৭২৭.২	০.৮
মিশর*	—	—	—
ভারতবর্ষ	৮৪০ (৫৫২)**	৮৪০ (৫৫২)	০.০
ইন্দোনেশিয়া	৬৬০	৯৬০	৪৫.৪
মেক্সিকো	৮০০	৮০০	০.০
নাইজেরিয়া	৭৯৯.২	১৯২.২	০.০
পাকিস্তান	৯১০ (৫৬১.৬)**	৯১০ (৫৬১.৬)**	০.০

সুত্র ই-৯ দেশগুলির প্রতিবেদন, ১৯৯৬

সারণী—৯ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

* প্রাপ্ত তথ্য : আরবি বিদ্যালয়গুলিতে প্রতিসপ্তাহে ৩৪ পিরিয়ড; পিরিয়ডের সময় দৈঘ্য অজানা।

** বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত সংখ্যা সুপারিশ বর্হিভূত প্রকৃত ঘন্টাকে নির্দেশ করছে। তথ্য দেশসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত। এটা দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ায় শিক্ষাদানে বছর প্রতি যত ঘন্টা নির্দ্ধারিত আছে তা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনীর তুলনায় তৃতীয় শ্রেনীর ক্ষেত্রে বেশী। এই বৃদ্ধির পরিমান যথাক্রমে ৪৪ এবং ৪৫.৪ শতাংশ। চীনের তৃতীয় শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে আরও একটু বেশী (০.৮ শতাংশ।) ভারত ও পাকিস্তানের দেশ সমীক্ষার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা আছে যে সরকারী এবং সুপারিশ করা শিক্ষা দিবসের সংখ্যার মধ্যে সাদৃশ্য নেই। বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত সংখ্যায় এই অবস্থা প্রতিফলিত হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয় পিছু সময় নির্দ্ধারণের জন্য ১৯৮৪ সালে গুডল্যাড যে সুপারিশ করেছেন তাকে ভিত্তি করে 'ই-৯' দেশগুলির মধ্যেকার পার্থক্যকে বোঝা যায়। তুলনার সুবিধার জন্য ৪৫ মিনিটের পিরিয়ডকে প্রতি সপ্তাহের মোট ঘন্টায় এবং মোট ঘন্টার শতাংশকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ১০ নং সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে গুডল্যাড সুপারিশ অনুযায়ী প্রতি শিক্ষা সপ্তাহের ৩০ শতাংশ ভাষা ও কলাবিদ্যার জন্য এবং ২১ শতাংশ সময় গণিত শিক্ষার জন্য ব্যয় করা উচিত।

সারণী—১০

শিক্ষা সপ্তাহ / ঘন্টা : প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেনী।

বিষয়	প্রতি সপ্তাহে পিরিয়ড	প্রতি সপ্তাহে ব্যয়িত ঘন্টা	মোট শতাংশ
ভাষা ও পড়া	১০	৭.৫	৩০.৩
গণিত	৭	৫.২৫	২১.২
সমাজ বিদ্যা	৩	২.২৫	৯.১
বিজ্ঞান	৩	২.২৫	৯.১
স্বাস্থ্য ও শরীর শিক্ষা	৩	২.২৫	৯.১
কলাবিদ্যা	৫	৩.৭৫	১৫.২
নির্বাচিত বিষয়	২	১.৫	৬.০
মোট	৩৩	২৪:৭৫	১০০

উৎস ঃ গুডল্যাড ১৯৮৪ থেকে অনুসৃত।

* ৪৫ মিনিটের পিরিয়ড ৬০ মিনিটের ঘন্টায় রূপান্তরিত।

৩.৭.২. ভাষা এবং গণিত

১১নংসারণীতে উল্লিখিত ভাষা ও শিক্ষাদানের জন্য নির্দ্ধারিত সময়ের শতকরা হিসাব দেশ সমীক্ষার প্রতিবেদন থেকে সংগৃহীত। ভাষা ও গণিত শিক্ষার সময় নিয়ে দেশগুলির মধ্যেকার পার্থক্যের উপস্থাপনা সীমাবদ্ধ কারণ প্রতিবেদনে তথ্যগুলির মধ্যে পারম্পর্য্যের অভাব। একটি ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সপ্তাহ পিছু পিরিয়ডের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, ফলতঃ যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা প্রতি সপ্তাহ বা বছরে মোট ঘন্টার শতকরা হিসাবের পরিবর্তে প্রতি সপ্তাহের মোট পিরিয়ডের শতকরা হিসাবের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছে। কয়েকটি দেশের প্রতিবেদনে কেবলমাত্র একটি শিক্ষাবর্ষে মোট কত ঘন্টা শিক্ষাদানে ব্যয় করা হয় তার উল্লেখ আছে কিন্তু ভাষা ও গণিত শিক্ষার জন্য নির্দ্ধারিত সময়ের বিভাজন স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা নেই। শিক্ষাদানের মোট সময়ের সামগ্রিক চিত্র থেকে থ্রী-আর পঠন পাঠন সূচীর অগ্রাধিকার প্রতিফলিত হয়।

সারণী—১১

নির্বাচিত 'ই-৯' দেশগুলিতে থ্রী-আর পঠন পাঠনে সময়

দেশ	ভাষা ও শিক্ষার শতকরা সময়	গণিত শিক্ষায় শতকরা সময়
চীন	৪১.৫৯	২৪.৭৭
মিশর	৩৫.২ (ভাষা) ৫.৮ (হস্তলিপি)	১৭.৬
ভারত বর্ষ	৩০	১৫
ইন্দোনেশিয়া	৩০.৩ (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনী)	৩০.৩ (প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেনী)
মেক্সিকো	৪৫.০ (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনী) ৩০ (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনী)	৩০.৩ (তৃতীয় শ্রেনী) ২৫ (তৃতীয় শ্রেনী)
পাকিস্তান	২৫	২৫

উৎস ঃ ই-৯ দেশগুলির প্রতিবেদন, ইউনেস্কো, ১৯৯৬

চীন এবং মিশর ভাষা শিক্ষার তুলনায় গণিতের জন্য কম সময় ব্যয় করে। চীনে গণিতের জন্য ২৪.৭৭ শতাংশ এবং ভাষার জন্য ৪১.৫৯ শতাংশ সময় নির্দ্ধারিত আছে। মিশরের ক্ষেত্রে গণিতের জন্য ১৭.৬ শতাংশ এবং ভাষা শিক্ষার জন্য ৩৫.২ শতাংশ সময় নির্দ্ধারিত আছে। অনুরূপভাবে, ভারতবর্ষের প্রাথমিক পাঠ্যসূচীতে ভাষার তুলনায় গণিত শিক্ষায় কম গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মোট নির্দ্ধারিত সময়ের ১৫ শতাংশ গণিতের জন্য এবং ৩০ শতাংশ সময় ভাষা শিক্ষার জন্য বন্টন করা হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ায় প্রতি শ্রেনীতে বিষয় পিছু শিক্ষাদানের সময়ে কোন তফাত নেই কিন্তু শ্রেনী অনুযায়ী ভাষা বনাম গণিত শিক্ষাদানে সময়ের পার্থক্য আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনীর শিক্ষার্থীরা তৃতীয় শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের (শতকরা ৪২) থেকে তুলনামূলকভাবে কম সময় (৩০.৩ শতাংশ) ব্যয় করে।

মেক্সিকোতে এই অবস্থা ঠিক উল্টো, সেখানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনীর শিক্ষার্থীরা ৪৫ শতাংশ সময়, ভাষা শিক্ষার জন্য সময় ব্যয় করে। অন্যদিকে তৃতীয় শ্রেনীতে ভাষা ও গণিতে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনীর তুলনায় ভাষা ও গণিতে যথাক্রমে ৩০ ও ২৫ শতাংশ সময় নির্দ্ধারিত করা হয়েছে। এটা উল্লেখযোগ্য যে ইন্দোনেশিয়া ও মেক্সিকো এই উভয় দেশে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনীতে ৭ টি বিষয় পড়ানো হয় যা তৃতীয় শ্রেনীতে বেড়ে ৯ টি বিষয় হয়। সেই সঙ্গে শতকরা হিসাবে দেশগুলিতে পাঠক্রমের কোন বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তা চিহ্নিত করা যায়।

বাংলাদেশে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনীতে প্রতি বছরে ৪৮৬ ঘন্টা নির্দ্ধারিত আছে যা তৃতীয় শ্রেনীতে বেড়ে গিয়ে প্রতি বছরে ৭০০ ঘন্টায় পরিণত হচ্ছে। প্রথম শ্রেনীতে মাতৃভাষা বাংলা এবং ইংরাজী ভাষা, শিক্ষায় অন্তর্ভূক্ত।

১২ নং সারণীতে নাইজিরিয়ার অবস্থা উপস্থাপিত করা হয়েছে। ভাষা শিক্ষায় হৌসা, ইংরাজী এবং লেখা অন্তর্ভূক্ত।

সারণী—১২

নাইজিরিয়া : বিষয় ও শ্রেনীভিত্তিক প্রতি বছরে শিক্ষাদানের ঘন্টা

বিষয়	প্রথম শ্রেনী	শতকরা হার	দ্বিতীয় শ্রেনী	শতকরা হার	তৃতীয় শ্রেনী	শতকরা হার
ইংরাজী	২৮.১	৩৫.১৬	৩২৪	৪০.৫৪	৩২৪	৪০.৫৪
লেখা	৬৫	৮.১৩	৪৩	৫.৩৮	৪৩	৫.৩৮
হৌসা	২২	২.৭৫	২২	২.৭৫	২২	২.৭৫
গণিত	২১৬	২৭.০২	২১৬	২৭.০২	২১৬	২৭.০২

উৎস ঃ নাইজিরিয়া দেশ সমীক্ষা : * উম্মির প্রাথমিক মিন্নার জন্য হিসাবের ভিত্তিতে প্রস্তুত।

৩.৮.০ অবশ্যপাঠ্য বই এবং শিক্ষণের উপাদান ঃ

একটি শ্রেনীতে সাধারণ সম্পদের সূচক হিসাবে ছাত্র পিছু অবশ্য পাঠ্যবইয়ের সংখ্যাকে ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রায়শই ই-৯ দেশগুলিতে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেনীতে অবশ্য পাঠ্যবই একমাত্র শিক্ষণ উপাদান। এই উপাদানগুলি সহজে পাওয়া, গুণগত মান ও পাঠযোগ্যতা নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীকে কাজে পরিণত করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা ও কলাবিদ্যা শিক্ষার সহযোগী উপাদান যেমন শ্রেনীকক্ষের পুস্তক সংগ্রহ, হয় নেই না হয় ব্যবহার করা হয় না। অবশ্য পাঠ্যবই লেখা, সম্পাদনা, উৎপাদন এবং বন্টন নিয়ে দেশগুলিতে নিজেদের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রতিরূপ তৈরী করার পক্ষে তাৎপর্য্যপূর্ণ এই পার্থক্যগুলি নীচে আলোচনা করা হল।

৩.৮.১. পাঠ্যবই উৎপাদন : রচনা, সম্পাদনা এবং ছাপানো

অবশ্য পাঠ্যবই লেখা ও সম্পাদনার কাজে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় যেখানে জাতীয় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তৈরী পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি আছে এবং সেই সঙ্গে আছেন পাঠ্যসূচী বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক ও একজন ছবি আঁকিয়ে। বাংলাদেশে এলোমেলোভাবে নির্বাচিত ১০০টি বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেনীতে ও প্রতি বিষয়ে পাঠ্যবই, শিক্ষক নির্দেশিকা এবং উৎস বই নিয়ে এক বছর ধরে একটি কার্য্যকরী সমীক্ষা করা হয়। এই সমীক্ষায় প্রতি বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষক এবং অন্যান্যদের প্রতিক্রিয়া নথিভুক্ত করা হয়।

প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেনী পর্য্যন্ত প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়াগুলি জাতীয় পাঠক্রম এবং পাঠ্যবই পর্ষদ বিশ্লেষণ করার পর বছর শেষে একটি সংক্ষিপ্ত বিষয়নিষ্ঠ প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। ৪০০ জনের মধ্যে থেকে লটারীর মাধ্যমে মুদ্রক ঠিক করা হয়। তারপর নির্বাচিত মুদ্রকদের এন সি টি বি 'র সাথে চুক্তি করতে হয় যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এন সি টি বি 'র সরবরাহ করা ভালো কাগজে মুদ্রকের কাজ সুসম্পন্ন হয়। মুদ্রকের গুণগত মান ঠিক রাখার দায়িত্ব পরিদর্শক ও আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত একটি দলের উপর দেওয়া আছে। তারপর প্রতিপর্বে এই নতুন পাঠ্যবই পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বাংলাদেশে ১৯৯২ সালে প্রথম শ্রেনীতে নতুন পাঠ্যবই অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, ফলে ১৯৯৬ সালের মধ্যে পাঁচটি শ্রেনীতেই নতুন পাঠ্যবই অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

ভারতবর্ষের রাজ্যগুলিতে বহুভাষাভাষী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য অবশ্যপাঠ্যবই বহুভাষায় প্রকাশ করা হয়। ব্যক্তিমালিকানায় প্রকাশনা সত্ত্বেও বেশীর ভাগ বই কেন্দ্রীয় স্তরে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ দ্বারা প্রকাশিত হয়।

মিশরে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অবশ্য পাঠ্যবই নির্বাচিত করা হয়।

নাইজিরিয়ায় স্থানীয় বিশেষজ্ঞরা অবশ্যপাঠ্যবই রচনা ও সম্পাদনা করে থাকেন।

৩.৮.২. **পাওয়ার সুযোগ**

ভারতবর্ষে, প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের, বই পাওয়ার কোন সমস্যা নেই।

ইন্দোনেশিয়ায় ১৯৯৪ সালের পাঠক্রম কার্য্যকরী করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী পাঠ্যবই ব্যবহার করা হয়। পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ না থাকার জন্য পাঠ্যবইয়ের সরবরাহ অপ্রতুল এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের কিছু বিদ্যালয় পাঠ্যবই পায়নি। এই সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক বিদ্যালয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালকের দপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারী পাঠ্যবই ব্যবহার করে।

মেক্সিকোর ক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ের সংখ্যার সাথে শ্রেনীসংখ্যার একটা বিপরীত সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে (প্রথম শ্রেনীর শিক্ষার্থীর জন্য ৭টি পাঠ্যবই, দ্বিতীয় শ্রেনীর জন্য ৬টি পাঠ্য বই; তৃতীয় শ্রেনীর জন্য পাঁচটি পাঠ্যবই নির্দ্ধারিত। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনীর জন্য 'অভ্যাস বই' আছে কিন্তু তৃতীয় শ্রেনীতে তার বদলে অবশ্যপাঠ্যবই ব্যবহার করা হয়। নাইজিরিয়ার ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হচ্ছে বইয়ের দাম। যদিও প্রাথমিক স্তরে ৩০০র বেশী পাঠ্যবই আছে, কিন্তু, —''বইগুলি সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। এমনও দেখা গেছে ৬০ জন শিক্ষার্থীর একটি শ্রেনীতে মাত্র একজন শিক্ষার্থীর ইংরাজী ভাষা ও গণিতের বই আছে। শিক্ষকরে বই বা নির্দেশিকা পান না ফলে তারা শিক্ষার্থীদের থেকে পাঠ্যবই নিয়ে শিক্ষাদানের কাজ করেন।

৩.৮.৩ **গুণগত মান**

ইন্দোনেশিয়ায় সহজলভ্য বেসরকারী পাঠ্যপুস্তক গুণগত মানের দিক থেকে নিম্নস্তরের। গুণগত মানের দিক থেকে সরকারী পাঠ্যপুস্তক উচু স্তরের এবং বিষয়সূচী পাঠক্রমের সাথে সঙ্গতি পূর্ণ। কিন্তু কিছু কিছু অঞ্চলে এই পাঠ্য পুস্তকের সরবরাহ নিয়মিত নয়। ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বাজারে সহজলভ্য অনেক পাঠ্যপুস্তক অপাঠ্য কারণ শক্ত শব্দের ব্যবহার এবং সবদিক থেকে গুণগত মানে নিম্ন শ্রেনীর। যশপালের নেতৃত্বে জাতীয় কমিটি বইয়ের পাঠযোগ্যতা বাড়াবার সুপারিশ করেছে।

চীনে ১৯৯৩ সাল থেকে চালু অবশ্য পাঠ্যবই শিক্ষার্থী এবং গবেষকদের কাছে বেশী সন্তোষজনক মনে হয়েছে। কারণ এই পুস্তকগুলি শিশুদের মানসিক প্রয়োজন পূরণ করছে এবং সেই সঙ্গে পাঠ্যসূচীর প্রাথমিক চাহিদা অনুযায়ী লিখিত হয়েছে। কিন্তু বেশী বিষয় অন্তর্ভূক্ত করার ফলে তা শিশুদের বিশেষ করে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের শিশুদের কাছে তা বোঝাস্বরূপ —এই একটি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকগুলি সমালোচিত হয়েছে। ''ভাষাগত দিক থেকে কিছু কিছু ভাবপ্রকাশ উদাহরণ এবং ছাপা সঠিক হয়নি।'' নীতি শিক্ষায় আরও বেশী করে উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন।

অবশ্যপাঠ্যপুস্তক নিয়ে নাইজিরিয়ার সমস্যা হল ''কেবলমাত্র দু'টি রঙে ছাপা হওয়ায় ছবিগুলি অস্পষ্ট হয়েছে, ফলে বইয়ের পাতা থেকে ছবিগুলিকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়না। গণিত বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকে ছবিগুলি অত্যন্ত ঘনসন্নিবদ্ধ এবং বোঝার অবকাশ প্রায় নেই।'' কিছু পাঠ্যপুস্তকে বালিকাদের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক বাঁধাধরা ভূমিকার কথা বলা হলেও সাধারণভাবে পাঠ্যবইগুলিতে লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিফলিত হয়নি।

পাকিস্তানে শিক্ষাসংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রথম শ্রেনীতে প্রচলিত পাঠ্যের পরিবর্তে নতুন পাঠ্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে কিন্তু ভাষা এবং উল্লিখিত ধারণা শিক্ষার্থীদের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। নতুন পাঠ্যবই শিক্ষার্থী শিক্ষকের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদানের সুযোগ করে দিয়েছে। নতুন পাঠ্যবই প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেনীর সুপারিশ করা পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত এবং পরিবেশ, স্বাস্থ্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। শব্দের প্রয়োগ গুলি ও যথাযথ হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে শিশুরা খুব দ্রুত শিক্ষালাভ করেছে এবং বালকদের তুলনায় বালিকাদের শিক্ষায় অগ্রগতি সন্তোষজনক। পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়গুলিতে ভাষা শিক্ষায় যোগ্যতা তাৎপর্যমূলক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.৯.০. শিক্ষকের বৈশিস্ট্য ঃ শিক্ষাদান এবং তত্ত্বাবধান শিক্ষকতার শর্ত এবং তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত দেশভিত্তিক তথ্য ১৩ নং সারণীতে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

সারণী—১৩

ই-৯ দেশগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষক হওয়ার বর্তমান শর্তাবলী

দেশের নাম	প্রাথমিক শিক্ষক হওয়ার শর্ত	তত্ত্বাবধান
বাংলাদেশ		
চীন	সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা	মূল্যায়নের প্রতিবেদন বছরে একবার করতে হয়।
মিশর	শিক্ষার বিভাগ সমূহ ঃ (ক) বুনিয়াদি শিক্ষা বিভাগ (খ) নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে শিক্ষা সংস্থা ঃ প্রস্তুতি শংসাপত্র দানের পাঁচ বৎসর পর।	বৎসরে নূন্যতম তিন বৎসর তত্ত্বাবধান ঃ বৎসরান্তে মূল্যায়নে অধ্যক্ষও যুক্ত থাকেন।
ভারতবর্ষ	কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া দুই বৎসর প্রাক্ চাকুরী প্রয়োজন, এরপর ১০ অথবা ১২ বৎসর সাধারণ শিক্ষা ঃ প্রাথমিক শিক্ষক হবার জন্য ১২-১৪ বৎসর শিক্ষা দরকার ঃ ১০-১২ শতাংশ প্রাপ্ত নয় ঃ ১২ বৎসর সাধারণ শিক্ষার পর দুবৎসর সাধারণ শিক্ষারপর দুবছর ডিপ্লোমা কোর্স করা প্রাথমিক শিক্ষকতার শর্ত হিসাবে প্রয়োগ করার জন্য রাজ্যগুলি পদক্ষেপ গ্রহন করছে।	রাজ্যভিত্তিক পার্থক্য
ইন্দোনেশিয়া		
মেক্সিকো	নবম শ্রেনী সম্পূর্ণ করার পর আর চারটি বৎসরের পাঠক্রম (৮টি অর্দ্ধবার্ষিক পাঠক্রম) অথবা প্রাথমিক শিক্ষক হবার জন্য ১৩ বৎসরের শিক্ষা ক্রম	
নাইজেরিয়া	প্রায় ৩২ শতাংশ যোগ্যতাহীন। যোগ্যতামানের জন্য গ্রেড (II) শিক্ষক শংসাপত্র প্রয়োজন; শিক্ষা আবিশ্যিক শর্ত অথবা শিক্ষক হতে গেলে ১২ বৎসর ব্যাপী শিক্ষার প্রয়োজন। প্রস্তাবিত পরিবর্তন ১৫ বৎসর ব্যাপী শিক্ষার সুপারিশ করেছে।	ন্যূনতম পরিদর্শন এবং তত্ত্বাবধান, ১৯৯৪ সালে ৩৮,০০০ বিদ্যালয়ের মধ্যে কেবল ৬০০টির পরিদর্শন হয়েছে। কিছু গ্রামীণ বিদ্যালয় আদৌ পরিদর্শন হয় নি।
পাকিস্তান	পাঞ্জাবে জনশিক্ষা বিভাগ এবং অন্য তিনটি প্রদেশে প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের শাখাসমূহ দশম শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের নির্ব্বাচিত করে, প্রশিক্ষণ দেয় এবং মোট এগার বৎসর শিক্ষাক্রম দেওয়ার পর প্রাথমিক শিক্ষক হবার শংসাপত্র দেয়। প্রাক্-চাকুরী পাঠ্যসূচী অতিভারযুক্ত এবং স্বল্পস্থায়ী (দশটি বিষয়ের জন্য সপ্তাহ পিছু তেত্রিশ ঘণ্টা হিসাবে মোট উনচল্লিশ সপ্তাহ; যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক সরবরাহের ক্ষেত্রে সঙ্কট বিদ্যমান; ২০ শতাংশ পুরুষ শিক্ষক এবং ২৬ শতাংশ মহিলা শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়। অধিক মহিলা শিক্ষক নিয়োগকে লক্ষ্য হিসাবে ধরা হয়েছে।	

সূত্র ঃ ই-৯ দেশগুলির প্রতিবেদন, ইউনেস্কো, ১৯৯৬

৩.১০.০ থ্রী আর শিক্ষাদান ঃ বৈশিষ্ট্য এবং মূল বিষয় সমূহ

১৪ নং সারণীতে দেশগুলিতে ১-৩ শ্রেনীতে পাঠক্রম সম্পাদনার বৈশিষ্ট্য এবং মূল বিষয়গুলি সংক্ষিপ্তানুসারে দেখানো হয়েছে।

সারণী—১৪

পাঠক্রম পরিকল্পনা / ১-৩ শ্রেনীর পঠন এবং গণিতের পাঠ্যসূচীর মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

দেশের নাম	প্রকৃতি	বৈশিষ্ট্য	মূল বিষয় সমূহ	মন্তব্য
বাংলাদেশ	যোগ্যতা ভিত্তিক	প্রান্তিক যোগ্যতা; কর্ম তৎপরতা ভিত্তিক কৌশল; অবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ণ।	শিক্ষকের যোগ্যতা এবং উৎসাহ	অংশগ্রহণ পদ্ধতি জাতীয় কর্মশালা (৩৬০ জন বিশেষজ্ঞ ও পরিকল্পনা রূপকার।
চীন	চীনা ভাষা এবং গণিতের অখন্ড শিক্ষণ	অপেশাদার পাঠক্রম এবং কর্মভার, লক্ষ্য কাঠামো শিক্ষাদান পদ্ধতি।	আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষকরা শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের সাথে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে যোগ্য।	১৯৯৩ সালের রাষ্ট্রীয় শিক্ষা কমিশন ৫ম পাঠ্যসূচী চালু করেছে।
মিশর	যোগ্যতা ভিত্তিক	ন্যূনতম ধারণা, জ্ঞান, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ।		অখন্ড পঠন লিখন
ভারতবর্ষ	যোগ্যতা ভিত্তিক	ভাষা, অঙ্ক, পরিবেশবিদ্যা ন্যূনতম শিক্ষা; অবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ণ।	শিক্ষক প্রশিক্ষণ; শিক্ষণের ন্যূনতম শর্ত বাস্তবায়িত করা দরকার।	ঐক্যমতের ভিত্তিতে পাঠক্রমের উন্নতি সাধন হয়েছে; রাজ্যগুলি স্বউপযোগী পাঠক্রমের উন্নতি করতে পারে।
ইন্দোনেশিয়া	অখন্ড পঠন এবং লিখন (ভাতা ইন্দোনেশিয়া) গণিত সমাধান।	শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। (উদাহরণঃ প্রশ্ন করা, আলোচনা ও ব্যাখা);	ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকরা বেশী সময় দেয় (শোনা, বলা, পড়া এবং লেখা)	১৯৯৪ সালে ইন্দোনেশীয় ভাতা পাঠক্রম ভিত্তিক।
মেক্সিকো	অখন্ড		সময় ব্যবহারে শিক্ষকদের নমনীয় হবার সুযোগ আছে	প্রাধান্য; পড়ায় লেখায় এবং কথনে।
নাইজিরিয়া	নিয়ন্ত্রিত পরিমাণ	বৎসর, পর্ব, একক, সপ্তাহ ইত্যাদির ব্যবহারিক লক্ষ্য। পাঠক্রম বিষয়ভিত্তিক এবং অতিভার যুক্ত; অবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ণ।	যোগ্য শিক্ষক প্রাপ্তি পাঠক্রম অবলম্বনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার; প্রেরণা, অবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ণে প্রশিক্ষণ।	
পাকিস্তান	অখন্ড	গণিত এবং উর্দ্দুর জন্য একটি পাঠ্যবই ব্যবহৃত হয়। কার্যোপযোগী শিক্ষকের সাহায্যে সংযুক্তভাবে গণিত শিক্ষাদান।	সময় বিষয়ে শিক্ষাদানে শিক্ষকের অভাব। প্রথাগত পদ্ধতি ব্যবহার হয়।	ভাষা সমাজবিদ্যা বিজ্ঞান এবং ইসনামিয়ত শিক্ষণের জন্য একটিমাত্র পাঠ্যবই ব্যবহার হয়।

৩.১১.০. শিক্ষণ অগ্রগতি

এই প্রতিবেদনে শিক্ষণ অগ্রগতিকে শিশু ও শিক্ষকের সঙ্গে পারস্পরিক আদান প্রদানের ফলাফল হিসেবে দেখা হয়েছে। বেশিরভাগ দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষণে অগ্রগতির হার বৃদ্ধি করা। নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।

— বর্তমানে চীনের নীতি হল বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাজের তুলনা না করা। কেবলমাত্র কয়েকটি স্থুল সূচক আছে যা ব্যাখ্যা করার পক্ষে অসুবিধাজনক। কাজেই কোন বিশেষ বিদ্যালয়, প্রদেশ বা রাজ্যে শিক্ষণ অগ্রগতি নিরূপণ করা প্রায় অসাধ্য। যে বিষয় নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে সেখানেও একই ধরণের সমস্যা রয়েছে। পরীক্ষা নিরীক্ষাতে কার্য্য-কারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যা, সমস্যার সমাধান, সমস্যার বিশ্লেষণ অথবা বাস্তব জীবনে জ্ঞানের প্রয়োগ ইত্যাদির থেকেও তথ্যের গুরুত্ব বেশী। আরেকটি সমস্যা হচ্ছে মূল্যায়ণে পাঠ্যসূচী বর্হিভূত বিষয় ও লক্ষ্যের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না।

— ভারতবর্ষে শিক্ষণ অগ্রগতিকে জাতীয় স্তরে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। যশপালের নেতৃত্বে সরকারের জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, ... "অনেক বিষয় শেখানো হয় কিন্তু (শিক্ষার্থীরা) খুব অল্পই বুঝতে পারে বা শেখে"। ভারতবর্ষের শিক্ষায় অগ্রগতি এবং আশু কর্তব্য" শীর্ষক বিষয়ে বিশ্বব্যাংক তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে ভারতবর্ষে শিক্ষায় অগ্রগতি খুব কম এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ শ্রেণীতে প্রায়ই শিক্ষার্থী সমস্ত পাঠ্যসূচীর কেবলমাত্র অর্ধেক শিক্ষালাভ করেছে (বিশ্বব্যাঙ্ক, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬)।

১৯৯৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় ১৯৯৪ সালের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ইন্দোনেশীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে পাঠ্যসূচী উন্নয়ণ কেন্দ্র গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করে। মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষকেরা পাঠ্যসূচীকে কিভাবে অনুধাবন করছেন এবং শ্রেনী কক্ষে কিভাবে তা কাজে প্রয়োগ করছেন। ছোটস্তরে এই গবেষণার ফলাফলকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয় যেমন যে সব শিক্ষার্থী লিখতে ও পড়তে শুরু করেছে তার শতকরা হার; যারা লিখতে ও পড়তে অসুবিধার মধ্যে পড়ছে তাদের শতকরা হার; একটি পাঠে শিক্ষার্থীরা মোট কত শব্দ ব্যবহার করতে পারে ইত্যাদি। বিদ্যালয়ের অবস্থান এবং 'খারাপ' বিদ্যালয় ইত্যাদি বিষয়ের নিরীখে ফলাফল উপস্থাপিত করা হয়েছে।

— মেক্সিকোর শিক্ষা সংস্কার প্রচেষ্টায় ১৯৯১ সালের দলিল " নতুন শিক্ষা সংক্রান্ত আদর্শ" এ শিক্ষার অগ্রগতির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ও সামর্থ্য বিশেষ করে পড়া ও লেখা এবং দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে গণিতের ব্যবহার ইত্যাদিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

— নাইজিরিয়ার লাগোস বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেনীর শিক্ষার্থীরা নাইজিরিয়ার প্রধান ভাষা ইয়োরুবা বা ইংরাজীতে সরল গল্প পড়তে অক্ষম; এই দুটির একটি ভাষাতে কোন কিছু লিখতে অক্ষম। দেখা যাচ্ছে যে ভাষাগত দিক থেকে মাতৃভাষা ও ইংরাজী পরস্পরের প্রতিবন্ধকতা তৈরী করার ফলে অন্য কোনভাবে প্রতিবন্ধী না হলেও শিক্ষার্থীদের পড়া এবং লেখায় বিশৃঙ্খলা তৈরী হচ্ছে।

৩.১২.০ একটি প্রয়োগ কাঠামো ঃ কিছু সুপারিশ

ই-৯ দেশগুলির গ্রী আর সম্বন্ধীয় শিক্ষণের মান এর মূল বিষয়গুলি সম্বন্ধীয় সুপারিশ চারটি উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূক্ত: মান এবং মূল্যায়ণ; শিক্ষাদানের মান, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, এবং সম্পদসমূহ; ছাত্রদের সাফল্য, অনেকগুলি সুপারিশই একাধিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৩.১২.১. পরিণতি এবং সূচক সমূহ ঃ

বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার ও দায়বদ্ধতার উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা থেকে শিক্ষার পরিণাম জানার আগ্রহই প্রতিফলিত হয় ছাত্ররা কি জানবার এবং কি করবার প্রত্যাশী? তাদের কৃতিত্ব কিভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব? এই সমস্ত মূল প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা দরকার।

—স্থায়ী শিক্ষা সংস্কারের শর্ত হল শিক্ষার্থীর সাফল্যের উচ্চমান বজায় রাখা। এই ধরণের শিক্ষা সংস্কারের পদক্ষেপ যে সমস্ত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, সেগুলি হল মান উন্নয়ণ, পরিণতি এবং সূচক সমূহ এবং এইগুলি থেকেই কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা কি চায় তা প্রতিফলিত হয়। শিক্ষণের অভিজ্ঞতার ফলাফল অথবা ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষা প্রণালীর ক্রিয়াকে পরিণতি হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। সূচক সমূহ সাধারণতঃ সংখ্যার নিরীখে অথবা অন্য কোন প্রতীকের সাহায্যে উপস্থাপিত করা হয়। এই সূচক সমূহই কাঙ্খিত পরিণতির সাফল্য স্থির করতে ব্যবহার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে একটি নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে যাহা কিনা সেখানকার জনসাধারণকে তাদের শিশুদের কাঙ্খিত পরিণতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। এই পদ্ধতি সুসংবদ্ধ এবং যথোপযুক্ত সূচকের সাহায্যে শিক্ষার্থীর উন্নতি মূল্যায়ণে সাহায্য করে। ই-৯ দেশগুলির অনেক ক্ষেত্রেই যোগ্যতা-ভিত্তিক পাঠক্রম ব্যবহার করা হয়। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর উন্নতির অবিচ্ছিন্নভাবে মূল্যায়ণ করা প্রয়োজন। অবিচ্ছিন্নভাবে মূল্যায়ণ পদ্ধতির সফল প্রয়োগের জন্য উৎসাহী এবং জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষকের দরকার। অবিচ্ছিন্নভাবে মূল্যায়ণের ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনার জন্য শিক্ষকদের পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করা দরকার। দেশ সমীক্ষার প্রতিবেদন থেকে দেখা গেছে যে অনেক শিক্ষকই অবিচ্ছিন্নভাবে মূল্যায়ণের পদ্ধতিকে গুরুভাব হিসাবে দেখে। শিক্ষকদের যে ক্ষেত্রে সময়ের প্রতিকূল কাজের পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হয়, সেক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্নভাবে মূল্যায়ণের পদ্ধতি যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

সুপারিশ সমূহ ঃ

— কাঙ্খিত পরিণতি চিহ্নিত করার জন্য যাতে একটি সুসংবদ্ধ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, তা নিশ্চিত করা দরকার।

— শিশুর বিকাশের দিকগুলিতে নজর রাখা এবং তার সামগ্রিক পরিণতিকে নিশ্চিত করা দরকার।

— পরিণতির সাফল্য পরিমাপ করার জন্য সূচক সমূহের উন্নতি ঘটানো নিশ্চিত করা দরকার।

— মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে যুক্তি, সমস্যার সমাধানের ক্ষমতা, বিশ্লেষণী দক্ষতা ইত্যাদিকে যাতে ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয়, তা নিশ্চিত করা দরকার।

— যা শেখানো হয় এবং যা পরিক্ষীত হয়, তার মধ্যে যাতে সম্পর্কে থাকে, তা নিশ্চিত করা দরকার।

— কলা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়গুলি যাতে অবহেলিত না হয়, সেইজন্য যা শেখানো হয় এবং যে বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার মধ্যে সংযোগ থাকা দরকার।

৩.১২.২.

শিক্ষকের উপর শিক্ষা পদ্ধতির ভালমন্দ নির্ভর করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রতি শ্রেনীর ভালো শিক্ষকের জন্যই শিক্ষার্থীর শিক্ষায় অগ্রগতি হয়, কাজেই শিক্ষক শিক্ষণ বিশেষ করে প্রাক্-শিক্ষকতা প্রশিক্ষণ পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করা দরকার যাতে শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ করার সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। প্রাক শিক্ষকতা পর্বের প্রশিক্ষণে কেবলমাত্র জ্ঞানার্জনের দিকেই দৃষ্টি দেওয়া হয় ফলে পেশাগত দক্ষতা, শিক্ষাদান অভ্যাস, শ্রেনী-কক্ষ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার উপর দৃষ্টি না দেওয়ার জন্য একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষক তৈরী করা যাবে না।

মূল্যায়ণ ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান ও উৎকর্ষের বিদ্যালয় / বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা বোঝা যেতে পারে। মূল্যায়ণ ব্যবস্থায় স্ব-মূল্যায়ণ, সমবর্গীয়দের মূল্যায়ণ এর মানের প্রতি আনুগত্য ও অন্তর্ভূক্ত। মূল্যায়ণ ব্যবস্থার মাধ্যমেই উঁচু মান রক্ষিত হচ্ছে কিনা বোঝা যায়।

সুপারিশ সমূহ ঃ

— শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা এবং মান রক্ষিত হচ্ছে কিনা তা ঠিক করার জন্য মূল্যায়ণ ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে।

— শিক্ষকদের পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত মূল্যায়ন করার দক্ষতা বিশেষ করে ক্রমাগত মূল্যায়ন করার দক্ষতা যাতে বৃদ্ধি পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

— ছাত্রদের অগ্রগতি মূল্যায়ন করার কাজে ব্যবহৃত পদ্ধতি, কৌশল যেমন পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকার ইত্যাদি শিক্ষকদের দক্ষ করে তুলতে হবে।

— জনগোষ্ঠীর সম্পদ এবং অভিভাবক ও পারিবারিক সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যাপারে শিক্ষকদের দক্ষ করে তুলতে হবে।

— অগ্রগতির জন্য যথাযথ শিক্ষাদান অভ্যাসে শিক্ষকদের দক্ষ করে তুলতে হবে।

— শিক্ষাদানের নানা রকম পদ্ধতি যেমন সক্রিয় শিক্ষণ, সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষণ, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ইত্যাদিতে শিক্ষকদের দক্ষ করে তুলতে হবে।

— প্রাক্-শিক্ষকতা প্রশিক্ষণে নিদর্শণ সহ শিক্ষাদান এবং বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা ইত্যাদি শিক্ষাদান করতে হবে।

— প্রাক্-শিক্ষকতা পর্বে একনিষ্ঠ এবং যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকদের সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।

— প্রাক্-শিক্ষকতা পর্ব্বের প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচীতে বিষয় এবং পেশাগত দক্ষতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

— শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রম এমনভাবে তৈরী করা দরকার যার সাহায্যে শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ছাত্রদের স্তরবিন্যাস ও কৌতুহল অনুযায়ী বিভিন্ন দলে ভাগ করা সম্ভব হয়।

— এটা নিশ্চিত করা দরকার যে প্রাক-শিক্ষকতা প্রশিক্ষণ যেন শিক্ষকদের শিক্ষাদানের দক্ষতার উন্নতি ঘটায়।

— প্রাকশিক্ষকতা প্রশিক্ষণ এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে বিবিধ শ্রেনীযুক্ত স্কুলে শিক্ষকতা করবার মত দক্ষতা শিক্ষকরা অর্জন করতে পারে।

— শিক্ষকদের প্রাকশিক্ষকতা প্রশিক্ষণ এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে তারা সময়ের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এরূপ দক্ষতা অর্জন করে যা কিনা ক্রমবর্ধমান ছাত্রকেন্দ্রিক পাঠক্রমের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩.১২.৩. বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও সম্পদ

বিদ্যালয়ের পরিবেশ বলতে বোঝায় যে কিভাবে বিদ্যালয় সংগঠিত এবং পরিচালিত করা উচিত যাতে বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ফলপ্রসু হয়। আদর্শগত ভাবে একটি বিদ্যালয় যহেথষ্ট ছোট হওয়া উচিত যাতে শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদের কে ভালভাবে জানতে পারে এবং সহকর্মীদের সাথে ফলপ্রসু ভাবে কাজ করতে পারে। কিন্তু উন্নয়ণশীল দেশের ক্ষেত্রে এটি বাস্তবায়িত হয় নি। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন এসে যায় যে বর্তমান অবস্থা অর্থাৎ প্রাপ্তিযোগ্য সম্পদের ভিত্তিতে ই-৯ দেশগুলির বিদ্যালয়গুলিকে ফলপ্রসু করার জন্যে কি করা উচিত; বিশেষকরে যখন এইসব দেশের বিদ্যালয় গুলির শ্রেনী গুলিতে ছাত্র সংখ্যা অধিক এবং প্রশিক্ষণবিহীন যথোপযুক্ত অনুপ্রাণিত শিক্ষকের অভাব আছে।

বিদ্যালয়স্তরে ছাত্রদের জীবনের লক্ষ্যের ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে যে সমস্ত উপদেশ দেওয়া হয় সেগুলি ছাত্ররা কতখানি গ্রহণ করে এবং তাদের উন্নতি হয় সে ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখা উচিত। ছাত্রভিত্তিক শিক্ষণের সাথে ছাত্রদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

সুপারিশসমূহ ঃ এটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে শিক্ষণের শর্তগুলি যেন পর্যাপ্ত হয় যাতে তা পাঠক্রমের লক্ষ্যকে ঠিকভাবে তুলে ধরতে সাহায্য করে। জ্ঞানী শিক্ষক এবং শিক্ষণ উপাদান এই শর্তের মধ্যে যুক্ত হয়।

— যোগ্যতার উন্নতির জন্য যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষণের সময় দেওয়া হয় তা নিশ্চিত করা উচিত।

— প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেনীর কক্ষেই যাতে পঠন-পাঠনের উপাদান পাওয়া যায় তা নিশ্চিত করা দরকার।

— পাঠক্রম যাতে স্তর অনুযায়ী বিভাজিত হয় (যথা ১-২ শ্রেনী; ৩য় শ্রেনী) তা নিশ্চিত করা উচিত।

৩.১২.৪. শিক্ষার্থীর সাফল্য

ছাত্রের উন্নতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে হবে। গঠনস্তরে কেবলমাত্র পরিসংখ্যানগত তথ্যশিক্ষার লক্ষ্যপূরণের ঠিকমত হয়েছে কিনা তা স্থির করবার জন্য খুব বেশী উপযোগী হয় না। উপরন্তু শিক্ষার্থীর সাফল্য সংক্রান্ত ধারণার যথাযথ ভাবে স্থির করা এবং বিবেচনা দরকার। বর্তমানে, ইহা মূলতঃ ধারণা সংক্রান্ত সাফল্যের ভিত্তিতে সঙ্কীর্ণভাবে স্থির করা হয়েছে।

সুপারিশ সমূহ ঃ

— শিশুর সার্বিক উন্নয়ণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার শুরুতে একটি সম্পূর্ণ এবং বিষয়ভিত্তিক পদ্ধতির প্রয়োগ নিশ্চিত করা দরকার।

— পাঠক্রম যাতে শিক্ষা এবং তথ্য অধিগত করবার জন্য দক্ষতার উন্নতি ঘটায় তা নিশ্চিত করা দরকার।

— গণিত পাঠক্রম যাতে শিশুর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় তা নিশ্চিত করা দরকার। এই পাঠক্রম যাতে সংখ্যাগত দক্ষতার উন্নতি ঘটায় এবং এই দক্ষতা যাতে শিশুকে ঘরে, বিদ্যালয়ে এবং সমাজে কর্মসম্পাদনের উপযোগী করে তোলে তা দেখা উচিত।

— পাঠক্রম যাতে শিশুকে শিক্ষণের ব্যাপারে আত্মসম্মান, আস্থা, এবং উৎসাহী করে তোলে তা নিশ্চিত করা দরকার।

— অখন্ড পাঠক্রম যাতে তথ্য অধিগত করার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করে এবং ছাত্রকে সারাজীবন শিক্ষণের জন্য তৈরী করে তা নিশ্চিত করা দরকার।

গ্রন্থসূত্র ঃ

1. ডেলর্স, জ্যাকুস ও অন্যান্য; (১৯৯৬), লার্ণিং ঃ দি ট্রেজার উইদিন্ ঃ রিপোর্ট ট্যু ইউনেস্কো অব্ দি ইন্টারন্যাশানাল কমিশন্ অন্ এডুকেশন ফর দি টোয়েন্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরী, প্যারীঃ ইউনেস্কো,

2. গ্ল্যাথর্ন, এ.এ; (১৯৯৪) ডেভলপিং এ কোয়ালিটি কারিকুলাম. আলেক্সান্দ্রেয়া, ভার্জিনিয়া এ্যাসোসিয়েশন্ ফর সুপারভিশন্ এ্যান্ড কারিক্যুলাম্ ডেভলপমেন্ট।

3. গুডল্যাড, জে. আই; (১৯৮৪). এ প্লেস্ কল্ড্ স্কুল, নিউইয়র্ক, ম্যাগ্র-হিল্।

4. ল্যান্ডবার্গ, আই. এ্যান্ড পি. লিন্যাকীলা; (১৯৯৩) টিচিং রিডিং এ্যারাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড। দি হেগ্ঃ দি ইন্টার ন্যাশানাল এ্যাসোসিয়েশন্ ফর দি ইভাল্যুয়েশন্ অব্ এডুকেশনাল অ্যাচীভ্মেন্ট।

5. পোর্টার, এ; (১৯৮৮), ইন্ডিকেটর্সঃ অব্জেকটিভ ডেটা অর পলিটিক্যাল্ টুল্, ফাই ডেল্টা কাপ্পান (৬৯) (৭) ৫০৩-৫০৮.

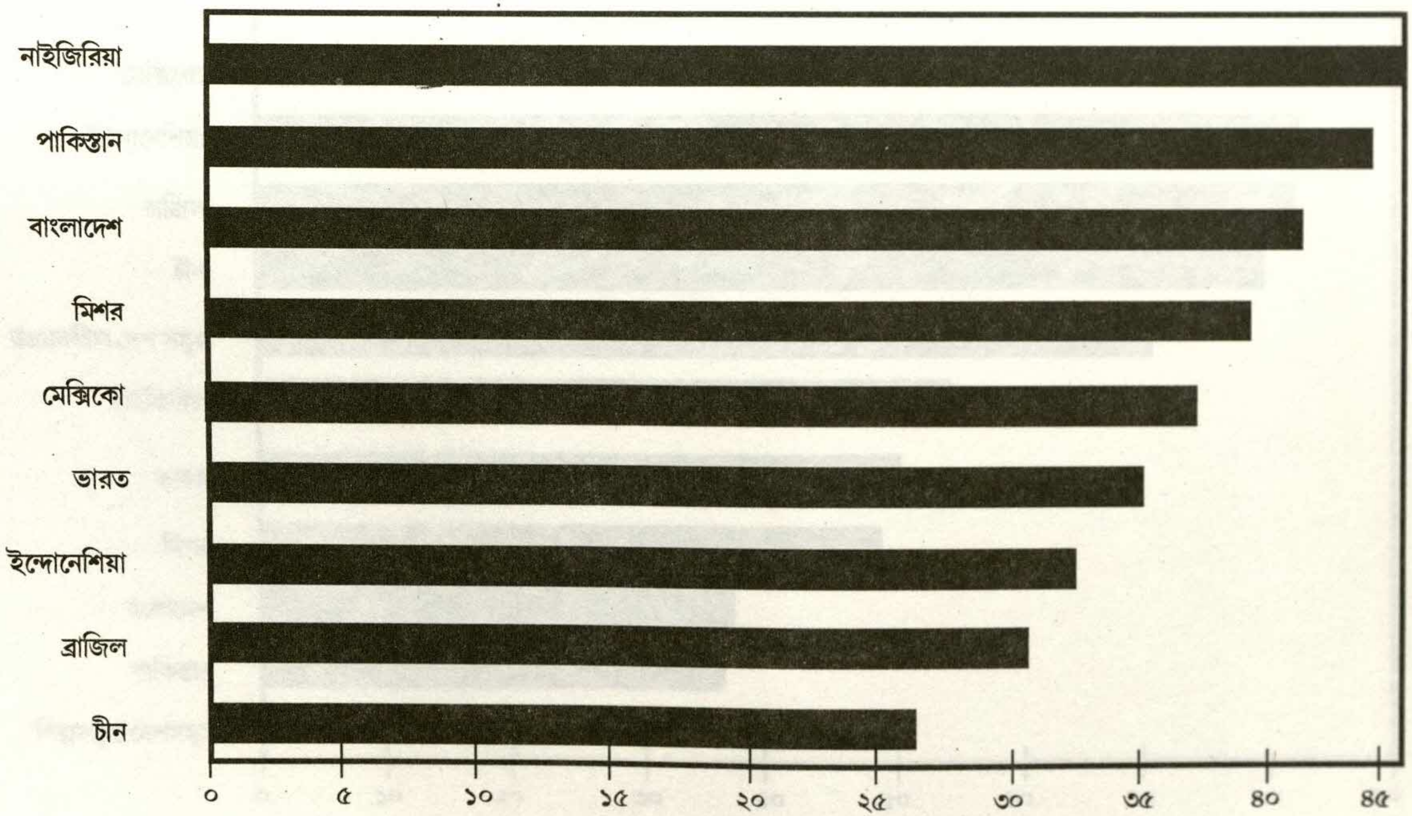
6. থ্যুরলো, M ; (১৯৯৫), পসিবল্ সোর্স অব্ ডেটা ফর গ্রেড্ ফোর ইন্ডিকেটরস্, ন্যাশানাল সেন্টার অন্ এডুকেশনাল্ আউট্কামস্, মিনিয়াপোলিস্, ইউনিভার্সিটি অব্ মিন্নেসোটা।

ই-৯ দেশগুলির জন সংখ্যা বিশ্লেষণমূলক তথ্য

নির্বাচিত সূচক সমূহ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪

১৫ বছর বয়সের কম জন সংখ্যা

(শতাংশ)

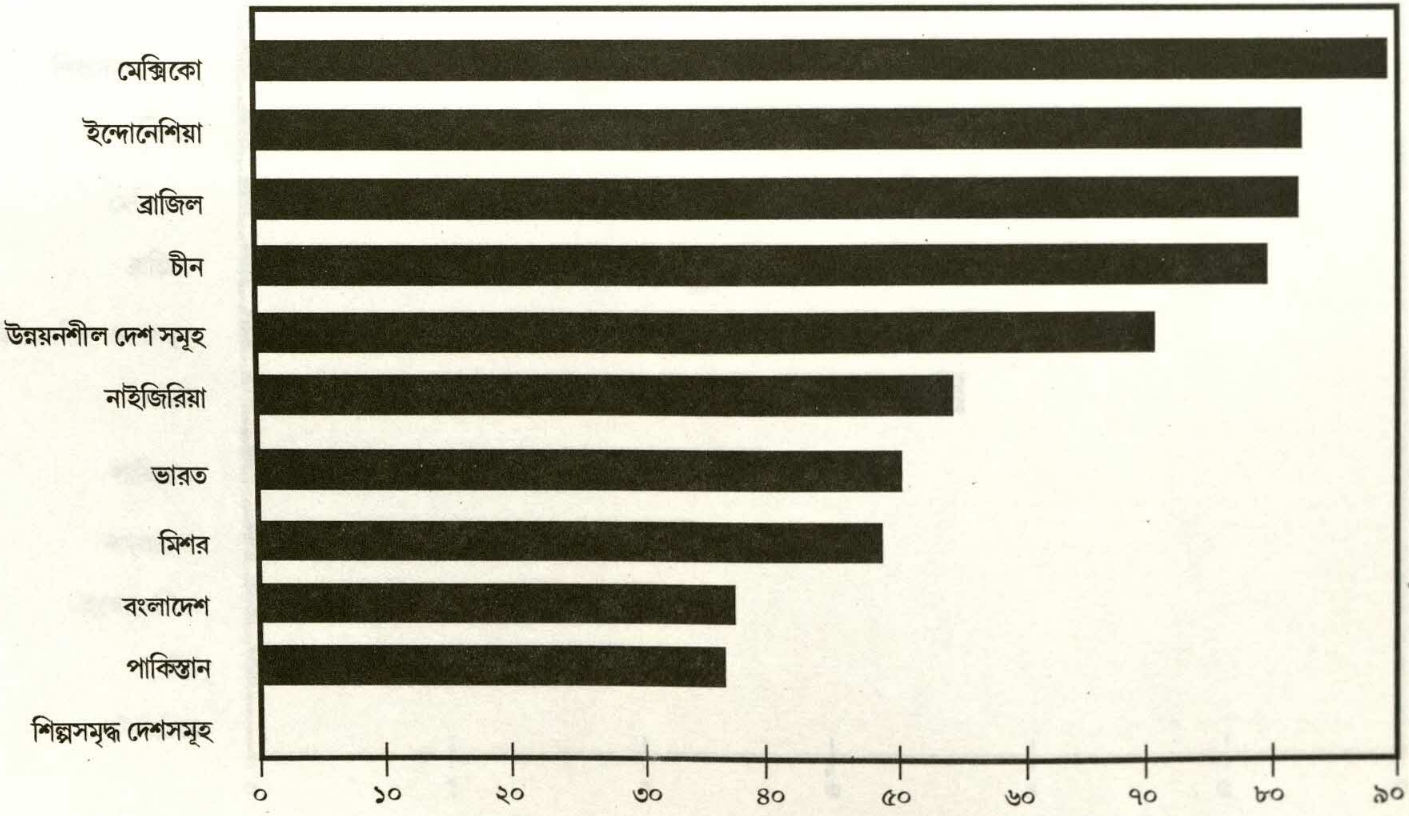


সূত্র ঃ ওয়ার্ল্ড ডিমোগ্রাফিক ডাটা, (ফেব্রুয়ারী '৯৪) ইউ এন ব্যুরো অব্ দি সেন্সাস ইন্টারন্যাশনাল ডেটাবেস।

ই-৯ দেশগুলির মানব উন্নয়নের রেখা চিত্র

নির্বাচিত সূচক সমূহ

বয়স্ক শিক্ষার হার



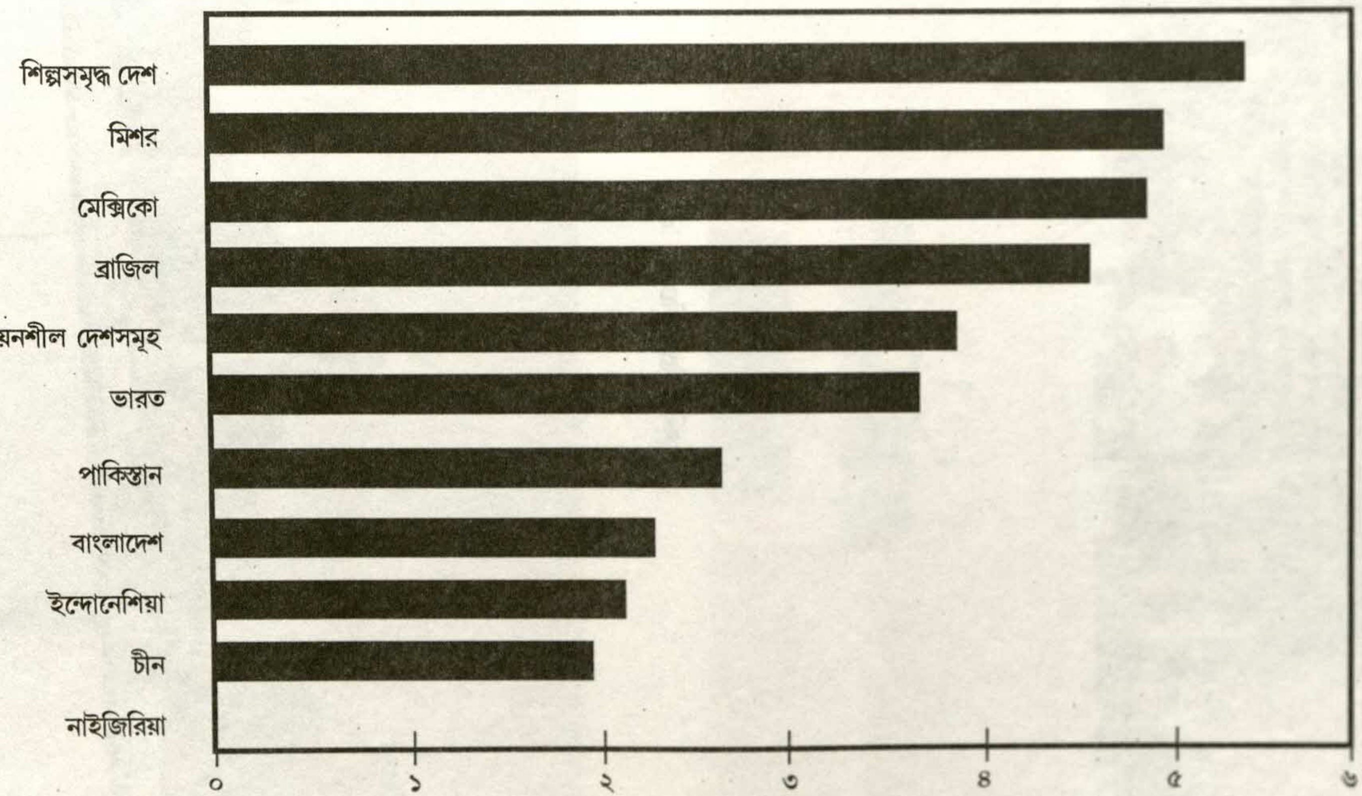
সূত্র ঃ ইউ. এন. ডি. পি. হিউম্যান ডেভলপ্‌মেন্ট রিপোর্ট ১৯৯৬।

ই-৯ দেশগুলির শিক্ষার রেখা চিত্র

নির্বাচিত সূচক সমূহ

শিক্ষা

(মোট জাতীয় উৎপাদনের শতাংশ হিসাবে) ১৯৯২



সূত্র ঃ ইউ. এন. ডি. পি. হিউম্যান ডেভলপমেন্ট রিপোর্ট ১৯৯৬।



'ই-৯' দেশগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ।



অধ্যাপক মোগিয়াদি বক্তব্য পেশ করছেন।



উদ্বোধন অনুষ্ঠান।



যোগদানকারীদের একাংশ।



ডঃ ডব্ল্যু. ভোলম্যান, ইউনেস্কো, প্যারিস, শ্রী পি. আর দাশগুপ্তের সঙ্গে আলোচনারত।



শ্রী অভিমন্যু সিং এবং শ্রী বেহার মতামত বিনিময় করছেন।



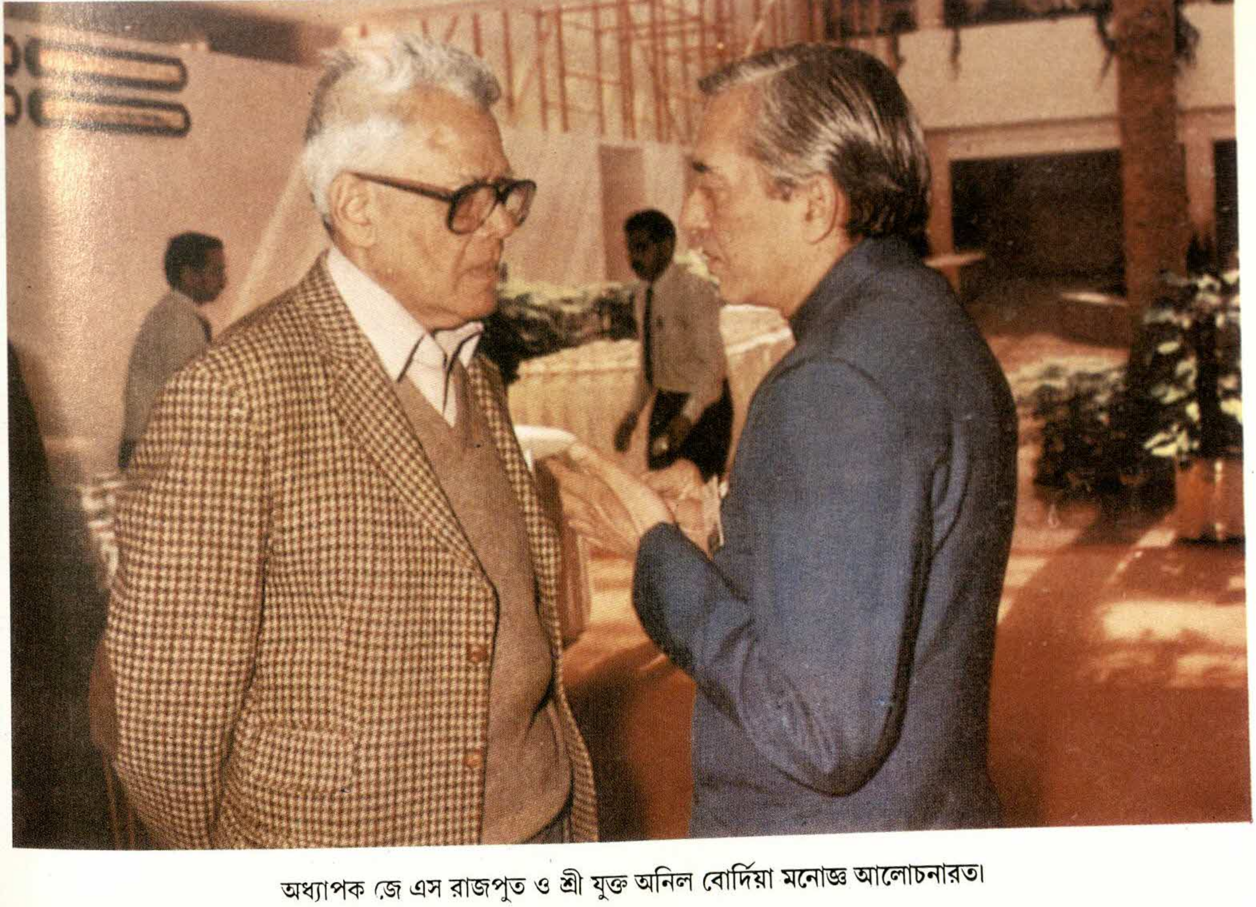
অধ্যাপক থমাস্ ওয়েন্ এইজ্যেমন্, বিশ্বব্যাঙ্ক, নতুন দিল্লী একটি বিষয় উপস্থাপনা করছেন।



সমাপ্তি অধিবেশন।



উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।



অধ্যাপক জে এস রাজপুত ও শ্রী যুক্ত অনিল বোর্দিয়া মনোজ্ঞ আলোচনারত।

সংযোজনা

ই—৯ দেশসমূহের সম্মেলন

ফেব্রুয়ারী ৬ - ৮, ১৯৯৭

নিউদিল্লী

ভারতবর্ষ

যোগদানকারীদের তালিকা

সম্মেলনের আধিকারিক বৃন্দ

সভাপতি	অধ্যাপক জে. এস. রাজপুত
সহ-সভাপতি	ডেনিস. সি. ইউ ওকোরো
সঞ্চালক	রোজমারী সালজাব ক্লেমেনা

দেশগুলির প্রতিনিধি

বাংলাদেশ

কাফিলউদ্দিন আহ্‌মেদ
ন্যাশনাল কারিক্যুলাম এবং টেক্সটবুক বোর্ড
৬৯ - ৭০ মতিঝিল
ঢাকা ১০০০
বাংলাদেশ
দূরভাষ নং ৯৫৫৩৪৭৩ (অফিস)
৪১৯৮৩০ (বাড়ি)

ডঃ আনোয়ারুল আজিজ
ন্যাশনাল একাদেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশন
ময়মনসিংহ
বাংলাদেশ
দূরভাষ নং : ৫৪৮০৫
৫৪৮০৫ (বাড়ি)

ব্রাজিল

মরিয়া অ্যালিস সেতুবল

অ্যালামেদা গ্যাব্রিয়েল মন্তেরিও দ্য সিলভা ২০৪৫

সাও পাওলো, এস পি

ব্রাজিল - ০১৪৪১০০১

দূরভাষ নং ৩০৬৮৯৮৭১ (অফিস)

৮২০১৭৩৪ (বাড়ি)

ই-মেল সি ই এন পি ই সি @ টি এইচ এ টি. সি ও এম. বি. আর

মিশর

অধ্যাপক ইউস্রি এ আফিফি

ফ্যাকাল্টি অব্ এডুকেশন

এইন শ্যাম্স ইউনির্ভাসিটি

রক্সি, কায়রো, মিশর

দূরভাষ নং ৪৫৫৮০৮৬ (অফিস)

৫০৮৪৫৯ (বাড়ি)

অধ্যাপক এ্যালি ই. এল-শিখাইবি

ফ্যাকাল্টি অফ এডুকেশন

এইন শ্যাম্স ইউনির্ভাসিটি

রক্সি, কায়রো, মিশর

দূরভাষ নং ৪৫৫৮০৮৬ (অফিস)

২৭১১৩৬০ (বাড়ি)

ভারতবর্ষ

অধ্যাপক ও. এস. দেওল

সদস্য, এন সি টি ই

ই—২০৫, ময়ূর বিহার

ফেজ্ ২

নিউদিল্লী - ১১০৯১

ইন্ডিয়া

দূরভাষ নং ৩৩২০৭৯৫ (অফিস)

২৪৭১৫৮২ (বাড়ি)

ডঃ কে ওয়ালিয়া

ন্যাশানাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন

১৬, মহাত্মা গান্ধী-মার্গ, আই পি এস্টেট

নিউদিল্লী - ১১০০০২

ইন্ডিয়া

দূরভাষ নং. ৩৩২০৭৯৫ (অফিস)

ইন্দোনেশিয়া

মিঃ মাসজুদি
কারিক্যুলাম ডেভলপ্‌মেন্ট সেন্টার
জালান গুনুং সাহারী রায়া-৪
জাকার্তা পুসাত
ইন্দোনেশিয়া
দূরভাষ নং - ৩৮০৪২৪৮ (অফিস)

অধ্যাপক ইউসুফ্‌হাদি মিয়ারসো
ইন্‌স্টিউট অফ এডুকেশন অ্যান্ড্‌ টিচার ট্রেনিং
আই কে আই পি জাকার্তা জাউদ্রটা
রাওয়ামানগুণ
জাকার্তা ১৩২২০
ইন্দোনেশিয়া
দূরভাষ নং ৪৮৯৭০৪৭ (অফিস)
৫৪৮১০২১ (বাড়ি)

মেক্সিকো

শ্রীমতী মারীয়া অ্যালিসিয়া মাচোরো রড্‌রিগ্‌।
এডিফিশিও দ্য্‌ পেন্‌সিন্‌স ৪০ পিসো
জালাপা ভেরাক্যুজ
মেক্সিকো
দূরভাষ নং: ২৮১৮২৩১৮ (অফিস)
২৭২৭৪২৬১ (বাড়ি)

শ্রীযুক্ত ফেলিক্স ক্যাডেনা বারক্যুইন
এফ. এল্‌. এ. এস. ই. পি. এ. সি.
অ্যাভ্‌ জুয়ারেক্স ৬০ - ৬০১
কল্‌ - সেন্টিজো
মেক্সিকো ০৬০৫০ ডি. এফ.
দূরভাষ নং ৫১২৪৪২৯ (অফিস)
৬৮৮৭৭২৭ (বাড়ি)

শ্রীমতি ন্যুরী কারনেরো
দ্যুয়েক্কান দ্য এ্যডুক্যাশিওন পপুলার
কে এম ৪২ জালাপা
ক্লেরাক্রুজ
মেক্সিকো
ফোন নং-২৮১৮২৩১৮ (অফিস)
বাড়ি-৬৭৯৮৮৮৭

নাইজিরিয়া

অধ্যাপক এস. টি. বাজাহ্
ইন্‌স্টিটিউট অব্ এড্যুকেশন
ইউনিভার্সিটি অব্ ইবাদান
ইবাদান
নাইজিরিয়া
দূরভাষ নং ৮১০১১০০ এক্সটেন্‌সন ১৮৮৮ (অফিস)
৮১০১১০০ এক্সটেন্‌সন ১৬২৯ (বাড়ি)

শ্রীযুক্ত ডেনিস্. সি. ইউ. ওকোরো
ডেনেলী এড্যুকেশন্ কন্‌সালট্যান্ট
৫ এ পোলো রোড
এস. ডব্লু. ইকোয়ী
লাগোস.
নাইজিরিয়া
দূরভাষ ঃ ৬৮২১৮৪ (অফিস)
৬৮২১৮৪ (বাড়ি)।

পাকিস্তান

শ্রীমতী ফারহাত্ গুল্
ইউনেস্‌কো
সৌদি পার্ক টাওয়ার
ইস্‌লামাবাদ
পাকিস্তান
দূরভাষ নং ৮১৩৩০৮ (অফিস)
২৮০২৬৩ (বাড়ি)

ডঃ এম্. মাক্‌সুদ্ আলম্ বুখারী
আল্লামা ইক্‌বাল ওপেন্ ইউনিভার্সিটি
এইচ্ - ৮ সেক্টর
ইসলামাবাদ
পাকিস্তান
দূরভাষ নং ৮৫৩৪০২ (অফিস)
৮৪৪০১২ (বাড়ি)

বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ :

শ্রীযুক্ত অনিল বোর্দিয়া
চেয়ারম্যান
লোক জামবিশ্ পরিষদ
বি - ১০ ঝালানা ইন্‌স্টিটিউশনাল এরিয়া
জয়পুর - ৩০২০০৪
ভারত

শ্রীযুক্ত এস্. সি. বেহার

প্ল্যানিং বোর্ড, গভঃ অব মধ্যপ্রদেশ
বল্লভ ভবন
ভোপাল, ইন্ডিয়া
দূরভাষ নং: ৫৫১৫২১ (অফিস)
৫৫৮৩৮৭ (বাড়ি)

আন্তর্জাতিক উপদেষ্টামন্ডলী

ডঃ রোজ্ মেরী সালাজার ক্রেমেনা

ইউনেস্কো
ডিপার্টমেন্ট অব্ কাউন্সেলর্ এড্যুকেশন্
দ্য ল্যা সাল্ ইউনিভার্সিটি
২৪০১ টিএ. এফ্. টি এভিন্যু
ম্যানিলা
ফিলিপাইন্স
দূরভাষ নং: ৫২৪৪৬১১ (অফিস)
৮৩১১১২৫ (বাড়ি)

ডঃ মেরী. এস. থরম্যান্

নিউদিল্লি (আই. ডি)
ডিপার্টমেন্ট অব্ স্টেট.
ওয়াশিংটন ডি. সি.
ইউ. এস. এ.
৯১ - ১১- -৬১৪ - ৮৫৬৪
ই - মেল্ মারীট্ @ ভি. অই এস ৪ @ ইউ.এম্ ভি. এরনেট. ইন্

এন. সি. টি. ই পরিদর্শক

শ্রীযুক্ত প্রেম আহুজা

রিজিওন্যাল ডাইরেক্টর
ওয়েষ্টার্ন রিজিওনাল কমিটি।
এন. সি. টি. ই
ভোপাল, মধ্যপ্রদেশ
ইন্ডিয়া
দূরভাষ নং: ৫৩০৯১২ (অফিস)

ইউনেস্কো আধিকারিক বৃন্দ

ডঃ ডব্ল্যু. এল্. মেল্যর

ইউনেস্কো.
৮. পুরবী মার্গ

বসন্ত বিহার নিউ দিল্লী
ভারত
দূরভাষ নং: ৬১০০৩৭ - ৩৯ (অফিস)

ডঃ ডব্ল্যু ভল্‌ম্যান
ইউনেস্‌কো, ই. ডি. - ই. এফ. এ - ই-৯.
প্লেস দ্য ফন্‌টেনয়
৭৫০০৭ প্যারীস
ফ্রান্স
দূরভাষ নং: ৪৫৬৮২১২৯ (অফিস).

ডঃ আয়াকো ইনাগাকি
ইউনেস্কো
জে. আই. এম. এইচ থরমিন - ১৪.
ট্রোমোল্‌পস ১২৭৩/ জে.কে.টি.
জাকার্তা - ১০০০২
ইন্দোনেশিয়া
দূরভাষ নং: ৩১৪১৩০৮ এক্সটেন্‌শন - ৮০৩ (অফিস)
ই- মেল. এ. ইনাগাকি @ ইউনেস্‌কো @ ও. আর. জি

অধ্যাপক মোয়েগিয়াদি
ইউনেস্কো
সৌদি পার্ক টাওয়ার
ইসলামাবাদ
পাকিস্তান
দূরভাষ নং: ৮২৯৪৫২ (অফিস)
৮২৫৭০৩ (বাড়ি)

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ

অধ্যাপক টমাস্ ওয়েন্ আইজেমন্
ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক
৭০ লোদী এস্টেট্
নিউদিল্লী
ইন্ডিয়া
দূরভাষ নং: ৪৬২৮০৭১ (অফিস)

ডঃ গর্ডন আলেক্সান্ডার
ইউনিসেফ
৭৩ লোদী এস্টেট্
নিউদিল্লী
ইন্ডিয়া

অনুষ্ঠান সূচী

ফেব্রুয়ারী ৬, ১৯৯৭

সকাল ৮-৩০ - ৯০০মিঃ **নিবন্ধিকরণ**

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

—	বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মঞ্চে পুষ্পস্তবক প্রদান
—	জে. এস. রাজপুত, সভাপতি, রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক, শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক স্বাগত ভাষণ এবং প্রধান অতিথিকে দীপ জালানোর আহ্বান।
—	দীপ প্রজ্বলন
—	ডঃ ডব্ল্যু, ভল্‌ম্যান্‌, ইউনেস্কো প্যারিস কর্তৃক সভার বিষয়াবলী উপস্থাপনা।
—	প্রধান অতিথির উদ্বোধনী ভাষণ।
—	সভাপতির ভাষণ: পি. আর. দাশগুপ্ত, শিক্ষা সচিব, মানব সম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রক।
—	ধন্যবাদ জ্ঞাপন : ডঃ ডব্ল্যু. এন. মেল্লার, ইউনেস্কো, নিউদিল্লী
১০.১৫ মিঃ	কফি বিরতি
ক.	**শিক্ষকদের শিক্ষণ ঃ কর্মরত শিক্ষকদের উদ্ভাবনীমূলক প্রশিক্ষণ**
১০. ৩০ মিঃ	মন্তব্য প্রদান : ডঃ ডব্ল্যু. এল. মেল্যর ইউনেস্কো নিউদিল্লী ডঃ ডব্ল্যু. ভল্‌ম্যান্‌, ইউনেস্কো, প্যারিস ডঃ রোজমেরী সালজার ক্রেমেনা, উপদেষ্টা, ফিলিপিনস
১১.০৫ মিঃ	শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে ভিডিও প্রদর্শনী
১১.১৫ মিঃ	ডঃ সালজার ক্রেমেনা, উপদেষ্টা, কর্তৃক দেশগুলির কর্মপরিকল্পনার সংশ্লেষণ
১১.৪৫ মিঃ	দেশগুলির প্রতিশ্রুতিমূলক কর্মসূচী উপস্থাপনা
১২.৩০ মিঃ	মধ্যাহ্ন ভোজ
১৪.০০ মিঃ	দেশগুলির কর্মসূচী প্রতিবেদনের অবিরাম অনুবৃত্তি
১৫.৩০ মিঃ	কফি বিরতি

১৬.০০ মিঃ দেশগুলির প্রতিবেদনের উপর আলোচনা শুরু

১৭.০০ মিঃ অধিবেশনের সমাপ্তি

১৯.৩০ মিঃ ইউনেস্কোর আয়োজিত নৈশভোজ

ফেব্রুয়ারী ৭, ১৯৯৭

৯.০০ মিঃ দেশগুলির প্রতিবেদনের অবিরাম অনুবৃত্তি

১০.০০ মিঃ "কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা" বিষয়ে আরব্ধ আলোচনা।

— উপসংহারমূলক প্রতিবেদন

— উপদেষ্টা কর্তৃক 'প্রকাশনা-কাঠামো' উপস্থাপন।

— ইউনেস্কো, ইউ. এন. ডি. পি, ইউনিসেফ, ইউ. এন. এফ. পি. এ এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া

১০.৪৫ মিঃ কফি বিরতি

১১.০০ মিঃ উপসংহারমূলক মন্তব্যঃ
ডঃ সালাজার ক্লেমেনা, উপদেষ্টা ইউনেস্কো
(ডঃ ডব্ল্যু. এল: মেল্যর/ডঃ ডব্ল্যু. ভলম্যান)
ধন্যবাদ জ্ঞাপন; অধ্যাপক জে. এস. রাজপুত

১২.৩০ মিঃ মধ্যাহ্ন ভোজন

খ. শিক্ষণের মানঃ প্রথম তিনটি শ্রেণীর 'থ্রী-আর' এর পাঠক্রম

১৪.০০ মিঃ সভারম্ভ

১৪.১০ মিঃ সভাপতি নির্বাচন

১৪.১৫ মিঃ **মন্তব্য** ঃ ইউনেস্কো (ডঃ ডব্ল্যু. এন. মেল্যর/ডঃ ডব্ল্যু. ভলম্যান)

১৫.০০ মিঃ কফি বিরতি

১৫.৩০ মিঃ ডঃ মেরী থরম্যান, উপদেষ্টা, কর্তৃক সংশ্লেষণপত্র পাঠ

১৬.০০ মিঃ দেশগুলির প্রতিবেদন উপস্থাপনা

১৭.০০ মিঃ অধিবেশনের সমাপ্তি

১৯.৩০ মিঃ এন সি টি ই আয়োজিত নৈশভোজ

ফেব্রুয়ারী ৮, ১৯৯৭

৯.০০ মিঃ দেশগুলির প্রতিবেদন উপস্থাপনার অবিরাম অনুবৃত্তি

১০.৩০ মিঃ কফি বিরতি

১০.৪৫ মিঃ ডঃ মেরী থরম্যান-উপদেষ্টাকতৃক মন্তব্য

১১.০০ মিঃ জাতীয় প্রতিবেদনের বিষয়ের উপর আলোচনা এবং সংশ্লেষ

— প্রথম তিনটি শ্রেণীতে শিক্ষাদানের মান এবং শিক্ষণের সংজ্ঞা

— শিক্ষক এবং পাঠ্যবইয়ের ভূমিকা

— নির্দেশদানের সময়ের পরিকল্পনা এবং প্রয়োগ

— শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের প্রতিবন্ধকতা

— কত ঘণ্টা 'থ্রী-আর' শিক্ষণে ব্যয় করা দরকার

১২.৩০ মিঃ মধ্যাহ্নভোজ

১৪.০০ মিঃ জমতিয়েন এবং 'থ্রী-আর' উপর গুরুত্ব প্রদান, প্রাথমিক শিক্ষার মানের ভিত্তি, (ইউনেস্কো কর্তৃক উপস্থাপিত)

১৪.৩০ মিঃ আলোচনার অবিরাম অনুবৃত্তি।

১৫.৩০ মিঃ পাঠ্যসূচী বিষয়ে গবেষণার উপর আরব্ধ আলোচনা।

— জাতীয় বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদন জ্ঞাপন

— ই-৯ দেশগুলির মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের প্রতিবেদন উপস্থাপনা (সেপ্টেম্বর ১৯৯৭)

— জাতীয় স্তরে প্রক্রিয়া (কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি)

— চূড়ান্ত প্রতিবেদনের প্রকাশনা।

১৬.০০ মিঃ কফি বিরতি

১৬.১৫ মিঃ দুইটি সভার বিষয়ে আরব্ধ আলোচনা

১৬.৪৫ মিঃ ইউনেস্কোর মন্তব্য (ডঃ ডব্ল্যু.এন. মেল্যর/ডঃ ডব্ল্যু. ভলম্যান)

১৬.৫৫ মিঃ সভাপতির ধন্যবাদ জ্ঞাপন

১৭.০০ মিঃ বিশেষজ্ঞ কর্তৃক উপসংহারমূলক বিবৃতি ও চূড়ান্ত প্রতিবেদনের রেখাচিত্র উপস্থাপন।

— জাতীয় স্তরে প্রক্রিয়া।

— যৌথ প্রতিনিধিমূলক সহায়তা

— অভিজ্ঞতার বন্টন।

স্বাগত ভাষণ

প্রফেসর জে. এস রাজপুত

মাননীয়া প্রধান অতিথি ডঃ চিত্রা নায়েক, শ্রী পি আর দাশগুপ্ত, ডঃ ভলম্যান, ডঃ মেল্যর, পরম সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ, বিশিষ্ট প্রতিনিধিবর্গ, জাতীয় সংস্থাগুলির প্রধানবর্গ, সহকর্মীগণ এবং বন্ধুগণ।

উদ্ভাবনীমূলক কর্মরত-শিক্ষক-প্রশিক্ষণ এবং জ্ঞানার্জনের মান বিষয়ে (প্রথম তিনটি স্তরের পাঠ্যসূচী সম্পর্কিত) ই-৯ দেশগুলির আলোচনাসভাতে প্রধান অতিথি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিকে স্বাগত জানাতে পেরে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। ইহাই রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত প্রথম আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা। এটা আমাদের পরম সন্তোষ এবং আনন্দের বিষয় যে এই সমস্ত বিদগ্ধ শ্রোতৃবর্গ এই অনুষ্ঠান অলঙ্কৃত করেছেন। ডঃ চিত্রা নায়েকের মত একজন প্রধান অতিথিকে আমরা পেয়েছি যিনি ক্ষেত্রীয় স্তরের উদ্ভাবনমূলক কাজ, নারীশিক্ষা, গণসংযুক্তি প্রভৃতি আরও অনেক বিষয়ে তাঁর কাজের জন্য পরিচিত। ইউনেস্কো তাঁকে কমেনিয়াস পদক দিয়ে সম্মানিত করেছে। আমরা তাঁর উপস্থিতির জন্য কৃতজ্ঞ। আমি আমার সেই সমস্ত সহকর্মীদের হার্দিক স্বাগত জানাচ্ছি যাঁরা বিভিন্ন সময়ে ভারতের শিক্ষাজগতের রূপ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। শ্রী অনিল বোর্দিয়া এবং শ্রী এস সি বেহারের মত সম্মানীয় ব্যক্তিকে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমি হার্দিক অভ্যর্থনা জানাই ডঃ আর. এইচ দাভে-কে যিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদকে বর্তমান কর্মসূচী এবং উদ্যোগ গ্রহণ করতে সহায়তা করেছেন।

মাননীয়া প্রধান অতিথি, আপনি অবহিত আছেন যে প্রাথমিক শিক্ষার সর্বাঙ্গীন প্রসার ভারত সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। বিগত পঞ্চাশ বছরে প্রাথমিক স্তরে আমরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছি। চোখে পড়ার মত সাফল্য সত্ত্বেও, আরও অনেক কিছু করার আছে। আত্মতুষ্টির মাধ্যমে আমাদের প্রচেষ্টাকে তরলীকৃত করতে দেওয়া উচিত নয়। ইহা আমাদের জাতীয় সংকল্প। ১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণের ঠিক পরে, বিগত দশকে, শিক্ষক-প্রশিক্ষণকে পুনর্গঠিত এবং পুনর্বিন্যস্ত করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচীর প্রবর্তন করা হয়েছে। বিদ্যালয় শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বস্তরে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ -এর পরিকল্পিত এবং সুশৃঙ্খল উন্নয়নের লক্ষ্যে সংসদে গৃহিত একটি আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদকে গঠন একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে, রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ তিন বছর পূর্ণ করেনি। কিন্তু সারা দেশের প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ্‌দের তত্ত্বাবধান এবং এন. সি. ই . আর টি, এ ন আই ই পি এ, সি. বি. এস. ই এবং আই জি এন ও ইউ এর মত ভগিনীপ্রতিম প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে তা নিজের জন্য একটি স্থান করে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। আমাদের বর্তমান কর্মসূচীকে দুভাগে ভাগ করা যায় : নিয়ন্ত্রণমূলক এবং পেশামূলক। রাজ্যস্তরে আমরা বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা এবং পরবর্তী উন্নয়নের লক্ষ্য স্থির করার জন্য কাজ শুরু করেছি। আর একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ হল শিক্ষক-প্রশিক্ষণ-এর পাঠ্যসূচী পুনর্গঠন এবং নবীকরণ করা। প্রাক্-কর্মরত এবং কর্মরত অবস্থায় পাঠ্যসূচী গঠনের রূপরেখা তৈরী করার জন্য একটি আলোচনার ভিত্তিতে গঠিত তথ্যসূচী তৈরী করা হয়েছে এবং কয়েকটি সভার আয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কর্মসূচীগুলির স্বীকৃতি দানের জন্য চারটি স্থানীয় সমিতিকে নিযুক্ত করা হয়েছে। শুধুমাত্র এটাই একটা বিরাট কর্মযজ্ঞ। কারণ এরই দ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ স্থিরীকৃত প্রথা এবং মানগুলি অনুসরণ করে তা

নিশ্চিত করতে হবে।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ এই সভার আয়োজন করার সুযোগ পেয়েছে। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে যখন ভারতীয় প্রতিনিধিদল জেনিভাতে শিক্ষা সম্পর্কীয় একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেছিল, তখন এই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল যে ই-৯ দেশগুলির বিশেষজ্ঞদের সভা ই-৯ দেশগুলির একটিতে করা হবে। ভারতীয় প্রতিনিধিদল এই সভার আয়োজন করার প্রস্তাব দেয় এবং তা সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল। এই কারণে আমি অবশ্যই ইউনেস্কো-র কর্মকর্তাদের কৃতজ্ঞতা জানাব। ভারত সরকারের মানব উন্নয়ন দপ্তর থেকে আমরা সবরকম সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছি।

ডঃ ডব্লু. এল মেল্যর এবং তাঁর ইউনেস্কো-র সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে জানাই যে নতুন দিল্লি এই সভাগুলির আয়োজনের ব্যাপারে সবরকম সাহায্য এবং সহায়তা দিচ্ছে। রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ এই সাহায্যকে অত্যন্ত মূল্য দেয়।

সভাগুলির দুটি বিষয় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিদ্যালয়স্তরে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ -এর সমস্ত ব্যাপারে প্রধান দায়িত্ববাহী সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ কর্মরত অবস্থায় শিক্ষণের ক্ষেত্রে নিত্যনবীন পদ্ধতির এবং বিদ্যালয় শিক্ষায় প্রাথমিক স্তরে 'থ্রী-আর'এর প্রাসঙ্গিকতা এবং উপযোগিতা নিশ্চিত করতে সমানভাবে আগ্রহী। শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উচিত সারাবিশ্বের প্রবণতা সম্পর্কে এবং এই প্রবণতার ক্ষেত্রে নিজের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন থাকা। আমি নিশ্চিত যে এই সভাগুলির সুনির্দিষ্ট ফলাফলসমূহ কিছু কর্মকান্ডের এবং গবেষণার সূচনা করবে যাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে অংশগ্রহণ করব এবং আমাদের অবদান রাখব।

আবার আমি আপনাদের এই সভায় স্বাগত জানাই এবং আপনারা নিশ্চয়ই এই সভাগুলির আলোচনাকে এমন একটি স্তরে নিয়ে যাবেন যা ডঃ চিত্রা নায়েক, শ্রী দাশগুপ্ত, প্রোফেসর আর. এইচ দাভে, শ্রী অনিল বোর্দিয়া, শ্রী এস. সি বেহার এবং আপনাদের সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। আমি পুনরায় আপনাদের এই সভায় স্বাগত জানাই।

❑

উদ্বোধনী ভাষণ

ডঃ চিত্রা নায়েক, সদস্য, যোজনা কমিশন

সকলের জন্য শিক্ষা কর্মসূচীর স্বার্থে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নবীন পদ্ধতির অভিব্যক্তি ঘটানোর কাজে আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। আমি নিশ্চিত যে শুধুমাত্র উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রেই নয়, অন্যক্ষেত্রেও এই সভা একটি যুগান্তকারী ঘটনার স্বীকৃতি পাবে কারণ এর থেকে যে সমস্ত সৃজনমূলক নির্দেশিকা পাওয়া যাবে তা সামগ্রিকভাবে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ব্যাপারে প্ররোচকের কাজ করবে।

আপনারা জানেন যে আমরা বিশ্বব্যাপী দ্রুত আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক পুর্নগঠনের যুগে বাস করছি। এই পুর্নগঠনে শিক্ষকদের ভূমিকা হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গুণগত বিচার এবং সমতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিশ্বসমাজকে সকলের-জন্য-শিক্ষা কর্মসূচীর লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে সক্ষম করানোর ক্ষেত্রে তাঁরাই হবেন পরিচালক। এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে এই সভা নবনির্মিত রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ দ্বারা ভারতবর্ষে আয়োজিত হচ্ছে। কারণ এই পরিষদ শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রবর্তনমূলক পন্থা আবিষ্কার করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যাতে শিক্ষকরা ফলপ্রসূভাবে পরিবর্তনশীল সমাজ তাঁদের নতুন ভূমিকা পালন করতে পারেন। এই সভার আলোচনা অবশ্যই এই সংস্থার ভবিষ্যত কর্মকান্ডে কাঙ্খিত প্রভাব ফেলবে।

ইউনেস্কো-র পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ইউ. এন. ডি. পি, ইউনিসেফ, ইউ. এন. এফ. পি. এ ও বিশ্বব্যাঙ্কের সাহায্যপুষ্ট ই-৯ দেশগুলির বিশেষজ্ঞদের এই সভা সাতবছর আগে থাইল্যান্ডের জমৃতিয়েন-এ অভিব্যক্ত 'সকলের জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীর লক্ষ্যার্থে আন্তর্দেশীয় সহযোগিতার সূচনার আন্তর্জাতিক শপথ -এর স্বাভাবিক পরিণতি। আপনারা অবহিত আছেন যে ১৯৯৩ সালের নতুন দিল্লিতে আয়োজিত ই-৯ দেশগুলির শিক্ষামন্ত্রীদের শীর্ষবৈঠকে 'সকলের জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীর ক্ষেত্রে এই শপথকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানানো হয়েছিল যে উন্নতমানের উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা বিশ্বসমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রধান উপায়। 'সকলের জন্য শিক্ষা'র বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দূরশিক্ষা এবং সাথে সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্বকেও এই শীর্ষসভা অগ্রাধিকার দিয়েছিল। ১৯৯৬ সালের জুন মাসে জর্ডনে অনুষ্ঠিত 'সকলের জন্য শিক্ষা' সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক উপদেষ্টামন্ডলীর মধ্য-দশকীয় সভায় ই. এফ. এ কর্মসূচীর প্রণয়ণের লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা গুলি পর্যালোচনা করা হয়েছিল। এবং জনগণের উজ্জীবনের মধ্যে দিয়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে শিক্ষার প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার কথা পুনরায় বলা হয়েছিল। পরিবেশের প্রতি যত্ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন, সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, দারিদ্র দূরীকরণ এবং সুবিচার নিশ্চিত করার মতো প্রধান বিষয়গুলি মন্ডলীর সভায় যথোপযুক্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছিল। অধিকন্তু, আন্তর্জাতিক শিক্ষাসংক্রান্ত আলোচনা সভার ৪৫ তম অধিবেশনে কর্মরত -শিক্ষক-প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার ধারাবাহিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার ভূমিকার অতীব গুরুত্বের কথা আলোচনা করা হয়েছিল। কাজেই, ৪৫ তম অধিবেশনের সুপারিশগুলির মধ্যে একটি ছিল কর্মরত-শিক্ষক-প্রশিক্ষণ -কে পুর্নগঠিত এবং শক্তিশালী করার লক্ষ্যে। এই প্রসঙ্গে অনেকগুলি পন্থা প্রস্তাবিত হয়েছিল। কর্মরত শিক্ষদের প্রশিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী এবং পরিচালকদের প্রশিক্ষণকে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ -এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে দেখা হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে গৃহীত এবং ১৯৯২ সালে পরিমার্জিত জাতীয় শিক্ষানীতিতেএই দিকগুলির কতগুলি স্থান পেয়েছিল। নীতিগতভাবে স্বীকার করা হয়েছিল যে প্রাক্-কর্মরত এবং কর্মরত-শিক্ষক-প্রশিক্ষণ পরস্পরনির্ভর এবং সকলের জন্য শিক্ষা-র ক্ষেত্রে গুণগত, পরিমাণগত এবং সমতার প্রশ্নে তা অবিচ্ছেদ্য।

উদ্দেশ্যমূলক এবং মানসচেতন 'সকলের জন্য শিক্ষা'-কর্মসূচীর ক্ষেত্রে ব্যক্ত শপথ এবং বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ত পরিণাম হল ই-৯ দেশগুলির বিশেষজ্ঞদের এই আলোচনা সভা। এই সভা অবশ্যই শিক্ষক প্রশিক্ষণকে পুর্নগঠিত করার জন্য তার শ্রেষ্ঠ চিন্তা-প্রসূত মতামত দেবে যাতে তা ১৯৯০ সালে জমতিয়েনে ব্যক্ত সকলের-জন্য-শিক্ষা -র পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

আমার মতে বর্তমান পরিবর্তনের যুগে গতানুগতিক বিদ্যালয় শিক্ষা, যা শুধু শিক্ষার্থীদের পড়তে, লিখতে এবং অঙ্ক করতে শেখায়, তাছাড়াও আরও কিছু করার আছে। সব বয়সের, সব ধরণের এবং সব আর্থসামাজিক স্তরের শিক্ষার্থীদের এখন ই.এফ. এ-র আওতায় আনতে হবে। কর্মীদের, পিতামাতাদের, বঞ্চিত এবং অক্ষমদের এবং বিশ্বসমাজের কার্যত সকলকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যাতে তাঁরা তাঁদের মানসিকতার এবং প্রবণতার পরিবর্তন করেন এবং পুরনো ও নতুন সমাজ উভয়কেই পরিপ্লাবনকারী দ্রুত পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেন। স্থায়ী উন্নতির ক্ষেত্রে অবদান রাখা, গণতন্ত্রকে শাসনব্যবস্থার পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা এবং শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সমতার চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষমতা শিক্ষাপদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীকে পেতে হবে। এই উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করলে, আমাদের প্রচেষ্টাকে গতানুগতিক বিদ্যালয় শিক্ষাকে অতিক্রম করতে হবে এবং বস্তুতপক্ষে সবক্ষেত্রের সমস্ত ধরনের সমাজকেই নিজের আওতায় আনতে হবে। কিন্তু এই প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলির অগ্রাধিকার পাওয়া দরকার। কারণ রাষ্ট্রপুঞ্জে তাদের সমতার আসন পাওয়ার অধিকার অবশ্যই প্রয়োজন। এইসব দেশে শিক্ষার জগতে জরুরী ভিত্তিতে কাজ করা এবং বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষকদের ভূমিকার সমন্বয়সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। এই কর্মকান্ডে পেশাদারী এবং অপেশাদারী শিক্ষক, ই. এফ. এ-র সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পাঠ্যসূচী এবং বিশেষত প্রাথমিক পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রশ্নেও এইসব দেশকে মনোনিবেশ করতে হবে। এখন থেকে, বিশেষত ন্যুনতম শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ধরণের উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যসূচীর ক্রমাগত পুনর্বিন্যাস করতে হবে। প্রাক্‌কর্মরত অথবা কর্মরত শিক্ষক-প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে অন্তত তৃতীয় স্তর অবধি ন্যুনতম শিক্ষা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। তাছাড়া শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী লেনদেন করার জন্য শিক্ষকদের তৈরী করা আর যথেষ্ট নয়। প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনমূলক পাঠক্রম তৈরী করাটা শিক্ষকদের দক্ষতার মধ্যে পড়া উচিত। এখানে একটা কথা বলা দরকার যে আমি পাঠ্যসূচী 'লেনদেন' কথাটা পছন্দ করি না। 'লেনদেন' শব্দটি শিল্প ও বাণিজ্য জগতের শব্দভান্ডার থেকে নেওয়া। সম্ভবত: দুর্ঘটনাবশতই এটা শিক্ষা জগতের শব্দভান্ডারে ঢুকে গেছে। এটা আমাদের পরিহার করা উচিত এবং পরিবর্তনশীল পাঠক্রমে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে 'আদানপ্রদান' করার কথা বলা উচিত। পরস্পরের সঙ্গে আলোচনারত এবং কর্মরত শিক্ষক শিক্ষার্থীই ভবিষ্যতের ছবি। এটা সম্ভব, কারণ, ইদানিংকালে শিক্ষার অনেক পথ খুলে গেছে যা শিক্ষাকে শ্রেণীকক্ষের বাইরে নিয়ে যেতে পেরেছে। আমাদের সকলকে সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ এবং কর্মী করাটাই যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয় তাহলে 'কর্মজগতের জন্য শিক্ষা' এবং সংস্কৃতিবান হওয়ার জন্য শিক্ষা উভয়েই সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসে এটা শুধুমাত্র আংশিকভাবে হতে পারে। সংস্কৃতির ব্যাপারে এটা বলা দরকার যে শত সহস্র বছর ধরে তা দেশে এবং অন্যত্র আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা সেসব শিখি আমাদের পরিবারের থেকে, আমাদের প্রতিবেশীদের থেকে, আমাদের সমাজ থেকে এবং বর্তমানকালে বিভিন্ন ধরণের তথ্যসূত্র থেকে। আমাদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি এত ব্যাপ্ত যে তা শ্রেনীকক্ষের ক্ষমতার বাইরে। এটা জোর দিয়ে বলা দরকার যে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ -এর শিক্ষকদের এই অবস্থাটার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। সুতরাং, শিক্ষক-প্রশিক্ষণের বক্তব্য এই যে শিক্ষকদের ভূমিকা শুধুমাত্র শ্রেনীকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁদের ভূমিকা এবং কাজ প্রতিষ্ঠানকে ছাপিয়ে অনেকদূর চলে যায়,এবং তা সমগ্র সমাজের মধ্যে। এবং যেহেতু সমাজ এবং প্রযুক্তি অবিচ্ছেদ্য, শিক্ষকদের ভূমিকার ক্রমাগত নবীবরণ অপ্রতিরোধ্য।

এই নতুন প্রেক্ষাপটে, ইউনেস্কো এবং অংশগ্রহণকারী ই-৯ দেশগুলিকে শিক্ষক প্রশিক্ষণের পরিবর্তনের জন্য সহায়ক ক্রিয়াকলাপের ধরণ এবং পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে। যত শীঘ্র সম্ভব শিক্ষক-প্রশিক্ষণ-এর স্থানীয় পরিষেবাকে ভিত্তি করে কর্মকান্ড শুরু করা একটা ভাল পন্থা হতে পারে। যদি ইউনেস্কো এবং অন্যান্য অর্থপ্রদানকারী সংগঠনগুলি প্রয়োজনীয় সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে তাহলেই এটা সম্ভব হবে। প্রস্তাব আছে যে স্থানীয় পরিষেবার মূল কেন্দ্রগুলি প্রতি দুবছর অন্তর ই-৯ দেশগুলির মধ্যে স্থানান্তরিত হতে পারে যার ফলে অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল দেশগুলি পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদানের একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারবে।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে বর্তমানে জরুরী ভিত্তিতে কর্মরত শিক্ষক-প্রশিক্ষণ চালু করার জন্য আমাদের সঠিকভাবে উপযোগী

সংস্থান এবং উপাদান তৈরী করার কাজে মনোনিবেশ করা উচিত। সামাজিক পরিস্থিতি এবং বাস্তব অবস্থা অনুসারে স্বয়ং শিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থান করতে হবে। এগুলি শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, পাঠক্রম প্রণেতা, শাসকবর্গ এবং শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনাকারীদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এই জিনিসগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর ভিডিও এবং কম্প্যুটার সূচীর আকার নিতে পারে। ই-৯ দেশগুলির মধ্যে প্রবর্তনমূলক বিষয়ের আদানপ্রদান এবং এর আরও উন্নতি বিধানের ক্ষেত্রে এদের পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজনভিত্তিক শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটা বিরাট অবদান হয়ে উঠবে।

তৃতীয়ত, 'ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষক দল' -এর সাহায্যে কর্মরত শিক্ষক প্রশিক্ষণ -এর পন্থার কথা বিশেষভাবে ভাবা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে, ঐরকম ভ্রাম্যমান দলগুলি প্রত্যেকটি অংশগ্রহণকারী দেশগুলিতে কাজ শুরু করতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, তা ই-৯ দেশগুলির বিভিন্ন অঞ্চলে পরিক্রমা করতে পারে। 'ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষক দল' পদ্ধতি ইউনেস্কো ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করেছে এবং তা ভাল ফল দিয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য এই পদ্ধতি অত্যন্ত সুবিধার সঙ্গে পুনরায় চালু করা যেতে পারে।

আমরা এখন যে সমস্ত প্রচেষ্টার কথা বলছি, সেসব গুলিকে সময়ভিত্তিক কর্মসূচীতে সাজিয়ে নেওয়া জরুরী। সেগুলি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক, উভয় প্রকার সংগঠনকেই ই.এফ. এ -র জন্য শিক্ষক-প্রশিক্ষণের একটা সুপরিকল্পিত নতুন প্রণালী গঠনে সাহায্য করবে। ইউনেস্কো, অথবা এন. সি. টি. ই, অথবা ই-৯ দেশগুলি নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত সময়ভিত্তিক কাজের জন্য দুটি পদের সংস্থান করতে পারে। যাতে এই ধারণাগুলি সত্যিকারের কার্যক্রমের রূপ পায়। এই পদগুলি একবছর বা দু বছরের সময়সীমার জন্য দেওয়া প্রয়োজন। তা হলে এই সভা যে দ্রুত এবং সুনির্দিষ্ট নতুন অগ্রাধিকার দিতে চায় তা বাস্তবায়িত হবে। আমি আশা করি যে এই সভা পরবর্তী দু তিন বছরে ই-৯ দেশগুলির এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির অনুসরণীয় সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর কথা বলবে। ভারতের যোজনা কমিশন ই এফএ'র লক্ষ্যে মনোনিবেশ করেছে এবং এই সভার ফলাফলের ব্যাপারে কমিশন বিশেষ ভাবে আগ্রহী।

আমি আপনাদের আলোচনার সাফল্য কামনা করি এবং এই আশা ব্যক্ত করি যে এই আলোচনা ই.এফ.এ -র লক্ষ্যে আমাদের দ্রুততর গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

❑

শিক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আলোচনাসভার ৪৫তম অধিবেশনের সুপারিশ ৩ নং : (আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা কেন্দ্র, জেনিভা, ইউনেস্কো, ৩০ সেপ্টেম্বর-৫ অক্টোবর, ১৯৯৬) কর্মরত প্রশিক্ষণ : শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির অধিকার এবং কর্তব্য।

৩.১ দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে কর্মরত প্রশিক্ষণ সমস্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বৃত্তির ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সুতরাং, শিক্ষকরা শুধুমাত্র নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যই দায়বদ্ধ নয় পরন্তু, তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সারাজীবন ধরে জ্ঞান আহরণের তাগিদ এবং ক্ষমতা তৈরী করা জন্যও দায়বদ্ধ।

৩.২ স্থানীয় বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকবৃন্দ উভয়ের কাছেই কর্মরত শিক্ষা একটি অত্যন্ত আগ্রহের বিষয়। অতীত অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎ পরীক্ষাগুলি নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে কর্মরত শিক্ষার নীতিগুলির ক্ষেত্রে প্রধান রূপরেখা হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব করেছে।

৩.২.১ কর্মরত-প্রশিক্ষণ-শিক্ষাকর্মীদের অধিকার এবং কর্তব্য উভয়ই বিবেচিত হওয়া উচিত। পরিবর্তনশীল জাতীয় পরিস্থিতি এবং সময়ের সাথে এই দুটি ধারণার ক্ষেত্রে একটা ভারসাম্যযুক্ত পন্থা নেওয়া যায় যে বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। কিন্তু যে কোন কর্মরত প্রশিক্ষণ নীতিতেই সকল শিক্ষককে ন্যূনতম শিক্ষণের সুযোগ দেওয়া উচিত।

৩.২.২ উল্লিখিত ভাবে কর্মরত প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা হওয়া উচিত যথা ঃ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দলবদ্ধ কার্যকলাপের মাধ্যমে এবং কর্মকান্ডের সংজ্ঞাদায়ী শিক্ষকদের নিজেদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

৩.২.৩ কর্মজীবনের শুরুতে অবস্থিত শিক্ষকদের দিকে বেশী মনোযোগ দেওয়া দরকার। কারণ প্রথম অবস্থায় তাঁরা যে ভূমিকা নেবেন এবং কাজ করবেন সেগুলি তাঁদের বাকি শিক্ষণ এবং কর্মজীবনে একটা সুদৃঢ় প্রভাব ফেলবে। তাঁদের কর্মজীবনের প্রারম্ভে পরীক্ষণ এবং অবেক্ষণমূলক পদ্ধতির পত্তন করা উচিত।

৩.২.৪. পেশাগত প্রেক্ষাপটে সম্মুখীন হওয়া সমস্যাগুলি এবং তার জন্য গৃহীত সমাধানগুলির সঙ্গে ভবিষ্যৎ শিক্ষকদের পরিচিত করানোর জন্য যে কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে কর্মরত প্রশিক্ষণে লব্ধ অভিজ্ঞতাগুলির দ্বারা প্রাক্-কর্মরত প্রশিক্ষণ লাভবান হয়েছে তা ক্রমানুসারে সাজানো উচিত।

৩.২.৫ কর্মরত প্রশিক্ষণ-এর উন্নয়ন করা উচিত পেশাদারি সহায়ক সেবার মাধ্যমে, যা পরিগণিত হবে সমস্যা সমাধানের সহায়ক কেন্দ্র হিসেবে এবং যাতে সমস্ত শিক্ষকের প্রবেশাধিকার থাকবে।

৩২.৬ যারা শিক্ষকদের পরিচালন, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন-এর কাজে যুক্ত, তাদের কর্মরত প্রশিক্ষণ-এর জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার দিতে হবে। যাতে তাঁরা শুধুমাত্র পরিচালনামূলক এবং পর্যবেক্ষণমূলক কাজ করতেই সক্ষম হবেন না পরন্তু শিক্ষাসংক্রান্ত পথনির্দেশও দিতে পারবেন।

৩.২.৭ শিক্ষকদের প্রশিক্ষক এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষকদের ভূমিকা সুদৃঢ় করতে তাঁদের কর্মরত প্রশিক্ষণে প্রত্যক্ষ ও জরুরী ভূমিকা পালন করা উচিত। এই কাজ নির্বাহ করার জন্য, বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করা দরকার যাতে শিক্ষক-প্রশিক্ষকরা প্রাক্-কর্মরত প্রশিক্ষণের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত থাকেন এবং গবেষক ও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁদের প্রশিক্ষণের সময়োপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন।

৩.২.৮ যেসব ক্ষেত্রে শিক্ষকরা সুযোগ্য নয় কিংবা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয় সেক্ষেত্রে জরুরী ব্যবস্থা নিতে হবে। এই ব্যবস্থার ভিত্তি হওয়া উচিত সেই সব শিক্ষকদের অর্জিত অভিজ্ঞতালব্ধ যোগ্যতা এবং স্থানীয় পরিস্থিতিতে তাঁদের অর্জিত জ্ঞানের উপর। শুধুমাত্র একটি স্বীকৃতিদানের উপায় হওয়া ছাড়াও, এই জরুরী ব্যবস্থা শিক্ষকদের পেশাদারী যোগ্যতাকে শক্তিশালী করবে এবং শিক্ষাসংক্রান্ত বর্তমান প্রবণতাগুলি সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান উন্নত করে তুলবে। যাতে কর্মরত প্রশিক্ষণ শিক্ষাসংক্রান্ত নবীকরণের একটা বিরামহীন প্রণালী হতে পারে। ❑

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

ডঃ ওয়ারেন. এল. মেল্যর, ইউনেস্কো, নতুন দিল্লি

১৯৯৭ সালের ৬-৮ ফেব্রুয়ারী ব্যাপী নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ই-৯ দেশগুলির উদ্ভাবনীমূলককর্মরত শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার মান ঃ থ্রী-আর পাঠ্যসূচি শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ।

মাননীয়া প্রধান অতিথি ডঃ চিত্রা নায়েক, পরম সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষাসচিব এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিশন ফর কোঅপারেশন উইথ ইউনেস্কোর মহাসচিব শ্রী পি. আর দাশগুপ্ত, এবং বিশ্বের নয়টি অধিক জনসংখ্যাযুক্ত রাষ্ট্র থেকে আগত বিশিষ্ট প্রতিনিধিবর্গ, অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবর্গ, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ।

ডঃ চিত্রা নায়েককে প্রধান অতিথি হিসেবে পাওয়া আমাদের গর্বের বিষয়। আমরা তাঁর সময়ের মূল্য জানি, বিশেষত বর্তমানে ভারতের নবম উন্নয়ন যোজনার চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে যখন তিনি একজন স্থপতি হিসাবে যুক্ত আছেন। ভারতযখন একবিংশ শতকে প্রবেশ করতে যাচ্ছে সে সময় সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নিশ্চিত করার প্রতি তার দায়বদ্ধতার কথা আমরা জানি।

ডঃ নায়েক, তৃণমূলে উন্নয়নের প্রতি দায়বদ্ধ এবং সেই সঙ্গে তিনি বিশ্বাস করেন যে ভারতের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রয়োজনগুলি মেটানো সম্ভব শুধুমাত্র দূরদৃষ্টিমূলক এবং সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ও প্রবর্তনমূলক পদ্ধতি গ্রহণের দ্বারা। সেইজন্য শ্রেনীকক্ষের ভেতরে এবং বাইরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সংযোগ শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং তথ্য প্রযুক্তির সংযুক্তির প্রয়োজনে আমরা আস্থা রাখি যে নবম যোজনা শিক্ষাদানের নতুন যুগে চিরাচরিত প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক উপগ্রহমারফত দূরযোগাযোগের মধ্যে সূত্র স্থাপন করে, সেই প্রবর্তনমূলক মনোভাবের স্বাক্ষর রাখবে।

আমরা শ্রী দাশগুপ্তকেও ধন্যবাদ জানাই ইউনেস্কোর প্রতি তার ক্রমাগত সহযোগিতার জন্য। আমরা তার মানবিক চেতনা এবং সব বিষয় শোনার আগ্রহের জন্য তাকে শ্রদ্ধা করি। 'প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ' হিসাবে শিক্ষকদের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং আস্থা, শিক্ষকদের সম্মানের আসনে-মর্যাদা দান, ইউনেস্কোর সঙ্গে ভারতের জাতীয় কমিশন-এর সহযোগিতার জন্য মহাসচিব হিসেবে তাকে ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবহিত রাখার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। তাঁর অখন্ড মনোযোগের জন্য কোন সময়ই তুচ্ছ নয়। তার দৃষ্টির প্রসারতার কাছে কোন বিষয়ই খুব বড় নয়। কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকারগুলির সঙ্গে একত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে এবং উপস্থিত উপাদানগুলির ফলপ্রসূ স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ইউনেস্কোর ক্ষমতাকে তিনি সবসময় স্বীকৃতি দিয়েছেন।

পরবর্তী তিনদিনে আমাদের সভাকে সফল করার জন্য অধ্যাপক রাজপুত এবং তার জাতীয় রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের সহকর্মীরা কোন চেষ্টারই ত্রুটি রাখেন নি। সমগ্র ভারতে শিক্ষক প্রশিক্ষকদের এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠানগুলির মানরক্ষার জন্য গঠিত এন. সি. টি. ই ভারত সরকারের একটি সাম্প্রতিক সৃষ্টি। সভাপতি হিসেবে অধ্যাপক রাজপুতকে একটি সংকীর্ণ এবং কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে এবং উদ্ভাবনমুখিনতার প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এন. সি. টি. ই -র জন্মলগ্ন থেকেই অধ্যাপক রাজপুত এবং এন. সি. টি. ই -র কাছে প্রাক্ কর্মরতএবং কর্মরত অবস্থাতে উৎকৃষ্ট শিক্ষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে একটি সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির পরিকল্পনা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে ইউনেস্কো ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আমরা এই বিশ্বাস রাখি যে এই আদর্শ সমস্ত দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলেই অর্থবহ হবে।

আমরা আমাদের জমৃতিয়েন -এর সহযোগিদের এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকেও আজকের নিমন্ত্রণে সাড়া দেবার জন্য ধন্যবাদ জানাই। এখানে তাদের উপস্থিতি সার্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্যে ও প্রশ্নে সরকারগুলির সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করার এক দৃশ্যমান প্রতিশ্রুতি। আমরা সুনিশ্চিত যে তাঁদের এই প্রতিশ্রুতি এই সভায় ফলাফলের মাধ্যমে অপ্রতুল সহায়সম্পদগুলির একত্র সহযোগিতা কেন্দ্রিক ব্যবহার-এর রূপে সঠিক লক্ষ্যে এগোবে।

আজ আমাদের মধ্যে নামোল্লেখ করার মত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি রয়েছেন। যথা মুখ্য সচিবগণ, পূর্বতন এবং বর্তমান সচিবগণ, অতিরিক্ত সচিববর্গ ও যুগ্মসচিববর্গ, রাজ্যসরকারগুলির মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরগুলির অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ এবং মুখ্য প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ণধার সমূহগণ এদের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সন্তোষের কথা সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করার সুযোগ আমি হারাতে চাইনা।

ই-৯ দেশগুলির বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের আবার স্বাগত জানানোর সুযোগও আমি হারাতে চাইনা। আমি বিশ্বাস করি যে ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রত্যেক প্রতিনিধিই প্রবর্তনমূলক শিক্ষক-প্রশিক্ষণ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে তাঁদের পেশাগত কর্তব্য পালন করেছেন। তারা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে উচ্চ গুণমানের কাজ করেছেন। এটা আমাদের দুজন উপদেষ্টা এবং সমন্বয় কারকের কাজ সহজ করে দিয়েছে, সেইজন্য তাদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। অপরপক্ষে আমি নিশ্চিত যে আপনারা চান যে তারা যে কাজ করেছেন এবং পরবর্তী তিনদিনে করবেন তার জন্য উপদেষ্টাদেরও ধন্যবাদ জানাব। ই-৯ দেশগুলিকে একত্রে নিয়ে ২০০০ সাল নাগাদ ই. এফ. এ কে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ গতি দেবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরী করার ব্যাপারে আমরা তাঁদের নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করি। সবার শেষে, আপনারা অবশ্যই আমাকে আমার ইউনেস্কোর সহকর্মীদের ধন্যবাদ দিতে অনুমতি দেবেন। ইউনেস্কোর প্রধান কার্য্যালয়ের ডঃ উলফ্‌গাং ভল্‌ম্যান ব্যতীত এই সম্ভব হত না। আর নতুন দিল্লির কার্যালয়ে আমার কর্মচারীরা? তাদের সম্পর্কে আমি কি বলতে পারি? গত দুবছরে আমাদের সদস্য সংখ্যা অতিমাত্রায় কমে গেছে। কিছু আন্তর্জাতিক মানের স্থানীয় গুনী ব্যক্তিদের অবদানের দ্বারা আমরা কিছুমাত্রায় সেই ক্ষতির পূরণ করতে পেরেছি। আবার ইউনেস্কোর প্রধান সঞ্চালক যেমন অভিযোগ করেছেন সেরকম অন্যান্য অনেকেও মনে করেন যে আমরা সামান্য ব্যাপার বেশি মনোনিবেশ করি। আমি বিশ্বাস করি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের অবদান স্বীকৃত হয়েছে। পরবর্তী তিনদিনে যদি কোন ছোটখাট অসুবিধা হয় তার জন্য আমি আপনাদের ক্ষমাপ্রার্থী। সেসব নাও হতে পারে, কিন্তু সবসময় সে সবের কথা ভাবতে হয়। পরবর্তী তিনদিনের প্রত্যাশিত সাফল্যের জন্য আমি অংশগ্রহণকারীদের, এবং আমাদের সভার আয়োজনকারী ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। ইউনেস্কোর অদ্বিতীয় লক্ষ্যের কথা আবার বলে আমি আপনাদের থেকে বিদায় নেব। ''যুদ্ধ শুরু হয় মানুষের মনে, এবং মানুষের (মনেই) শান্তির নিমিত্ত প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে হবে। সংঘাতের পটভূমিকাতেও শান্তিপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব যদি কোন বিজেতা বা বিজিত না থাকে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীরা থাকে—যারা বাধাহীন এবং সীমাহীনভাবে শিক্ষা গ্রহণে ব্যস্ত। ইউনেস্কোর সদ্যসমাপ্ত 'একবিংশ শতকের নিমিত্ত শিক্ষা' সংক্রান্ত কমিশনের কাজের লক্ষ্য ''শিক্ষণ মানুষের সম্পদ' শীর্ষক গবেষণাপত্রে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত শুধুমাত্র কিছু হওয়া, কিছু জানা এবং কিছু করার জন্যই নয় পরন্তু আমাদের মনপ্রাণ ঢেলে শেখা উচিত এবং একবিংশ শতকে একসাথে বাঁচার জন্যও। আমরা বিশ্বাস করি যে এই তিনদিনে ফলাফল হিসেবে যা পাওয়া যাবে তা শুধুমাত্র আমাদের আলাদা আলাদা স্ব-দেশের শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় পাঠক্রমের উন্নতিকল্পে নির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনাই নয়। বরঞ্চ বিরামহীন মানব উন্নয়ন, শান্তি এবং সুরক্ষার উদ্দেশ্যে উচ্চ জনসংখ্যাযুক্ত ই-৯ দেশগুলির মধ্যে একটা অর্থপূর্ণ শিক্ষাসংক্রান্ত অংশীদার হওয়া প্রয়োজন।

অপরপক্ষে সাধারণভাবে বিশ্বব্যাপী এবং সদস্য দেশগুলির সঙ্গে পৃথকভাবে হাতে হাত মেলানোর দায়বদ্ধতার কথা ইউনেস্কো আবার স্বীকার করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে আমদের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে দূরশিক্ষা, সমস্যা পিড়ীত শ্রেণী প্রভৃতি- - - তথ্যপ্রযুক্তি, পাঠক্রম এবং মূল্যবোধ।

❑

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নং, ১/১৯৯৭

ফেব্রুয়ারি ২, নতুন দিল্লী — উদ্ভাবনমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার মান ঃ প্রথম তিনটি স্তরে 'থ্রী-আর' পাঠক্রম সংক্রান্ত আলোচনার জন্য ই-৯ দেশপুঞ্জ বলে পরিচিত পৃথিবীর সাতটি সর্বাধিক জনসংখ্যাযুক্ত দেশের শিক্ষাবিদ্‌রা ৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন দিল্লিতে তিনদিনের একটি আলোচনাচক্রে যোগ দেবেন। শতকের শেষে সকলের জন্য শিক্ষা (ই. এফ. এ) অর্জন করার লক্ষ্যে দেশগুলির দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে তা প্রত্যক্ষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

এন. সি. টি. ই বা রাষ্ট্রীয় অধ্যাপকশিক্ষা পরিষদ পরিচালিত এটিই প্রথম আন্তর্জাতিক সভা। ইউনেস্কো এই কর্মকান্ডে এন. সি. টি. ই -র সঙ্গে সহযোগিতা করছে। অন্যান্য সাহায্যকারী আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি হল : ইউ. এন. ডি. পি., ইউনিসেফ, ইউ. এন. এফ. পি. এ এবং বিশ্বব্যাঙ্ক।

এই সভায় অংশগ্রহণকারী নয়টি দেশ হল : বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিশর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নাইজিরিয়া এবং পাকিস্তান। যোগদানকারী প্রত্যেকটি দেশ সেই দেশে অনুসৃত উদ্ভাবনমূলক শিক্ষক-প্রশিক্ষণ -এর সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্রীয় সমীক্ষা সম্বলিত গবেষণাপত্র উপস্থাপন করবে। উপস্থাপিত উদ্ভাবনীগুলি এমন হবে যাতে অন্যান্য দেশেও তার রূপ গ্রহণযোগ্য হয়। বিশেষজ্ঞরা উদ্ভাবনগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন এবং এই সভা শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সুযোগসম্ভাবনা, ধারণা ও অভিজ্ঞতার আদানপ্রদানের সুযোগ এনে দেবে।

শিক্ষক-প্রশিক্ষণের সমস্ত দিকগুলির পর্যবেক্ষণ এবং তাতে গুণগত পরিবর্তন আনার জন্য সংসদে গৃহীত আইনের সাহায্যে এন. সি. টি. ই -র প্রতিষ্ঠা এই সম্মেলনের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত যে উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রযুক্ত কাজে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে কোন রীতি প্রণালীকে প্রাণময় করে তোলে।

এই সভার দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে এটা আশা করা যায় যে অংশগ্রহণকারীরা এই সব দেশে প্রথম তিনটি স্তরে থ্রী-আর এর ধারণা সামনে রেখে শিক্ষার মানের অবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করবেন। শিক্ষার মান এর সঙ্গে শিক্ষকদের মান প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এবং সেই হেতু, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনবহুল নয়টি দেশে সার্ব্বজনীন শিক্ষার (ই এফ এ) লক্ষ্যগুলি অর্জন করার ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ই বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। শিক্ষাবিদ্‌রা একমত যে, কোন কোন সংস্কৃতিতে জীবনধারণের মানোন্নয়নের প্রথম পদক্ষেপই হল ই. এফ. এ বা সকলের জন্য শিক্ষা, এন সি টি ই-র তরফে এবং পক্ষে পি. আর. ও, এল সি ই আর টি কর্তৃক প্রকাশিত।

❑

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নং ২/১৯৯৭

ফেব্রুয়ারি ২, নতুন দিল্লি — সার্ব্বজনীন শিক্ষা তথা ই এফ এ-র মধ্যে শিশু, পিতামাতা, কর্মী, বঞ্চিত এবং অক্ষম সকলেরই স্থান হওয়া উচিত এবং তা সমাজের মানসিকতার ও দক্ষতার পরিবর্তন ঘটানোর সহায়ক হওয়া উচিত যাতে পুরনো এবং নবীন উভয় সমাজেকই পরিপ্লাবনকারী দ্রুত পরিবর্তশীলতার সঙ্গে তাল রাখা যায়। এই ধরণের শিক্ষা ক্রমিক উন্নতি, গণতন্ত্রের পালন এবং শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সমতার চরম লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথে সাহায্য করবে।

ডঃ নায়েক আজ এখানে 'উদ্ভাবনমূলক কর্মরত শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার মান ঃ প্রথম তিনটি স্তরে 'থ্রী-আর' এর পাঠক্রম সম্পর্কীয় ই-৯ দেশগুলির এক আলোচনাসভার উদ্বোধন করছিলেন। শিক্ষার মান, শিক্ষকদের মানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এবং সেই কারণে এই দুটি বিষয়ই আজকে উদ্বোধিত তিন দিন -এর আলোচনা সভায় আলোচিত হবে। এই সভা বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জনবহুল ই-৯ দেশগুলির পক্ষে ই. এফ. এর মূল লক্ষ্যগুলি অর্জন করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই সম্মেলনে নয়টি অংশগ্রহণকারী দেশ হল বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিশর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া , মেক্সিকো এবং পাকিস্তান।

ভারতের যোজনা কমিশনের সদস্যা আরও বলেন যে শিক্ষার ক্ষেত্রে ই-৯ দেশগুলির উচিত 'জরুরী ভিত্তিতে' কাজ করা। এবং বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষকদের ভূমিকার সমন্বয় সাধন করা। তিনি আরও বলেন যে ই-এফ-এ -র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার জন্য শিক্ষক-প্রশিক্ষণের পদ্ধতি এবং উপাদান গুলির পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন।

ডঃ চিত্রা নায়েক দৃঢ় মত পোষণ করেন যে শিক্ষকদের ভূমিকা পরিব্যাপ্ত হওয়া উচিত প্রতিষ্ঠানের বাইরে বহুদূর পর্য্যন্ত —সমাজের ঠিক মাঝখানে''। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির প্রভাবে সংগঠিত সামাজিক পরিবর্তনের কথা ভাবলে এটা খুবই জরুরী এবং সেইজন্য শিক্ষকদের ভূমিকার প্রতিনিয়ত পুণর্নবীকরণ অবশ্যম্ভাবী।

যোজনা কমিশনের সদস্যা স্ব-শিক্ষণ পদ্ধতির আশু প্রয়োগের কথা বলেন যা থেকে শিক্ষক, শিক্ষক-প্রশিক্ষক, পাঠক্রম নির্মাতা, পরিচালকবর্গ শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনাকারী সকলেই সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন এবং সেইধরণের উপাদান শিক্ষার ক্রমপরিবর্তনশীল চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিরাখার জন্য ই-৯ দেশগুলিকে সাহায্য করবে। কর্মরত শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তিনি ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষক দল পদ্ধতির কথাও বলেন কারণ এই পদ্ধতি শিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের সুষম ব্যবহারের একটি পন্থা। পরিশেষে ডঃ চিত্রা নায়েক ইউনেস্কো-গোষ্ঠীর 'ই-৯' ভূক্ত দেশ এবং এন. সি. টি. ই কে ও শিক্ষক-প্রশিক্ষণ -এর নিত্যনতুন পদ্ধতির রূপ দেবার জন্য পদ সৃষ্টির সংস্থান করতে অনুরোধ করেন। এই ব্যাপারটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

এর আগে এন. সি. টি. ইর সভাপতি অধ্যাপক জে. এস রাজপুত বলেন যে তার সংস্থা এ ব্যাপারে সজাগ যে এদেশের শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের উচিত পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখা এবং এই সম্মেলন এদেশে কর্মকান্ড এবং গবেষণার সূচনা করবে। ডঃ রাজপুত বলেন যে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সুনিশ্চিতভাবে এন. সি. টি. ই প্রদত্ত রূপরেখা এবং মান অনুসরণ করানোর বিশাল কর্মযজ্ঞে এন. সি. টি. ই নিযুক্ত আছে, যাতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ-এর মান উন্নত রাখা যায়। মাত্র তিন বছর বয়স্ক এন. সি. টি. ই, শিক্ষক প্রশিক্ষণের সর্বক্ষেত্রে

এবং বিদ্যালয় শিক্ষার প্রতি স্তরে পরিকল্পিত এবং নিয়ন্ত্রিত উন্নতিবিধানের লক্ষ্যে সংসদে গৃহিত আইনের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল। ই. এফ. এ -র লক্ষ্যগুলি অর্জন করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের মানের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য এন. সি. টি. ই এই প্রথম একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাসভার আয়োজন করছে।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা সচিব শ্রী পি. আর. দাশগুপ্ত শিক্ষাদাতা এবং পরামর্শদাতা উভয়রূপেই মুখ্য ভূমিকা পালনকারী হিসাবে শিক্ষকদের সামাজিক স্বীকৃতি দানের ওপরে জোর দেন। তিনি দুঃখপ্রকাশ করে বলেন যে ই-৯ দেশগুলি অনেকক্ষেত্রেই শিক্ষকদের অবস্থান, নিম্নমানের কর্মচারীর ভূমিকায় অবনমিত হয়েছে।

নতুন দিল্লিতে অবস্থিত ইউনেস্কোর আঞ্চলিক কার্যালয়ের কার্যনির্বাহী অধিকর্তা ডঃ ডব্লু. এল মেল্যর বলেন যে ইউনেস্কো সবসময়েই শিক্ষকদের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিক্ষক প্রশিক্ষণ-এর মান উন্নয়ণ এবং ই. এফ. এ কর্মসূচীর প্রতি ইউনেস্কোর দায়বদ্ধতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

এন. সি. টি. ই-র পক্ষে পি. আর. ও : এন. সি. ই. আর. টি. কর্তৃক প্রকাশিত

❑

বুনিয়াদী বিষয়গুলিতে প্রত্যাবর্তন

জমতিয়েন এবং বালির সমাবেশে শিক্ষা মন্ত্রীরা প্রাথমিক শিক্ষার উপর মনোনিবেশের ব্যাপারে জোর দেন এবং পড়া, লেখা এবং অংক, অথবা সংক্ষেপে 'থ্রী-আর' জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের দিকে অধিক মনোযোগ দেবার জন্য আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। জমতিয়েন ঘোষণা এবং আরও সাম্প্রতিককালের 'ডেলরস প্রতিবেদন' প্রাথমিক জ্ঞানার্জন শক্তির প্রধান ক্ষেত্রগুলিতেন্যুনতম দক্ষতা অর্জনের আহ্বান জানিয়েছিল। মূল্য বক্তব্য ছিল যে প্রত্যেকটি মানুষকেই তাদের প্রাথমিক শিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাসক্রোন্ত সুযোগসুবিধাগুলি থেকে সাহায্য পেতে হবে। এই প্রয়োজনগুলির মধ্যে রয়েছে জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয় উপাচার (যথা সাক্ষরতা, মৌখিক অভিব্যক্তি, গণনা এবং সমস্যা সমাধান ইত্যাদি) ও ন্যুনতম শিক্ষনীয়বিষয়ে (যথা জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি), যার সাহায্যে দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে জনগণ অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

বর্তমানে বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রম কি হওয়া উচিত, তা নিয়ে একটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ইউনেস্কো সবসময়েই একটা মূল পাঠক্রমের কথা বলেছে যার মধ্যে আছে 'থ্রী-আর'। জমতিয়েন আলোচনাসভা এই ধারণাকে সমর্থন জানিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার ওপর বিশ্বব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় (লকহিড এবং ভাসপুর্ত্তর, ১৯৯১), তথাকথিত সাধারণ দক্ষতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। জ্ঞানার্জন বিকাশের পাঠক্রমকেই শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রধান উপাদান হিসেবে পেশ করা হয়েছিল। লেখকরা মনে করেন যে পাঠ্যবই-এর পর্যাপ্ত যোগানই অনেক উন্নতি সাধন করতে পারে। বস্তুত অনেক সময়েই পাঠ্যবইগুলিই পাঠক্রম হয়ে যায়। কিন্তু, শুধুমাত্র পাঠ্যবই এবং সুশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরাই ই. এফ. এ -র কাজ সম্পন্ন করতে পারেন না। একটা পন্থা হল শিক্ষণকে মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী, সমস্যা-সমাধান এবং অন্যান্য দক্ষতার সঙ্গে সমন্বিত করে শ্রদ্ধার মনোভাব জাগিয়ে তোলা এবং আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধকেও অঙ্গীভূত করা। যে পরিবেশে পিতামাতা ও শিশুদের আধুনিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকার আছে এবং তারা এই শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, সেখানে বুনিয়াদী বিষয়গুলিতে প্রত্যাবর্তন পদ্ধতি সবথেকে ভালভাবে কাজ করে। তা সত্ত্বেও অনেকে আছেন যাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাবার মত অবস্থায় নেই। কারণ অস্তিত্ব এবং জীবিকানির্বাহের প্রয়োজনে তাদের অন্যত্র উপস্থিতি জরুরী। এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি মৌলিক পাঠক্রম সম্ভবত আরও যুক্তিযুক্ত। চীন এবং ভারতের অবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণের কাজ করার সময় ইউনেসেফের শ্রী মনজুর আহ্‌মেদ বলেছিলেন "শিক্ষনীয় বিষয়গুলি স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হলে গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানার্জনের দক্ষতা সুন্দরভাবে বিকাশ লাভ করে। এক্ষেত্রে, কেবলমাত্র তথাকথিত শিক্ষামূলক পথনির্দেশ না মেনে, শিক্ষকদের পদ্ধতিগুলির বাস্তবজগতের সঙ্গে সম্পর্কিত পথ গ্রহণ করা উচিত"।

আমাদের আজকের আলোচনার অন্তর্নিহিত প্রতিপাদ্য হল ঃ বিদ্যালয়-পাঠ্য বিষয়গুলির জন্য প্রদত্ত শিক্ষণকাল অর্জিত শিক্ষার পরিমাণের সঙ্গে সমানুপাতিক। আপনারা অবহিত আছেন যে তা বিদ্যালয়ের কোন একটি বিষয়ের শিক্ষায় শিশুরা বছরে যত ঘন্টা ব্যয় ক'রে তা দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, যথা : প্রতিবছরে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘন্টা এবং প্রতিটি বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘন্টা। সারা বিশ্বের প্রাথমিক স্তরে এখন থেকে ষষ্ঠ স্তর পর্যন্ত পঠন পাঠনের জন্য প্রতি বছরে গড়ে ৮৮০ টি নির্দেশমূলক ঘন্টা অথবা ১৮০ দিবসের প্রয়োজন হয়। কিছু উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষাবর্ষের গড় এর থেকে ছোট (যেমন ঘানাতে ৬১০ঘন্টা), আবার কিছু দেশে গড় এর থেকে বড় (যেমন মরক্কোয় ১০৭০ ঘন্টা))। একদিকে শিক্ষণ এর জন্য অপর্যাপ্ত সময় এবং অন্যদিকে পাঠ্যসূচীর

ভারের সমস্যার সমাধানকল্পে কিছু পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে 'থ্রী-আর' এর বিষয়গুলির জন্য প্রয়োজনীয় সময় (প্রতি সপ্তাহে ২০ ঘন্টা) রেখে সমস্যার সমাধান করা যায়। শিক্ষণের সময় যাতে যথাযথ ভাবে দেওয়া হয় তার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার অথবা অভিভাবকদের হস্তক্ষেপ দরকার, যার ফলে কাজের সময় বিদ্যালয় খোলা থাকে এবং শিক্ষাদানের সময়ে শিক্ষকরা উপস্থিত থাকেন।

১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বালিতে ই-৯ দেশগুলির মন্ত্রীরা অবস্থার জটিলতার বিষয় মেনে নিয়েও একথা জোর দিয়ে বলেন যে শিক্ষার মান -এর ওপর শিক্ষানীতিগুলির প্রভাব ফেলা সম্ভব শুধুমাত্র 'থ্রী-আর' এর দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিলে, এর মধ্যে থাকবে তিনটি প্রধান বিষয়ে প্রদত্ত সময়, শিক্ষাদানের পদ্ধতি এবং শিক্ষণ-বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা। নিশ্চিতভাবেই, শিক্ষাদানের মান এই ক্ষেত্রে একটা বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে এবং কি ধরণের পন্থা গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে কালকের আলোচনাসভার সিদ্ধান্তগুলির থেকে নির্দেশ পাওয়া যায়।

এই আলোচনার উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী তৈরী করা এবং তার প্রতিবন্ধকতাগুলি খুঁজে বের করা। শূন্যে কোন জাতীয় পাঠ্যসূচী নিয়ে আলোচনা করা যায় না এবং তার জন্যেই এই আলোচনাগুলিতে আমরা প্রায়ই শিক্ষকদের ভূমিকা, উপাদান, পাঠ্যবই এবং সামাজিক, ধর্মীয় অথবা সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতাগুলির কথা বলি। অন্যান্য দেশগুলি কিভাবে তাদের পাঠ্যসূচীগুলি তৈরী করে তা জানা এবং ফলপ্রসূ শিক্ষাপদ্ধতিগুলির অন্তর্নিহিত বিষয়গুলি খুঁজে বার করা ই-৯ দেশগুলির একটি সাহসী পদক্ষেপ। আজ এবং আগামীকালের আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে জ্ঞানের আদান প্রদানের দ্বারা নির্মিত চূড়ান্ত সমীক্ষা 'থ্রী-আর' শিক্ষণ পদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা, শিক্ষণ-এর মূল্যায়ণ, ছাত্র/শিক্ষক অনুপাত এবং নির্দেশিকার ব্যাপারে আলোকপাত করবে বলে আশা করা যায়। প্রত্যাশামতো এই সভার আলোচনা (সুপারিশ এবং নির্দেশিকাগুলি) ই-৯ দেশগুলির প্রত্যেকটিতে জাতীয় আলোচনাসভা, নীতিনির্ধারণ, নতুন নতুন গবেষণা এবং এ বিষয় প্রকাশনার মাধ্যমে খোলাখুলি বিতর্কের সূত্রপাত ঘটাবে। পাঠক্রম এবং পাঠদানের সময়সীমা সংক্রান্ত আলোচনাকেঅবশ্যই শিক্ষাদান এবং শিক্ষণ কে সমাজের উপযোগী করে তোলার প্রচেষ্টা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

❑